গাজী কালু ও চম্পাবতির পুঁথি

আসল! আসল!! আসল!!!

ওসমানিয়া বুকডিপো-মসজিদ মার্কা ছহি ছাপা

গাজি কালু ও চাম্পাবতী

কন্যার পুথি

মুনশী আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত

(খলিফা পুত্রে মালিক)

হাজী মোহাম্মদ কোরবান আলী সাহেব

ওসমানিয়া বুকডিপো

৩৬/১৮নং বাবুবাজার

ঢাকা

প্রতিষ্ঠিত

প্রকাশক

মোহাম্মদ নুরুল ইস্‌লাম

"ওসমানিয়া বুক ডিপো"

বাবুবাজার, ঢাকা।

মূল্য—১।০ আনা

* এলাহি—ভরসা *

গাজি কালু ও চাম্পাবতী

কন্যার পুঁথি

* হামদো নায়াত *

পয়ার * প্রথমে বন্দিনু প্রভু শুচী নিরাঞ্জন। এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন * সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়। দুঃখ সুখ যত রোগ তাঁহার আজ্ঞায় * মৃত্তিকা গগনে নাহি তাঁর সমতুল। পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মূল * তাঁহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর। পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর * মহা মহা পাপী কত আমার সমান। কৃপা করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান * তাঁহার পরম সখা, নবী মোহাম্মদ। তাঁর পরে লক্ষ কোটি ছালাম দরুদ * সখা সখি যত তাঁর আর ভার্য্যাগণ॥ নবী বংশে যত আর হইল উৎপন্ন * সবাকারে কোটি কোটি ছালাম আমার॥ সদয় রহুক প্রভু উপরে ত'নার *

* কাহিনী আরম্ভ *

ত্রিপদী * বৈরাট নগরে ধাম, সাহা সেকান্দর নাম, রূপ যিনি পূর্ণ শশধর। নগরের শোভা তার, অতি সেই চমৎকার, স্বর্গ তুল্য দেখিতে সুন্দর * ছিল সাহা হেন ধনী, ধনেতে কারুণ যিনি, দাতা ছিল হাতেম সমান। শক্তি হেন ছিল তার, রোস্তম হারিবে আর, হারিবেক শাম নরি-মান * আকাশের তারা যত, সমরের সেনা তত, গুণিবার সাধ্য নাহি কার। যত রাজা ভূমণ্ডলে, কর দিত সবে মিলে, তারে ছিল তাবত সংসার * বলি রাজা দর্প করে, কহিলেন জনবরে, রাজ কর না দিব কখন। তবে সাহা সেকান্দর, লইতে বলির কর, গেল চলে তাহার ভবন* বলি রাজা হৈয়া ক্রোধ, করিল অনেক যুদ্ধ, শেষে রাজা হারিল সমরে। হারিয়া সে বলি রায়, সেকান্দর সাহা পায়, গলে বসন বান্ধিয়া সে পড়ে* অজুপা নামেতে কন্যা, ছিল তার অতি ধন্যা, সেকান্দর হাতে সুপে দিল * তবে সাহা রাজা বলি, পাতালেতে গেল চলি, বৈরাটেতে রহে সেকান্দর। তবে কিছু দিন পরে, অজুপী সতীর ঘরে, হৈল এক পুত্র সু-সুন্দর *

পয়ার * বৈরাট নগরে ঘর সাহা সেকান্দর। অজুপা তাহার পত্নী

পয়ার * বৈরাট নগরে ঘর সাহা সেকান্দর। অজুপা তাহার পত্নী অতি মনোহর * হইল সন্তান এক অজুপার ঘরে।। চন্দ্রের সমান রূপ ঝলমল করে * রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভুবন।। রাখিল তাহার নাম জুলহাস সুজন * দিনে২ পুত্র এক বাড়িতে লাগিল। দ্বাদশ অব্দের যবে বয়েস হইল * একদিন চলিলেন করিতে শিকার। লইয়া অনেক লোক সাথে আপনার * হইলেন উপনিত এক কাননেতে। কাননের মধ্যে মৃগ খুজে সকলেতে * হঠাৎ হরিণ এক উঠে দৌড় দিল। ভুপের নন্দন তার পশ্চাতে চলিল * যাহার হরিণ সেই কি করে তখন। একটি সুড়ঙ্গ দিয়া করিল গমন * দেখিয়া নৃপের সুতা না পারে থামিতে। সুড়ঙ্গের পথে চলে হরিণ মারিতে * এখানেতে লোক সবে না দেখে তাহায়। কাননে২ তারা খুজিয়া বেড়ায়* অনেক খুজিল নাহি পাইল দর্শন। আক্ষেপ করিয়া সবে চলিল তখন * সুড়ঙ্গেতে গিয়া সেথা সেকান্দর সুতে। দেখে যেন অন্ধকার রজনী হইতে * এদিক ওদিক কিছু দেখিতে না পায়। বিপাকে পড়িয়া যুবা করে হায় হায় * পায়ের ঠাহরে তবে চলিতে লাগিল। এগার কোশের পথ যদি চলে গেল * চক্ষু মেলে দেখে এক সুন্দর নগর। সুবর্ণের অট্টালিকা সুবর্ণের ঘর * সুবর্ণের বৃক্ষ আর সুবর্ণের ফুল। সোণার কোকিল কাক ভৃঙ্গ বুল২ * কীট পতঙ্গ যতকিছু সকলি সোণার। স্বর্গের সমান্ পুরী দেখিতে বাহার * দেখিয়া সে জুলহাস আশ্চর্য্য হইয়া। ধীরে২ পুরী মধ্যে প্রবেশিল গিয়া * জঙ্গ বাহাদুর নাম সে দেশী রাজার। পুত্রের সমান করে পালন প্রজার * সেকান্দর সুতে সেই অতীথের মতে। উপনিত হৈল গিয়া রাজার বাটিতে*দেখিয়া তাহার রূপ সেই রাজেশ্বর। অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালঙ্গ উপর * কতক্ষণ পরে রাজা চেতন পাইয়া। জিজ্ঞাসিল জুলহাসে কোলে বসাইয়া * কি নাম তোমার বাছা ঘর কোথা হয়। কেবা তোর মাতা পিতা দেহ পরিচয় * জুলহাস বলেন শুন পরিচয় মোর। বৈরাট নগরে ঘর পিতা সেকান্দর * অজুপা সুশীলা হয় আমার জননী। বাপের দুলাল আমি মায়ের পরাণী * আমি বিনা পুত্র কন্যা কেহ নাহি আর। মরিবেন মাতাপিতা শোকেতে আমার * জঙ্গ রাজা বলে বাছা শান্ত কর মন। আমার রাজত্তি এই জানিবে আপন * এক কন্যা বিনা মোর আর কেহ নাই। তাহাকে বিবাহ করে থাক এই ঠাই * এসব রাজত্ব আমি তোমাকে শুপিব। তোমাকে রাজত্ব দিয়া তীর্থে চলে যাব * তব যোগ্য কন্যা সেই পরমা সুন্দরী। পাঁচ তোলা নাম তার যিনি হুর পরী * শুনিয়া বৈরাট সুতা স্বীকার করিল। শুভদিনে বিয়া তবে

জন্ম রাজা দিল * পাইয়া সুন্দরী কন্যা ঝুলহাস সুজন। রহিলেন মাতা পিতা হৈয়া বিস্মরণ * এখানেতে লোক সবে অনেক খুজিয়া। সেকান্দর শাহা কাছে কহিল আসিয়া * অদৃশ্য হইয়া গেছে তোমার নন্দন। খুজিনু অনেক মোরা না হৈল দর্শন * শুনা মাত্র সেকান্দর মুণ্ডে হাত দিল। অজ্ঞান হইয়া ভুমে ঢলিয়া পড়িল * পুত্র২ বলি শাহা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হাহাকার শব্দ হৈল বৈরাট নগরে * অজুপা সুন্দরী কান্দে লুটিয়া ধুলায়। দাস দাসী কান্দে সবে করি হায়২ * আসিয়া জ্যোতিষগণ গনিয়া তখন। কহিলেন সবাকারে শান্ত কর মন * জীবমানে আছে পুত্র পাতাল নগরে। জন্ম রাজা নামে তার কন্যা বিবা করে * কিছুকাল পরে পুনঃ পাইবা তাহায়। তবে সবে কহিলেন ভাবিয়া খোদায় * মনেং কান্দে রাণী হইয়া আকুল। আহা পুত্র সদা খালি মুখে এই বোল * একদিন কেন্দেং নাথ কাছে কয়। সাগর দেখিতে মোর মনে ইচ্ছা হয় * না পারি থাকিতে আর গৃহেতে বসিয়া। শুনিয়া দিলেন শাহা ছওারি করিয়া মহাকায় আরোহিয়া গিয়া সে সাগরে। জলের তরঙ্গ দেখে হরিষ অন্তরে * ইতিমধ্যে দেখে এক সিন্দুক কাঠের। আসিয়া লাগিল সেই কুলেতে ঘাটের * দাসীগণে আজ্ঞা দিল অজুপা সুন্দরী। সিন্দুক উঠায়ে মোরে দেহ শীঘ্র করি * যেই দাসী যায় সেই সিন্দুক ধরিতে। সিন্দুক ভাসিয়া যায় মধ্য সাগরেতে * একে একে সব দাসী ফিরিয়া আসিল। অজুপা সুন্দরী তবে পশ্চাতে চলিল * জলেতে নামিয়া সতী হাত বাড়াইতে। আসিল সিন্দুক সেই অজুপার হাতে * তখনি খুলিয়া দেখে সিন্দুক ভিতর। ছয় মাসের শিশু এক পরমা সুন্দর * কোলেতে লইয়া শিশু অজুপা সুন্দরী। ঘরেতে আসিয়া ক্রত পালে যত্ন করি * দিনেং শিশু সেই বাড়িতে লাগিল। কালু বলে নাম তার অজুপা রাখিল * মাতা পিতা কোথা তার নির্ণয় না জানি। অজুপার পুষ্য পুত্র এই নাম শুনি * আবদুর রহিম বলে মধুর পাচালী। গাজির জনম কথা শুন সবে বলি *

* গীত তাল আড্ডা *

ভাবরে ভাবরে মন ভাব নিরাঞ্জন। চেয়ে দেখ চক্ষু
মেলি সপ্ত খে সমন। তলব চিঠি লয়ে হাতে, আছে
সেই সাথে সাথে, চেতন থাকিও করি প্রচুর স্মরণ *

* গাজির জম্ম ও ফকির হইয়া যায় *

পয়ার * করিয়া ঋতুর স্নান অজুপা যুবতী। আপন পতির সঙ্গে করিলেন রতি * সে রাত্রে স্বপন এই অজুপা দেখিল। আকাশের চন্দ্র

আসি পেটে সাম্ভাইল * স্বপন দেখিয়া সতী উঠিল কাঁপিয়া ॥ জিজ্ঞাসিল মহিপাল বুকে হাত দিয়া * কি কারণে কাঁপ প্রিয়া কহ বিবরণ। রাণী বলে শুন নাথ মোর নিবেদন * প্রবেশিল উদরেতে গগনের চাঁন। স্বপনে দেখিয়া এই কাঁপিতেছে প্রাণ * সেকান্দর বলে সতী না বলিও কারে ॥ জন্মিবেক সু-সন্তান তোমার উদরে * শুনিয়া হরিষ অতি অন্থুপা সুন্দরী ॥ করেন খোদার স্তব দিবা ও সর্ব্বরি * এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল ॥ চারি মাসে রক্ত বিন্দু মিলে মাংস হৈল * পঞ্চম মাসেতে মূর্ত্তি জন্মিল মাংসেতে ॥ খোদার আজ্ঞায় প্রাণ প্রবেশিল তাতে* পরেতে লিখিল প্রভু ললাটে তাহার। আয়ু মৃত্ত ভক্ষ ভিত দুক্ষ সুখ তার * যতেক লিখিল আর কৈলে পুথি বাড়ে। আশ্চর্য্য খোদার কাজ দেখ চিন্তা করে * দিন২ শিশু সেই বাড়ে গর্ভপুরি। সপ্তম মাসেতে সতী অন্থুপা সুন্দরী * নানা ইতি মিষ্ঠ দ্রব্য করেন ভক্ষণ। মিষ্ঠ দ্রব্য আসাদন লাগে কি তখন * ঘন ঘন হাই আর মুখে উঠে জল ॥ খাইতে অধিক সাধ ঠিকরি অম্বল * হইলেন পাণ্ডু বর্ণ দুর্ব্বল শরীর ॥ হেলিয়া পড়িল কুচ হৈয়া কাল শির * উদর বাড়িল অতি অশক্তি চলন। কটিতে আটিয়া নারে পরিতে বসন * অঙ্গর হরিদ্রা বর্ণ ঢাকা নাহি যায়। অধিক না হয় জীর্ণ কিছু যদি খায় * সর্দ্দি কাশ ভরা শ্বাস উঠে উদ্গার ॥ খাইলে গুপারী পান দেখে অম ঘর* সর্ব্বদা আলস্য আর কাতর নিদ্রায়। পালঙ্ক ছাড়িয়া থাকে শুইয়া ধরায় * এই মতে দশ মাস আসিয়া পুরিল॥ শুভক্ষণে পুত্র এক প্রসব করিল* তাহার রূপেতে আলো হইল ভুবন। শশী ছটা নিন্দে রূপ অতি সুশোভন * সে রূপ বর্ণনা করা অক্ষম আমার। সংসারে নাহি কিছু উপমা তাহার * রূপের সাগর সেই রূপ বেয়ে পড়ে॥ লক্ষ কোটি শশী যিনি ঝলমল করে * দেখিয়া গাজির মুখ অন্থুপা সুন্দরী। জুলহাসের যত শোক গেলেন পাশরি * দিনে দিনে বাড়ে রূপ গাজির অঙ্গের ॥ যখন হইল গাজি তিন বচ্ছরের * মিষ্ঠ২ কথা কহে যিনি মধু সুধা ॥ শুনিয়া তাহার বাণী দূরে যায় ক্ষুধা * গাজি কালু দুই ভাই রহে এক ঠাই। এক তিল কেহ কারে কভু ভুলে নাই* দোহার প্রেমেতে দোহে মজাইয়া মন ॥ দিবা নিশি জপ করে নাম নিরাঞ্জন * গাজি কালু দুই তনু একই পরান ॥ দুজনে দোহার রূপ করেন ধেয়ান* কালুকে জানেন গুরু গাজি মনে২ ॥ গাজিকে মানেন গুরু কালুশা দেওয়ানে * বাল্যকালে সাধ্য সিদ্ধি হইল দোহার ॥ পাইলেন দুই জনে দর্শন খোদার * দশ বচ্ছরের গাজি যখন হইল। এক দিন সেকান্দর কহিতে লাগিল। রাজ্যতি করহ বাছা বৈসে সিংহাসনে ॥

দেখিতে বিচার তব অভিলাস মনে * সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ফিরে কোন সময়ে মরি। পাটে বস দেখে যাই দুটি চক্ষু ভরি * গাজি বলে শুন রাজা নিবেদি চরণে। রাজত্ব করিতে মোর ইচ্ছা নাহি মনে * এই যে ঐশ্বর্য্য রাজ্য কি কামে আসিবে। মরিলে কড়ার বস্তু সঙ্গে নাহি যাবে * অন্ধকার কবরেতে থাকিব পড়িয়া। কিড়ায় খাইবে মাংস টানিয়া টানিয়া * বারা পুত্র কোথা রবে সেইত সময়। খাটিব কাহার লাগি কেহ কার নয় * সকলি বিষের ভাণ্ড দেখিনু ভাবিয়া। কেবা কান্দে পড়ে গিয়া জানিয়া শুনিয়া * যেইজন পড়িয়াছে এ তিন সংসারে ফকির হইব আমি নায়েতে তাহার * সেকান্দর বলে শুন মোর বাছাধন। এই সব কেমা দিয়া রাজ্যে দেহ মন * তোমা বিনে পুত্র আর না আছে আমার। এ হেন রাজত্ব নাহি কর ছারখার * গাজি বলে শুন বাপ জনমের দাতা। নাহি বল মোর কাছে রাজত্বের কথা * সংসার বাসির মুণ্ডে মারিয়াছি লাথি। কণ্ঠ কাটো তবু নাহি করিব রাজত্বি * একথা শুনিয়া শাহা ক্রোধ হৈয়া বলে। আহারে কু-পুত্র মোর ঔরসে হইলে * কু-পুত্র হইতে ভাল না থাকে সন্তান। এখনি কাটিব তোরে করে খান খান * জল্লাদে ডাকিয়া শাহা কহেন রুষিয়া। আমার সম্মুখে একে ফেলহ কাটিয়া * শুনিয়া জল্লাদগণ ভাবে হেট শিরে। বাদশার আজ্ঞা নাহি পারে টলিবারে * তলওয়ার খুলিয়া মারে গাজির কণ্ঠেতে। আল্লাকে স্মরণ গাজি করে জোড় হাতে * সদয় হইল আল্লা গাজির উপর। আসিল আকাশ বাণী ভয় কিবা তোর * যখন জল্লাদ আসি গাজিকে মারিল। খোদার আজ্ঞায় চোট কণ্ঠে না লাগিল * একেং সাতবার করিল ওয়ার। একটি চুলের মাথা নাহি কাটে তার * দেখে শাহা সেকান্দর বলে ক্রোধ হৈয়া। বড় বড় দশ হাতী আন সাজাইয়া * শুনিয়া মাহুতগণে আনে দশ হাতী। কহিলেন শাহা তবে মাহুতের প্রতি * হাতী ছুলাইয়া মার গাজিকে ত্বরায়। অবেত মাহুত হাতী তখনি ছুলায় * শুড়েতে ধরিয়া হাতী গাজির কোমরে। আছাড়ে কাছাড়ে দাঁত সর্ব্ব অঙ্গে মারে * ভূমেতে ফেলিয়া আর পাড়ে হাতীগণ। মনেং করে গাজি আল্লাকে স্মরণ * একতিল ব্যথা নাহি অঙ্গে লাগে তার। ভাঙ্গিল হাতীর দাঁত পদ ভাঙ্গে আর * গাজির পায়েতে হাতী ছালাম করিয়া। মাহুত ফেলিয়া ত্রাসে গেলেন চলিয়া * তবে শাহা সেকান্দর কহে ক্রোধ ভরে। আগুনের কুণ্ড এক কর শীঘ্র করে * শুনিতেই সবলোক কাষ্ঠ বাঁশ আনি। নমরুদের কুণ্ড যিনি করে কুণ্ড খানি * গাজিকে ধরিয়া ফেলে তাহার উপর। আল্লাকে ডাকেন গাজি হইয়া কাতর * গাজি বলে রক্ষা কর প্রভু

নিরাঞ্জন ॥ বাপ হৈয়া পুত্র বধে না শুনি কখন * তোমা বিনে নাহি কেহ এজগতে মোর ॥ দয়া কর দয়াময় করুণা সাগর * এইরূপে কেন্দে করে আল্লাকে স্মরণ ॥ তাহার স্তবেতে হেলে আল্লার আসন * করুণা করিল প্রভু গাজির পরেতে ॥ অগ্নিকে নিষেধ দিল তাহাকে পুড়িতে * চারি দিকে জ্বলে অগ্নি দাউ দাউ করি ॥ গাজির অঙ্গেতে তাপ নাহি লাগে তারি * এবরাহিম নবী মত আছেন বসিয়া ॥ তিন দিন বাদে গেল আগুন নিভিয়া * ছাই হতে গাজি এসে হইল বাহের ॥ না পুড়িল এক লোম গাজির অঙ্গের * দেখিয়া বিস্ময় হৈয়া শাহা সেকান্দর ॥ বলিলেন পুত্র মোর বড় যাদুগর*আরবার সেকান্দর কোন কাম করে ॥ দশ মণি সিলা এক আনিয়া সত্বরে * গাজিকে বান্ধিয়া সেই পাথরের সাথে ॥ ফেলিয়া দিলেন নিয়া মধ্য সাগরেতে * সাগরে পড়িয়া অতি হইয়া কাতর আল্লাকে ডাকেন গাজি জোড় করি কর * ওহে প্রভু কৃপাময় রক্ষা কর দীনে ॥ তোমা বিনে কেহ মোর নাহি ত্রিভুবনে*জনমের দাতা বাপ হেন কাজ করে ॥ তুমি না তরালে আর কে তরাবে মোরে * গাজিকে করিল কৃপাপ্রভু নিরাঞ্জন ॥ খসিয়া পড়িল সব অঙ্গের বন্ধন ॥ প্রভুর আদেশে সিলা ভাসিয়া উঠিল ॥ তাহার পৃষ্ঠেতে গাজি উঠিয়া বসিল * ভাসিয়া চলিল সিলা উজান ধরিয়া ॥ ধন্দ লাগে লোক সবে তাহাকে দেখিয়া * জলেতে ভাসিল সিলা যাহার গুণেতেআছেন পুত্র সেকান্দর চাহেন মারিতে আরোহিয়া সিলা পরে সুধির কিশোর ॥ পুনরায় উপস্থিত বৈরাট নগর * তবে সাহা সেকান্দর বলে আর বারাশুন তুমি হও যদি ফকির আল্লার * এইবার কেরামত তোমার দেখিবাপার যদি তবে আমি তোমাকে মানিব* একথা কহিয়া সাহা কোন কাজ করে ॥ মার্কা মারিয়া এক সুচের উপরে* অকুল সাগরে নিয়া দিলেন ফেলিয়া॥তৎপরে কহিলেন গাজিকে ডাকিয়া* কেমন ফকির আমি দেখিব চক্ষেতে॥উঠাইয়া দেহ সই সুই সাগর হইতে* শুনিয়া চলিল গাজি প্রভু নাম ধরি॥সাগরের তটে গিয়া হাত জোড় করি* কান্দিয়া কান্দিয়া করে এই নিবেদন ॥ দয়া কর দয়াময় প্রভু নিরাঞ্জন * তুমি যার অনুকূল তার কি ভাবনা ॥ উঠাইয়া দেহ সুই করিয়া করুণা * এইরূপে কেন্দে কেন্দে আবেদন করে॥সদয় হইয়া তবে প্রভু করতারে * আদেশ করিল শুন খোওয়াজ খিজির ॥ ত্বরিত করিয়া এস মানস গাজির* অনুমতি পেয়ে এই খোওয়াজ তখন ॥ গাজির নিকটে গিয়া দিল দরশন* জিজ্ঞাসা করিল পীর সুমিষ্ট বচনে॥কহ বাছা কহ তুমি কান্দিতেছ কেনে* গাজি বলে পরিচয় দেহ আগে তুমি ॥ কি কারণে কান্দিতেছি শেষে কব

আমি * খোওয়াজ কহেন তবে আপনার নাম। ত্বরায় উঠিয়া গাজি করিল ছালাম * তার পরে খোওয়াজের ধরি দুই পায়। যত দুঃখ দিল বাপ সকলি জানায় * কহিলেন শেষে গাজি মানস আপন। খোওয়াজ কহেন বাছা শান্ত কর মন * সুরাশুরি বলি ডাক দিল তিনবার। আসিলেন দুই মূর্ত্তি পর্ব্বত আকার * ছালাম করিয়া তারা জিজ্ঞাসে তখন। আমাদিগে ডাকিয়াছ কিসের কারণ * খোওয়াজ বলেন শুন জানাই খবর সাগরে ফেলিল শুই সাহা সেকান্দর*শীঘ্র করি সেই শুই দিবা উঠাইয়া। ডাকিয়াছি তোমাদিগে ইহার লাগিয়া * শুনিয়া তখন তারা নামিয়া জলেতে। সাগরের জল তুলি আনিল পর্ব্বতে * সাগর শুখায়ে গেল বালু চর হৈয়া। সুরাশুরি শুই নাহি পাইল খুজিয়া * খোওয়াজের কাছে এসে লাগিল কহিতে। অনেক খুজিনু শুই নাহি সাগরেতে * ধেয়ান করিয়া দেখে খোওয়াজ খিজিরে। যে সময়ে ফেলিল শুই সাহা সেকান্দরে* জলের মানুষ এক সেই শুই লিয়া। পাতাল নগরে সেই গেলেন চলিয়া*কলানির বেটি সেই কলানি নামেতে। গাঁথিয়া রাখিছে শুই তাহার চুলেতে * সুরাশুরি দিগে পুনঃ লাগে কহিবারে*কলানির চুলে শুই পাতাল নগরে * শুনিয়া দানব দুই তৎক্ষণাৎ গিয়া। পাতাল হইতে শুই দিলেন আনিয়া* গাজি হাতে শুই দিয়া খোওয়াজ চলিল। হরিষ অন্তরে গাজি গৃহেতে আসিল * তৎপরে শুই নিয়া দিলেন বাপেরে। দেখিয়া চিনিল শুই সাহা সেকান্দরে * তখন গাজিকে লয়ে আপনার কোলে। লক্ষ লক্ষ চুমা দেয় বদন কমলে * কহে আর শোন বাছা মোর প্রাণধন। তোমাকে করেছি আমি বহু বিড়ম্বন * সেই কথা মনে তুমি কিছু না রাখিবে। যা ছিল আমার মনে বুঝিতে নারিবে * হেরে দেখ বিষ বড়ি আছয় জেবেতে। যদিচ মরিতা বাছা এসব সেদ্দতে * তখনি ত্যাজিতাম প্রাণ খেয়ে বিষ গুলি। খোদার শপথ যদি মিথ্যা আমি বলি * শোন বাছা কহি তোরে করিয়া মিনতি। তোমা বিনে নাহি আর আমার সঙ্গতি * অন্ন জল তুমি মোরে কিছু নাহি দিও। পিতা বলে মাস্ত আর নাহিক করিও * দ্বারে দ্বারে গিয়া আমি ভিক্ষা মাগি খাব*ইহাতে অন্তরে কিছু দুঃখ নাহি লিব* রাজত্যি করহে তুমি পাত্র মিত্র লিয়া। পরাণ জুড়াবে মোর তোমাকে দেখিয়া * তুমি পুত্র ভাগ্যবান বংশের চেরাগ*মা বাপের অন্তরেতে নাহি দিও দাগ * এখন রাজত্ব কর পাটেতে বসিয়া। আমি যৈলে যেও শেষে ফকির হইয়া * এইরূপে কাতরেতে সেকান্দর কয়। না দেয় উত্তর গাজি হেট শিরে রয় * পশ্চাতে পিতার পায় ছালাম করিয়া। অন্দরে মায়ের

কাছে গেলেন চলিয়া * ছালাম করিল গিয়া জননীর পায়॥ নয়নের জলে ছুটি গাল ভেসে যায় * গাজিকে দেখিয়া মায়ে কেন্দে২ বলে॥ এত দুক্ষ ছিল যাদু তোমার কপালে * হারে দুঃখিনীর পুত্র নির্দ্ধনের ধন॥ অঞ্চলের নিধি মোর যত্নের রতন * বাপ হৈয়া এত দুঃখ দিলরে তোমারে॥ আর না যাইও তুমি বাটির বাহিরে * আমার মন্দিরে তুমি থাকিবে বসিয়া॥ পরাণ জুড়াক মোর তোমাকে দেখিয়া * গাজিকে লইয়া কোলে অজুপা সুন্দরী॥ খাওয়াইল অন্নজল অতি যত্ন করি * দিনমান গত হৈয়া রাত্রি যবে হৈল॥ বুকেতে লইয়া পুত্র অজুপা শুইল * কাল নিদ্রা যায় রাণী পালঙ্কে শুইয়া॥ নিশা কালে সাহা গাজি উঠিল জাগিয়া * জাগিয়া কান্দেন গাজি সজল নয়নে॥ যত দুঃখ দিল বাপে ভেবে তাহা মনে * কান্দিয়া২ বলে করি হাহাকার॥ কোথা রব বাপ হৈল বিপক্ষ আমার * যত দুঃখ দিল বাপে কার কাছে কব॥ নিঠুর বাপের দেশে আর না রহিব * এ দেশ ছাড়িয়া আমি যাব পলাইয়া॥ এ বলিয়া সাহা গাজি তখনি উঠিয়া * জমরুদি কারচুবি তাজ দিল ছেরে॥ পাগড়ি মানিক গাঁথা তাহার উপরে * জরির দলক আর পরিলেক গলে॥ লক্ষ২ রত্ন তাতে সূর্য্য যিনি জ্বলে * সোনার জিঞ্জির দিয়া কোমর বান্ধিল॥ সুবর্ণের আশা আর হাতেতে লইল * পায়েতে দিলেন গাজি খড়ম সোনার॥ কান্ধেতে লইল ঝোলা হাতে আশা আর * এই সব সাজ গাজি অঙ্গেতে করিয়া॥ মায়ের নিকটে গেল কান্দিয়া কান্দিয়া *

ধুয়া—যায়২ জিন্দা গাজি যায়২ চলি॥ জাগো২ অজুপা গো
জাগো চক্ষু মেলি * দেখগো তোমার বুক হৈয়া
যায় খালি॥ হায় হায় কাল ঘুমে কি রত্ন হারালি *

পয়ার * কাল নিদ্রা যায় রাণী পালঙ্ক উপরে॥ কান্দিয়া২ গাজি লাগে কহিবারে * আহা আহা জননীগো রহিলা শুইয়া॥ যায় গো তোমার যাদু ফকির হইয়া * হইল তোমার বুক আজি হৈতে খালি॥ আর না লইবা মাগো মোরে কোলে তুলি * আর নাহি অন্ন জল তুমি মোরে দিবা॥ আর না মুখের বাণী আমার শুনিবা * আর না ডাকিবা মাগো পুত্র২ বলি॥ আর না দেখিবা মোরে দুটি চক্ষু মেলি * আহা২ জননী গো ফেটে যায় বুক॥ কেমনে তোমার আমি ভুলি চন্দ্র মুখ * আর না পাইবা দেখা থাকিতে জীবন॥ আহা মাগো কি করিবা কপালে লিখন * তোমার দুধের ধার না পারিনু দিতে॥ রহিলাম বা ধা আমি এই দেইনেতে * ক্ষামিবেন [illegible]কৃপা করিয়া॥ জনমের মত যাই বিদায় হইয়া * ঝরে২ ঝরিতেছে

নয়নের বারিধারায়২ যাই মাগো তোমাকে যে ছাড়ি*কান্দিয়া২ গাজি উঠিয়া
তখন। মায়ের চরণ দুটি করিল চুম্বন * চুমিয়া মায়ের পদ দু-চক্ষু মুদিয়া।
বাড়াইল দুই পদ প্রভু নাম লিয়া* ছাড়িয়া যাইতে মায়ে পদ নাহি চলে।
বুক ভেসে যায় দুটি নয়নের জলে * নিশ্বাস ছাড়িয়া তবে মায়া সম্বরিল।
আল্লাকে স্মরণ করি বাহির হইল* যাত্রা কালে শুনিলেন কানে আপনার।
এস বলি সামনেতে ডাকে তিনবার* হরিষ অন্তরে গাজি চলে মহাবেগে।
দুয়ারি প্রহরি যত কেহ নাহি জাগে * একে২ সপ্তদ্বার পার হৈয়া গেল।
অষ্টম দ্বারেতে গিয়া কালুকে দেখিল * গাজিকে দেখিয়া কালু করে
জিজ্ঞাসন। কহ ভাই কোথা তুমি করেছ গমন * গাজি বলে যাব আমি
এদেশ ছাড়িয়া। ফকির হয়েছি ভাই গলে মালা দিয়া * কালু বলে ভাই
গাজি এই কি উচিত। একেলা চলেছ মোরে করে বিবর্জ্জিত*দাসকেলইয়া
যাহ সাথে আপনার। খড়মের বোঝা আমি বহিব তোমার*গাজি বলে চল
এবে যদি ইচ্ছা থাকে। কেহ যদি দেখে ভাই পড়িব বিপাকে * তখন
চলিল কালু গাজির সঙ্গেতে। চলিয়া সমস্ত রাত প্রভাত কালেতে*বৈরাট
নগর ছাড়ি ভাই দুইজনে। উত্তরিল গিয়া এক নির্জ্জন কাননে*কাননের
পথে২ গাজি করিল গমন। এখানেতে কিবা হৈল শুন বিবরণ*জাগিয়া সে
নিদ্রা হৈতে অপরূপা সুন্দরী। চেয়ে দেখে খালি শয্যা রহিয়াছে পাড়ি *
খুঁজিলেন চারিদিকে গাজিকে না পায়। মস্তকে হানিয়া হাত করে হায়২*
আহা পুত্র বলি রাণী পড়িলেক ঢলি। ধূলায় লুটিয়া কান্দে গাজি২ বলি *
আহারে প্রাণের গাজি পালালি কোথায়।কেন নাহি লিয়া গেলি অভাগিনী
মায়* নয়নের তারা তুমি চিত্তের পুত্তলি। কেমনে গেলিরে যাদু বুক করে
খালি * আর না দেখিব চক্ষে তোমার বদন। আর না শুনিব কানে মধুর
বচন*আর না ডাকিবা মোরে জননী বলিয়া।আর না লইব আমি কোলেতে
তুলিয়া * আহা আহা বিধাতারে এ কেমন বিধি। কি দোষে হইনু হারা
হেন প্রাণনিধি * কাহার ফলন্ত গাছ ফেলিলাম তুলি। কাহারে দিলাম
গালি পুত্রশুগি বলি*কাহার ভাণ্ডার আমি করিলাম চুরি।হারাইনু হেনধন
আহা মরি২ * হায়রে প্রাণের গাজি কোথা গেলে পাব। না পাইলে বাছা
মোর প্রাণ হারাইব * আর নাহি আছে কেহ আমার সন্তান। কাহারে
দেখিয়া ঘরে জুড়াইব প্রাণ। অঞ্চলের নিধি গাজি হাতের যে নড়ি।
আহা২ মরি২ কেমনে পাশরি * এইরূপে কান্দে সতী আক্ষেপ করিয়া।
আহা আহা পুত্র পুত্র বলিয়া২ * শুনিয়া গাজির বার্ত্তা সাহা সেকান্দর।

অজ্ঞান হইয়া হইয়া পড়ে পালঙ্গ উপর* চেতন হইয়া সাহা কতক্ষণ পরে মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে*কান্দিয়া২ বলে আক্ষেপ করিয়া। মোর দোষে গেল পুত্র দেশান্তর হৈয়া * আগে যদি জানি আমি করিবে এমন। কিছু নাহি বলিতাম তাহার কারণ * এ বলিয়া কান্দে সাহা করি হাহাকার। শোকের সাগর মধ্যে দিলেন সাতার*পাত্র মিত্রগণ আর যত দাস দাসি। কান্দিলেন সকলেতে তিন দিবা নিশী * গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দেন গোধন। সাখি পাখী যত সব করেন ক্রন্দন * মালিয়া মালিনী কান্দে মুখে নাহি বোল। ভাবে বসে কার গলে গেঁথে দিব ফুল* প্রজাগণ সকলেতে কান্দে ঘরে২। হাহাকার শব্দ হৈল বৈরাট নগরে * এইরূপে লোক সবে করিয়া ক্রন্দন। লইয়া আল্লার নাম শান্ত করে মন* গাজির উদ্দেশে লোক চারিদিগে গেল৷অনেক খুজিয়া সবে ফিরিয়া আসিল বিরস বদনে রহে সাহা সেকান্দর। শোন সবে কহি শোন গাজির খবর *

ধুয়া—যায় যায় জিন্দা গাজি যায়২ যায়।
শোকের সাগরে ফেলি বাপ আর মায় *

ত্রিপদী *. গাজি কালু এক সাথে, চলিল কানন পথে, সম্মুখে সাগর এক পায়। তরণী জাহাজ নাই, তটে বসে দুই ভাই, বলে আল্লা পড়িগাম দায় * দোগানা নামাজ পড়ি, দুই হাত জোড় করি, কহে গাজি সমিপে খোদার। পড়িয়া সঙ্কট পরে, ডাকিতেছি প্রভু তোরে, কৃপা করি কর মোরে পার * শুনে তার আবেদন, তুষ্ট হৈল নিরাঞ্জন, কহিলেন আকাশ বাণীতে। আসিলেক বাণী এই, ভয় কিরে ভয় নাই, আশা তুমি ফেল সাগরেতে*তবে গাজি কৌতূহলে, মুখে আল্লা২ বলে, দিল আশা ফেলিয়া সাগরে৷ ভাসে আশা তরী হৈয়া, গাজি কালু তাতে গিয়া, বসিলেন হরিষ অন্তরে * সে তরী ভাসিয়া জলে, পবনের আগে চলে, পার হৈয়া গেল নির্ব্বিঘ্নেতে। গাজিকে তটেতে দিয়া, গেল তরী আশা হৈয়া তুলে গাজি লইলেন হাতে * বিছমিল্লা মুখে বলে, দুই ভাই পথে চলে, পাক নাম জপিতে২। ভ্রমিয়া অনেক দেশ, বাঙ্গালাতে অবশেষ, বসি লন সুন্দর বনেতে *সেইখানে চিল্লা দিল, বনে যত বাঘ ছিল, শিষ্য হইল কাছেতে গাজির৷ ছিল হেন কেরামত, চরাচরে বাঘ যত, সবে তারে মানিতেন পীর নায়ে যাইতেন যবে, দাঁড় বাইত বাঘ সবে, কুম্ভিরেতে কাণ্ডার ধরিত। গঙ্গা দুর্গা শিব জায়া, তাহাকে করিত দয়া, মাসি তারা গাজির হইত * কত তার জেন পরী, সাহা পরি আদি পরী, মুরিদ হইল গাজির কাছে * সাহেব গাজির গীত, শ্রবণে আনন্দ চিত, আবদুর রহিম গাইতেছে *

* গীত খয়েরা *

দিন গেল২ হায় দিন গেল। ডুবিল২ তরী অকুলে ডুবিল *
ভবের বানিজ্যে এসে, মুল ধন খেয়ু বসে, কি লইয়া
যাব দেশে, বল মন বল। পথ নাহি পলাইতে, মৃত্যু
ডোর লয়ে হাতে, যম খাড়া সমুখেতে, ধরিল ধরিল *

পয়ার * সুন্দর বনেতে গাজি রহে হরষিতে। এক দিন কালু সাহা লাগিল কহিতে * হইল বচ্ছর সাত সুন্দেরের বনে। কাটাবে সমস্ত কাল বুঝি এইখানে * ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাই। এদেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই* গাজি বলে কালু ভাই কৈলে সত্য কথা। এই বেলা চল আর না রহিব হেথা * এ বলিয়া সাহা গাজি তখনি উঠিল। কালুকে লইয়া সাথে পথে মেলা দিল*নানা দেশ নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ। খোদার সংসার দেখে ভরিয়া নয়ন* ভ্রমিয়া অনেক দিন দেশে দেশান্তর। সমুখে সাগর এক পায় দেখিবারে * আশাতে করিয়া ভর পার হৈয়ে গেল। পার হৈয়া লোক কাছে জিজ্ঞাসা করিল*কি নাম দেশের বল রাজা কিবা হয়। শুনিয়া তাহারা সবে গাজির আগে কয়* ছাপাই নগর এই শুন সমাচার। শ্রীরাম নামেতে রাজা তার অধিকার * সেই স্থানে গাজি কালু সে দিন রহিল। পরদিন দুই ভাই উঠিয়া চলিল * কালু বলে শুন গাজি মোর নিবেদন। আমার নিকটে আজি করিবে এ পণ* পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাথে। তাহাকে ছালাম তুমি নারিবে করিতে * একথা কবুল যদি নাহি কর ভাই। তোমার সঙ্গেতে আমি আর রব নাই * শুনিয়া সাহেব গাজি স্বীকার করিল। তবেত দেওান কালু হরষিত হৈল * ধীরে২ দুই ভাই যাইতেছে চলি। কত দুর গিয়া গাজি দেখে চক্ষু মেলি * তিন পীর সাথে লিয়া খোয়াজ খিজির। বসিয়া গাছের তলে সমুখে হাজির * হেন কালে সাহা গাজি চলিয়া ত্বরায়। ছালাম করিল গিয়া খোয়াজের পায়-* দেখিয়া দেওান কালু ক্রোধ হৈয়া বলে। হারে গাজি কেন তবে প্রতিজ্ঞা করিলে * এখন ছালাম কর ছোট্টা বেটা সবে। লজ্জিত হইয়া গাজি কহিলেন তবে * নাহি চিন কালু ইনি খোয়াজ খিজির। ধ্যানে বসি কেহ নাহি পায় হেন পীর* কালুবলে দেখিতেছি কত সে খোয়াজ। নিজ কমা তায় নারে করিবারে কাজ*লেখা আর আজ্ঞা যত্তে করেন খোদার। খোদা বিনে কারে আমি নাহি মানি আর শুনিয়া খোয়াজ ক্রোধে গাজি কাছে, বলে। এমন গোঙার কেন সঙ্গেতে আনিলে * ইহাকে না রাখ সঙ্গে দেহ খেদাড়িয়া। এ কথা কহিয়া পীর গেলেন চলিয়া * কালুকে লইয়া গাজি

বিনে কারে আমি নাহি মানি আর শুনিয়া খোয়াজ ক্রোধে গাজি কালু
খেদাড়িয়া। এ কথা কহিয়া পীর গেলেন চলিয়া * কালুকে লইয়া গাজি

পথান্তরে চলে। মনে মনে ক্রোধ কালু বাক্য নাহি বলে* আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর। লাগিয়া দারুণ ক্ষুধা কাঁপয় উদর * গাজি বলে কালু ভাই না দেখি চক্ষেতে। চল চল যাই চল রাজার বাটিতে * শ্রীরাম নামেতে রাজা ছাপাই নগরে। শুনিয়াছি রাজা সেই অন্ন দান করে * এ যুক্তি করিয়া তবে ভাই দুই জনে। উপস্থিত হৈল গিয়া রাজার ভবনে * স্বর্গের সমান পুরি দেখিতে সুন্দর। বসিয়াছে শ্রীরাম রাজা পালঙ্গ উপর* হেনকালে গাজি কালু দুই পীর গিয়া। খাড়া হৈল লাএলাহা জিকির করিয়া * রাজা বলে দুর দুর কোথায় কোটাল। আসিল যবন দেশ ত্বরায় নিকাল* শুনিয়া কোটালগণ তখনি আসিয়া। গর্দ্দানে ধরিয়া দিল বাহির করিয়া* গাজি বলে ভাই কালু এত অপমান। বাহির করিয়া দিল ধরিয়া গর্দ্দান * কালু বলে শোন ভাই দোষ নাই তার। দুঃখ পত্র হেলে সেহ আজ্ঞায় খোদার * বৈমুখ হইয়া তবে ভাই দুই জন। নগরের মধ্যে তবে করিল গমন * ক্ষুধায় কাতর অতি না পারে চলিতে। প্রজাগণ যথা গেল তাদের বাটিতে * না চাহিতে অন্ন আগে মার২ বলে। অগ্নির সমান জ্বলে যবন দেখিলে * প্রজাগণ যত তার সব হিন্দুয়ান॥ সে দেশের মধ্যে নাহি এক মোসলমান* যার ঘরে চাহে অন্ন কালু আর গাজি। মার২ বলি তারা আইলেন সাজি* আকুল হইয়া তবে ভাই দুইজনে। আল্লা ভাবি চলিলেন বিরস বদনে * গ্রামের নিকটে এক কানন আছিল। কাননের মধ্যে গিয়া দুজনে বসিল* কাননে বসিয়া গাজি কেন্দে কেন্দে বলে। এত দুঃখ ছিল আল্লা আমার কপালে * দুঃখের কপাল মোর দুঃখ ফিরে সাথে। ক্ষুধায় উদর কাপে না পারি সহিতে* এত বলি কান্দে গাজি বিরস বদনে। আল্লার আসন হেলে তাহার কান্দনে * সেইক্ষণে আল্লা তালা করুণা করিয়া। গাজির নিকটে অন্ন দিল পাঠাইয়া* বিছমিল্লা বলিয়া তবে ভাই দুইজনে। খাইল উদর ভরি যত লয় মনে * খাইয়া কাননে বসি ভাবিতে রয়। হেন সময়ে সাহা কালু মনে২ কয় * আগুন লাগিত এই রাজার ভবনে। রাণীকে লইয়া আর যাইতেন জিনে * নগরের লোক আর জাতি আসি দিত * মনের মানস পুরা আমার হইত * এই কথা কালু সাহা যখন কহিল। সাহেব আল্লার কাছে কবুল হইল* লাগিল আগুন দৈব রাজার বাটিতে। এমারত যত সব লাগিল জ্বলিতে * নগরের মধ্যে ছিল যত প্রজাগণ। সকলের ঘরে গিয়া লাগিল আগুন* আছিলেন রাজরাণী পালঙ্কে বসিয়া। হঠাৎ আসিয়া জিনে গেলেন লইয়া* মসজিদ ছিল এক নদীর সে পারে। সেই মসজিদে নিয়া রাখিল রাণীরে * খোয়াজ খেজের সেথা ছিল পীর

সাথে। নামাজ পড়িতে গেল চলিয়া তাহাতে॥ মসজিদের মধ্যে যবে চারি জন গেল। এখানেতে কালু সাহা ধেয়ানে জানিল ✽ মনে মনে কহে কালু হুকুম আল্লার। শক্ত হৈয়া মসজিদের লাগুক কেওয়াড় ✽ তাহে নাহি খাটে যেন কেরামত কারি। মনে মনে কহে কালু প্রভু নাম স্মরি ✽ কবুল হইল যাহা কহিলেন মনে। এসব বৃত্তান্ত গাজি কিছু নাহি জানে ✽ শোন বলি কি হইল শ্রীরাম রাজার॥ আগুন দেখিয়া রাজা হৈল চমৎকার✽ একেবারে বেড়া অগ্নি লাগে দেশ জুড়ি। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি✽ অন্তঃপুরে গিয়া রাজা দেখে নাহি রাণী। চিল্লাইয়া কান্দে রাজা শিরে হাত হানি ত্বরায় জ্যোতিষ এক তখনি আনিয়া। আজ্ঞা দিল জ্যোতিষেরে দেখহ গণিয়া✽ তবেত জ্যোতিষ সেই গণিয়া তখন। কহিলেন শোন রাজা শোন বিবরণ ✽বৈরাট নগর ঘর শাহা সেকান্দর। আসিল তাহার সুত তোমার নগর ✽ তাহাকে তাড়ায়ে দিলে ধরিয়া গর্দ্দান। করিয়াছে এই কাজ সেই মহাজন ✽ এখন মঙ্গল যদি চাহ আপনার। শীঘ্র গিয়া পড় রাজা চরণে তাহার ✽ ✽ অমুক কাননে আছে ভাই দুইজন। রক্ষা যদি চাহ দ্রুত করহ গমন ✽ শুনিয়া তখনি চলে সভাসদ লইয়া। নিকটেতে গিয়া গলে বসন বান্ধিয়া ✽ ছালাম করিয়া পড়ে গাজির পায়েতে। হেনসমে কালু সাহা লাগিল কহিতে✽ নাহি দেও কুল ভাই এমন দুষ্টরে। কি কহিব ভাই গাজি কৈতে লাজ করে✽যে পাক মারিছে মোর গর্দ্দানেতে ধরি তাহার বাবার ঘাড় ফিরাইতে নারি✽শুনিয়া শ্রীরাম রাজা কান্দিয়া২। ধরেন কালুর পদে হাত বাড়াইয়া ✽ কালু বলে বল দেখি কিবা কথা তোর। কহেন শ্রীরাম রাজা জোড় করি কর ✽ আগুনে জ্বলিয়া পুরি হৈয়া গেল ছাই। কোথায় গেলেন রাণী খুজিয়া না পাই ✽ কালু বলে আগে বেটা হও মোসলমান। শেষেতে বলিয়া দিব রাণীর সন্ধান✽শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকার করিল। তবেত কলেমা গাজি পড়াইয়া দিল ✽ পাত্র মিত্র প্রজাগণ সকলি আসিয়া কলেমা পড়িল হাতে গাজির ধরিয়া ✽ তৎপরে গাজি কালু আল্লা২ বলি। তিনবার ফুক দিয়া কতগুলি ধুলি ✽ ছাপাই নগর দিকে দিলেন ফেলিয়া। যত অগ্নি ছিল গেল সকলি নিভিয়া ✽ যেই ছিল সেই হৈল ছাপাই নগর। আসিয়া দেখিল সবে সেই বাড়ি ঘর ✽ রাজাকে ডাকিয়া কালু কহে কানে কানে॥ রাণীকে লইয়া গেছে লুচ্চা চারিজনে ✽ নদীর সে পারে গিয়া দেখহ মসজিদে। লুচ্চা সবে এইখানে আনিবেক বেন্ধে ✽ শুনিয়া কালুর মুখে এমত বচন। পাঠাইয়া দিল রাজা দুই দশ জন ✽ মসজিদে গিয়া তারা কপাট খুলিয়া। দেখিলেন আছে রাণী দুরেতে বসিয়া ✽ খোয়াজ

খিজির আর পীর তিন জনে। করেন খোদার স্তব স্থির তারা মনে * হেন সমে চারি জনে বেহেস্ত রাজদুতে। ত্বরায় আসিল লয়ে গাজির কাছেতে * দেখিয়া সাহেব গাজী আপনার পীর ।উঠিয়া ছালাম করে নত করে শির* আপনার হাতে দিল খুলিয়া বন্ধন। কালুশার কর্ম্ম এই জানিল তখন * কোলাকুলি আলাপন অনেক করিয়া।আপনার কাজে গেল খোয়াজ চলিয়া রহিলেন গাজী কালু কানন ভিতরে। রাণীকে লইয়া রাজা চলে গেল ঘরে* রাজা ঘরে গিয়া সেই রথ সাজাইয়া। দিল আসি দুই পীরে রথে বসাইয়া* রথ হৈতে নামাইয়া ভাই দুইজনে। যত্ন করি বসাইল রত্ন সিংহাসনে * কত দ্রব্য সুধা মধু খাইবারে দিল। আতর গোলাপ আর অঙ্গে ছিটাইল* হরিষ অন্তরে রাজা ছাপাই নগরে। মসজিদ গড়িয়া দিল গাজি কালু পীরে সোনার পালঙ্গ আর চান্দুয়া সোনার। সোনার নিশান চারি চতুর্দ্দিকে তার বসিলেন গাজি কালু পালঙ্গ উপর। নিজ হাতে রাজা আসি ঢুলায় চামর * কত দিন গাজি কালু সেই দেশে রয়। একদিন কালু সাহা গাজির কাছে কয় * ফকিরের এত সুখ কভু নাহি ভাল। ভবের মায়ায় বুঝি তোমাকে বেড়িল * ফকিরের শয্যা বন ধুলা মাটি ছাই। গাজি বলে সত্য কথা কৈলে কালু ভাই * অভিলাস নাহি আর এ দেশে থাকিতে। চলিয়া যাইব কাল প্রভাত কালেতে*রাজাকে ডাকিয়া গাজি মাগেন বিদায়। কান্দিয়া বলেন রাজা ধরি দুই পায় * তোমাকে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে। না দেখিলে এক পল মরিব পরাণে * গাজি বলে রব আমি তোমার কাছেতে। যেই সমে চাহ তুমি আমাকে দেখিতে * বন্ধ করি দুই চক্ষু ধিয়ান করিবা। হৃদয়ের চক্ষু দিয়া আমাকে দেখিবা * এ বলিয়া শাহা গাজি তখন চলিল। সহরের লোক সবে কান্দিতে লাগিল * কার দিকে গাজি কালু ফিরে নাহি চায়।তারা কিছু বান্ধা নহে ভবের মায়ায়*কাটিলে মায়ার জাল কেহ কার নয়। মোর পুত্র মোর জায়া মিছা লোকে কয় *

ধুয়া—মিছা মায়াজালে কেন মন বদ্ধ হইলে। যে তোরে করিল
সৃষ্টি তারে না চিনিলে।পুত্র কন্যা পরিবার, ভাই বন্ধু
যত আর, কেহ নাহি সঙ্গে যাবে মরনের কালে *

ত্রিপদী * গাজি কালু দুই পীরে, যায় চলে ধীরে২, নানাদেশ করিয়া ভ্রমণ। যেইখানে রাত হয়, দুই ভাই তথা রয়, সকালেতে করেন গমন * এরূপে চলিয়া যায়, কতদূর গিয়া পায়, বন এক অতি ভয়ঙ্কর। মধ্যে দিয়া সে বনের, পথ দেখে চলনের, দেখিয়া সে দুই সহোদর * মুখে আল্লা২ বলি, পথ দিয়া যায় চলি, তৎপরে তিন দিন গিয়া। দেখিলেন সম্মুখেতে, কাঠ

কাটে কাননেতে, এক সাথে সাত কাঠুরিয়া * গাজি বলে কালু ভাই চলিবার শক্তি নাই, রব এক কাঠুরিয়া ঘরে। কাষ্ঠ কাটে তারা যথা, দুই ভাই গিয়া তথা, বলে কালু মিষ্ট২ স্বরে * আমরা অতিথি ভাই, থাকিবার স্থান চাই, ইহাতে যে কহ কি তোমরা।শুনিয়া কালুর কথা, সকলে তুলিয়া মাথা, জোড় হাতে হইলেন খাড়া * ছালাম করিয়া পরে, চলিল আপন ঘরে, গাজি আর কালুকে লইয়া। গিয়া তারা তাড়াতাড়ি, এক ঘর খালি করি, তার মধ্যে শয্যা বিছাইয়া * দিল পরে জল আনি, ধুইলেন পদ খানি, পাখা দিয়া বসিল শয্যাতে। দুই পীরে বসাইয়া, অন্দরেতে শীঘ্র গিয়া, কহিলেন অন্ন পাকাইতে*নারীগণ সবে বলে, বাজারেতে যাও চলে, আনগিয়া সেতাবি করিয়া। ডাল চাল নাহি ঘরে, আন গিয়া শীঘ্র করে, নহে কিবা দিব যে রান্ধিয়া* টাকা কড়ি নাহি ঘরে, সাত ভাই কিবা করে দাও কুড়াল বন্ধক রাখিয়া। আনিল সেতাবি করি, পাকাইয়া সেই ঘড়ি, দুই পীরে দিলেন আনিয়া * গাজি কালু হর্ষ মনে, লয়ে সেই সাত জনে খাইলেন বসি এক সাথে।খাইয়া বলেন গাজি, সাত ভাই চল আজি, চল২ আমার সঙ্গেতে *তোমাদের দুঃখ যত, এখনি করিব হত, যদি কৃপা করে নিরাঞ্জন। এ বলিয়া যায় চলে, গিয়া এক সিন্ধু কূলে, গঙ্গা মাসি বলিয়া তখন * ডাকিলেন তিনবার, দিয়া যে উত্তর তার, গঙ্গা দেবি ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গা বলে যাদুধন, ডাকিয়াছ কিছু কারণ; কহ কিবা বিপদ ঘটিল* কহে গাজি মধুস্বরে, ধন কি দেহ মোরে, ডাকিয়াছি ইহার কারণ। গঙ্গা বলে শুন পুত, ধন তুমি নিবে কত, তবে দেবী করিল গমন*পাতালেতে গিয়া সতি, বলে শুন পদ্মাবতি, ভাই এক আইল তোমার। বৈরাট নগরে ঘর, অম্বুপা ভগিনী মোর, ধন চায় পুত্র আসি তার * পদ্মা বলে মাগো শুন, আমি যাব লয়ে ধন, দেখিব সে ভাইগো কেমন।সাতমণ সোনা আর চান্দুয়া নিশান তার, আর এক রত্ন সিংহাসন*এইসব বস্তু লয়ে,নাগ পরে আরোহিয়ে, গিয়া পদ্মা গাজির কাছেতে। হাসিয়া ছালাম করে, ভগ্নি২ বলি করে, ধরে গাজি লইল কোলেতে * অনেক আলাপ করি, অবেত পাতাল পুরি, পদ্মাবতি গেলেন চলিয়া। ধন রত্ন যত ছিল, কাঠুরিয়া সবে দিল, লয়ে তারা যায় মাথে বৈয়া * পরে গাজি জিন্দা পীরে, সাহা পরী নাম ধরে, উচ্চৈস্বরে তিন ডাক দিল। শুনিয়া গাজির ডাক, লইয়া পরীর ঝাক, সাহা পরী তখন আসিল * গাজির চরণে ধরি, ছালাম করিয়া পরী, জিজ্ঞাসিল হাত জোর করে। কহ পীর বিবরণ, ডাকিয়াছ কি কারণ,আমি দীন অধম দাসারে *গাজি বলে শুন পরী, কার্য্য এক আছে ভারি, তোমা

বিনে না পারিবে কেহ। এই যে কানন কাটি, সমান করিয়া মাটি, সহস্র দালান ঘর দেহ * মসজিদ এক আর, সোনার প্রলেপ তার, মধ্যে ঊর্দ্ধে দুই দিনে চাই। গাজির চরণ তলে, সাহাপরী হেন বলে, কত বড় কাজ মোর এই * ডাক দিয়া সেই ঘড়ি, বায়ান্ন হাজার পরী, কাননেতে দিল পাঠাইয়া। কেটে বন গড়িলেক, মসজিদ অট্টালিকা, গড়ে সব গেলেন চলিয়া*গাজি কালু দুইজনে,দুই রত্ন সিংহাসনে,বসিলেন মসজিদ ভিতরে সোনার নিশান চারি, চতুর্দ্দিকে গাড়ে তারি, উর্দ্ধে মানিক চান্দুয়া উড়ে* দেখিয়া নুতন পুরী, বলে লোক আহা মরি, হেন পুরী কেমনে গড়িল। রাখে গাজি এত গুণ, আছিল এমন বন, কিছু তার চিহ্ন না রহিল * সহর বাজার তাতে, বসিলেক শতে২, গাজির দোহাই সেথা ফিরে। প্রজাগণ ঘরে ঘরে, কর না দেয় কারে, দিল সব নাখেরাজ করে * গাজির ক্ষমতা দেখি, কালু সাহা হৈয়া দুঃখী, আপনার দু-চক্ষু মুদিয়া। করে এই ভাবা গুণা,তিন দিন যদি সোনা উপরেতে পড়িত ঝাড়িয়া*মনে মনে যাহা কৈল কবুল হইয়া গেল, ততক্ষণ পড়ে সোনার ঝড়ি। নগর বাসিন্দা সবে, উঠাইয়া সোনা তবে, রাখিলেন ভাণ্ডারেতে ভরি * ইহা দেখি গাজি কয়, তোমার সামনে নয়,আমি হেন পরম ফকির। তুমি যাহা কহ মনে,তখনি খোদায় শুনে, নৈলে লজ্জা পায় কি খিজির * এ বলিয়া হর্ষচিত্তে,কালুকে লইয়া সাথে, সমস্ত নগর দেখে চলি। সহরের শোভা দেখি, জুড়ায় দোহার আখি, রাখে নাম সোনাপুর বলি*আবদুর রহিম বলে, যায় দিন যায় চলে, প্রেমে মন মত্ত হইল না। রচিনু গাজির গীত, শুন সবে দিয়া চিত, করি কিছু প্রেমেরি বর্ণনা *

গীত রাগিনী তাল আড়া।

প্রেমেতে মজিলে মন কি মজা তাহাতে।
যার মজা সেই জানে জানিবে কি অন্যেতে।

ত্রিপদী * কেরামন কাতেবিনে, তবু আন চক্ষু কানে, নাহি জানে থাকিয়া অঙ্গেতে।সাকার কি নিরাকারে,যাহাতে যেপ্রেম করে লজ্জা তাতে মজিলে প্রেমেতে * রবি সঙ্গে রৈন্দ্র দেখ তেজ ধরে হৈয়া এক, তেমনি মিল সাকার নিরাকারেতে।যত দেখ তারি খেলা, গাঁথিয়া মায়ার মালা, খেলে মন পবন সঙ্গেতে * প্রেমেতে হইয়া মত্ত, পাশরিয়া কায়া চিত্ত, দেখ বসি চিন্তার চক্ষেতে। বিরুপ যাহার আখি,তার কি দেখিতে থাকি, গেছে চক্ষু দেখিতে২। বিন্দমনী কমলিনী, বিন্দু আর কুমদিনী, ধন্য প্রেম প্রশংসা জগতেতে।পতঙ্গ উড়িয়া পড়ে, শ্রেষ্ঠ প্রেম বলি তারে,প্রাণ দিয়া মিশে প্রেমা

সাথে * প্রেম কর এমনি ধারা, জীয়ন্তে হইলে মরা, তবে সাধু পারিবে হইতে। মৃত্তিকা গগণ শশী, রবি তারা দিবা নিশি, আছে সব প্রেমের ভরেতে * সে ধন হইলে ভিন্ন, কার না রহিবে চিহ্ন, সর্বনাশ হবে নিশ্চিৎেতে। হায় কি অমূল্যরত্ন, তারে না করিলে যত্ন, হেন রত্ন যায় অযত্নেতে প্রেম কিবা বস্তু সেহ, হারাইয়াছে মন দেহ, জিজ্ঞাসিও তাহার কাছেতে। পূর্বে প্রভু নিরাকারে, প্রেম ধন সৃষ্টি করে, সেই প্রেমে মজিয়া নিজেতে * আপনার তেজ দিয়া, আত্মা কৈল গেল হৈয়া, সাকার মোহাম্মদ নামেতে। তার প্রেমে হৈয়া মত্ত, এ তিন ভুবন যত, সৃষ্টি কৈল তাহার তেজেতে * হাজার বৎসর ভরি, প্রেম ব্যাখা যদি করি, তবু না পারিব সীমা দিতে। মজিয়া রৌশন গোলে, আবদুর রহিম বলে, প্রেম কর জীবন থাকিতে *

পয়ার * সোনাপুরে রহে গাজি হরিষ অন্তরে। আনন্দের সীমা নাহি প্রতি ঘরে২ * গাজি আর কালু সাহা মসজিদের মাঝে। বসিলেন সিংহা সনে মনোহর সাজে* দেখিয়া গাজির রূপ পরাণ জুড়ায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ব্যথা সকলি পলায় * সেরূপ হেরিলে প্রাণ না পারে রাখিতে। হারাইয়া প্রাণ চক্ষু কান্দে বসি পথে* মনে লয় সদা কাল গেঁথে রাখি গলে। কমল শরীর তার যিনি রক্ত জলে* রূপেতে করিয়া আলো দুই সহোদর। শুয়ে ছিল এক রাত্রে পালঙ্ক উপর * প্রভুর কৌতুক ভাই কে পারে বুঝিতে। আসিলেন ছয় পরী কুকাফ হইতে *

ধুয়া—ঠমকে ঠমকে চলে সব পরী নারী।
ঝলমল করে রূপ আহা মরি মরি।

পয়ার * কুকাফ দেশেতে বাস করে পরীগণ। তার মধ্যে ছয় পরী প্রথম যৌবন* লালপরী নলী পরী আর কাল পরী। চান পরী সোনাপরী তার ছোট মুরী * এই ছয় পরী আর পরী লয়ে সাথে। আল্লার সংসার দেখে আরোহিয়া রথে* অনেক নগর তারা ভ্রমণ করিয়া। আসিলেন সোনা পুরে রথ চালাইয়া * দেখিয়া নূতন পুরী যত পরীগণ। রথ নামাইয়া তারা চলিল তখন* বিচিত্র নগরে দেখে ঘর সারী২। যেমন লঙ্কাতে ছিল রাবণের পুরী* পুরীর তামাসা দেখে চলিয়া২ উপস্থিত মসজিদ কাছেতে আসিয়া* কাতার বান্ধিয়া তারা যায় ধীরে২। ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে যৌবনের ভরে* শুইয়াছে দুই ভাই পালঙ্ক উপরে। রূপেতে হইয়াছে আলো যিনি শশ-ধরে* দেখিয়া গাজির রূপ যত পরীগণ। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন চেতন হইয়া তারা কতক্ষণ পরে। চাহিয়া গাজির দিগে লাগে কহিবারে

চেতন হইয়া তারা কতক্ষণ পরে। চাহিয়া গাজির দিগে লাগে কহিবারে গাজি কালু

কিবা রূপ অপরূপ আহা মরি২। ইহার সমান নাই ত্রিজগত জুড়ি * এমন সুন্দর রূপ মনুষ্য অঙ্গেতে। পরীগণ তুচ্ছ মোরা তাহার কাছেতে * হেন সময়ে এক পরী ধরিয়া অঞ্চল। কহিতে লাগিল অতি হইয়া চঞ্চল * লাগিছে রূপের বান অন্তরে আমার। মনে লয় দাসী হৈয়া থাকি আমি তার * আর পরী বলে বোন পাশরা না যায়। আহা মরি তোর মত মোর মনে চায় * আর পরী বলে আমি জাতকুল দিয়া। সেবিব চরণ এর নিজ অন্ন খাইয়া*এইরূপে সকলেতে হৈয়া উন্মাদিনি। কহিতে লাগিল ওগো প্রাণের ভগ্নিনি*দেখিয়া গাজির রূপ পরান বিদরে। হেনরূপ কোথা ওগো আছে এ সংসারে* এক পরী উঠে বলে হাত নাড়া দিয়া। কত রূপ ধরে গাজি মজিলে দেখিয়া*এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি। নিন্দয় গগণ শশী সেই বিনোদিনী * হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর। মুখের লাবণ্য জিনি কোটি শশধর*আর যে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইছে। লক্ষ কোটি তারা যিনি উজ্জল করিছে*জবাফুল জিনি জিহ্বা তাতে খায় পান না খাটে উপমা কিবা করির বাখান* মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন। জিনিয়া চন্দ্রের-ছটা তাহার কিরণ * চক্ষু মেলি সেই ধনী যার দিকে চায়। প্রাণ হারা হৈয়া সেই করে হায়২ * ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে। দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে * জেলেখার কটি তুল্য কটি তার সরু। তাদৃশ নিতম্ব আর পেট পিঠ উরু * সুগঠন হস্ত পদ কি কহিব মরি। তাহার উপমা নাহি ত্রিজগত জুড়ি * পরীগণ বলে বোন কহগো সত্বর। কি নাম কন্যার সেই কোন দেশে ঘর * সেই পরী বলে সবে শোন এক চিত্তে। সে দেশ অনেক দুর দক্ষিণ দিকেতে * জানিবা তাহার নাম ব্রাহ্মণ্য নগর। চারিদিকে নদী তার দেখিতে সুন্দর * সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারিখান। প্রতিঘাটে চারিশত সোনার নিশান*হেন পুরী নাহি ওগো ছিল রাবণের। মটুক নামেতে রাজা সেইত দেশের * প্রজাগণ যত তার সকলি ব্রাহ্মণ। তেরাত্র করেন তারা দেখিলে যবন * চুলি মালি নাই ধুবি আর যত ইতি। সকলি ব্রাহ্মন হয় নাহি অন্য জাতি * নগর নিবাসি যত সব ধনবান। সে দেশে কাঙ্গাল নাহি সকলি সমান* সুবর্ণের কুম্ভ দিয়া আনে সবে জল। বাটি ঘটি থাল থারি সোনার সকল*একখান ঘর নাহি সেই দেশ জুড়ি। দালান মন্দির মঠ সব বাড়ী২ *রাজার বাটিতে সব মন্দির সোনার। দুরে থাকি দেখা যায় অগ্নির আকার* তাহার ধনের সংখ্যা কহিব কেমনে। হিরা ও মানিক রাজা কড়ি সম গণে * নামেতে দক্ষিণা রায় রাজার গোসাই। তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই*চারিটী

মহিষ আর চাউল সাতমণ। প্রতি সন্ধ্যাকালে সেই করেন ভক্ষণ*

মহিষ আর চাউল সাতমণ॥ প্রতি সন্ধ্যাকালে সেই করেন ভক্ষণ* মহাসুখে আছে রাজা ব্রাহ্মণা নগরে। সাত শালা সাত পুত্র সাত বধূ ঘরে * দাস দাসী যত আর সংখ্যা নাহি তার। লীলাবতী নামে সতী মহিষি রাজার * তার কন্যা চাম্পাবতী রূপের সাগর। ভুবন বিজয় রূপ গাজির উপর * আকাশের দিকে যদি চাম্পাবতি চায়। লজ্জায় ভাস্কর গিয়া বাদিবে লুকায় বাপের দুলালী কন্যা মায়ের পরাণী॥ সাত ভাই সকলের কনিষ্ঠা ভগিনী * বাপে আর ভাই সবে রাখে কোলে২। মাতা তার অন্ন সদা দেয় মুখে তুলে বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন। চক্ষু মেলি চাম্পা নাহি দেখিছে কখন সুবর্ণের মন্দিরেতে রত্ন সিংহাসনে। একাকিনী থাকে কন্যা প্রফুল্ল বদনে* গোলাপী পানের খিলি শুয়ে২ খায়। দর্পনেতে মুখ আর দেখেন সদায় * দ্বাদশ বৎসর হবে বয়স তাহার। দাসদাসী নাহি রাখে কাছে আপনার * মন্দিরের চারিদিকে তিনশও প্রহরি। দিবা রাত্র পাহারা দেয় সকলেতে বেড়ি * কহিলাম আমি অত্র সব বিবরণ। মনে লয় দেখ গিয়া সে রূপ কেমন* পরীগণ বলে তাহা বিশ্বাস না হয়॥ চক্ষে না দেখিলে নাহি করিব প্রত্যয় * এক পরী বলে সব শুন মোর কথা। গাজিকে লইয়া এবে যাই চল তথা * লাগায়ে গাজির অঙ্গ চাম্পার অঙ্গেতে। কার বেশী কার কমি দেখিব চক্ষেতে * এ যুক্তি সাব্যস্ত করি যত পরীগণ। মসজিদের মাঝে গেল চলিয়া তখন * দুই পালঙ্গেতে শুয়ে আছে দুই ভাই। নিদ্রায় মহিত অতি কেহ জাগে নাই * হেনসমে পরী সব পালঙ্গের খুড়া। ধরিয়া বাহির করি দিল লয়ে উড়া* গাজিকে লইয়া পরা উড়ে শূন্যভরে॥ নিমিষে গেলেন তারা ব্রাহ্মণা নগরে * দেখিল প্রহরি সব আছেন শুইয়া। মৃত্যুর আকার হইয়া রহিছে পড়িয়া* হেনসমে পরিগণ খোলাইয়া দ্বার। আসিল গাজিকে লয়ে মন্দিরে চাম্পার * শুয়ে আছে চাম্পাবতী পালঙ্গ উপরে। শুন বলি পরী সবে কোন কাজ করে* গাজির পালঙ্গ নিয়া চাম্পার ডাহিনে। রাখি লেন মিলাইয়া পরম যতনে * তৎপরে পরীগণ দূরে কিছু গিয়া। দেখেন দোহার রূপ নয়ন ভরিয়া * দেখিয়া হইল পরী উন্মাদ লক্ষণ। গালে হাত দিয়া সবে দেখেন তখন* একি অপরূপ হায় আহা মরি২॥ যেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী * এক অঙ্গ পড়েছেগো দুভাগ হইয়া॥ কেমনে গড়িল বিধি এমন করিয়া * একতিল বেশী কমি নাহি দেখি কার। গড়ন কায়েদা ধন্য কারিগিরী তার* যদি গো সাহেব গাজি রমণী হইত। বদল করিলে কেহ নাহিক চিনিত* এক পরী বলে যদি এর হৈত বিয়া। আনন্দ সাগরে তবে রহিত ডুবিয়া * হেন রূপ কেনে বিধি করিলে সৃজন। ভিন্ন জাতি দুইজন

না হবে মিলন * এইসব আলাপন করে পরীগণ। নগর দেখিতে তারা করিল গমন*ব্রাহ্মণা নগর সব ভ্রমণ করিয়া॥ রাজার বাগানে শেষে গেলেন চলিয়া * ফুটিয়াছে উদ্যানেতে নানাজাতি ফুল। কদম্ব কেতকী বেলা মল্লিকা বকুল * রংরাজ টগর জবা অতি সুশোভন। গোলাব কামিনী চাঁপা সেউলী রঙ্গন*পাকিয়া রয়েছে আর কত জাতিফল। পুস্তক বাড়িয়া যায় লিখিলে সকল * এইসব ফলফুল দেখে পরীগণ॥ গাছে২ আরোহিয়া করেন ভক্ষণ * চাম্পার মন্দির পরী গেল পাশরিয়া। এখানেতে কিবা হৈল শুন মন দিয়া * গাজি আর চাম্পাবতী দুই পালঙ্কেতে। কেহ নাহি জাগে দোন আছেন নিদ্রাতে * কালু ভাই বলি গাজ গামুড়ান দিল। চাম্পার বুকেতে হাত অমনি পড়িল*পুরুষের অঙ্গ যদি লাগিল অঙ্গেতে। জাগিয়া উঠিল বালা কাঁপিতে২ * বুকেতে এমন স্বর হানিল মদন॥ যেমন ঘৃতের মধ্যে পড়িল আগুন * মনে২ বলে কন্যা এসে কোন দাসী॥ চাকুরী করিছে বুঝি মোর কাছে বসি*দাসী হেন জ্ঞান রাধা মনেতে করিয়া॥বিবস্ত্র হইয়া উঠে ঝাঁড়া হাতে লিয়া* দাঁড়াইয়া চাম্পাবতী চক্ষু মেলি হেরে॥ কটি শশী জিনি রূপ ঝলমল করে * গাজিকে দেখিয়া চাম্পা মূর্চ্ছিত হইয়া। উলঙ্গিনী পালঙ্কেতে পড়িল ঢলিয়া * কতক্ষণ পরে বালা হইয়া চেতন॥ ধীরে২ পরিলেন পরন বসন * পরে সতী চাম্পাবতী পালঙ্কে বসিয়া। দেখেন গাজির রূপ স্বচক্ষে চাহিয়া*ক্ষণে দেখে চক্ষু কান ক্ষণে দেখে বুক॥ ক্ষণে দেখে হস্ত পদ ক্ষণে দেখে মুখ*লক্ষ কটি চন্দ্র জিনি তার মুখ খান॥ ছটফট করে কন্যা হারাইয়া জ্ঞান * চাম্পা বলে কিবা রূপ আহা মরি ২॥ একেবারে প্রাণ মোর করে নিল চুরি * হইল চঞ্চল চিত্ত ধৈর্য্য নাহি হয়॥ নিশ্বাস্ ছাড়িয়া ধনী ভাবিত হৃদয় * মন্ত্রণা করিল এই সাথে আপনার॥ জাগাইয়া জিজ্ঞাসন করি একবার * কি নাম তাহার হয় ঘর কোথাকারে॥ কেমনে আসিল চোর আমার মন্দিরে * যেমন পতঙ্গ গিয়া পড়ে আগুনেতে। সেই মত কন্যা নাহি পারিল থাকিতে * আপন পালঙ্ক হৈতে তখনি উঠিয়া॥ গাজির পালঙ্ক মধ্যে বসিলেন গিয়া * পালঙ্কে বসিয়া চাম্পা গাজির পদেতে॥ দুই হাতে ধরি তাকে কান্দিতে২* উঠ২ মনচোরা কত নিদ্রা যাও। অভাগিনী চাম্পা ডাকে চক্ষু মেলি চাও*আহারে দারুণ চোর কেমনে আসিলে॥ নাহিক হেরিল তোরে প্রহরী সকলে * কেমনে আসিলে হেথা কাটাইতে মাথা॥ জাননা মটুক রাজা হয় মোর পিতা * দেখিলে এখনি তবে ফেলিবে কাটিয়া॥ জাগরে দারুণ চোর নয়ন মেলিয়া* এইরূপে চাম্পাবতী ডাকে কতমতে॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে*

এইরূপে চাম্পাবতী ডাকে কতমতে। আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে

* গীত তাল আদ্ধা *

জাগোরে২ নাথ জাগো চক্ষু মেলি। বিফলে রজনী যেন যায় দেশ চলি * যাইতেছে নিদ্রা ক্রত, পাবে নিদ্রা অবিরত, গা তোল২ বলি করে কৃতাঞ্জলি। তোমার রূপের বানে, প্রাণ মোর নাহি শুনে, গেছে প্রাণ বক্ষ দেশ করে যে খালি * প্রাণ বিচে কলেবর, কাঁপিতেছে থর২, ধর প্রাণ ধর২ পড়িলাম ঢলি। দুই হাতে ধরি বুকে, চন্দ্র মুখ দিয়া মুখে, একবার দয়া করি লেহ কোলে তুলি *

পয়ার* শুনিয়া চাম্পার ডাক গাজি জিন্দা পীর। উঠিলেন নিদ্রা হৈতে হইয়া অস্থির * বিধুমুখি চাম্পাবতী আছে কাছে বসি। জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষ কোটি শশী * হঠাৎ চাম্পার রূপ নয়নে হেরিয়া। মুর্চ্ছিত হইয়া গাজি পড়িল ঢলিয়া * হেনকালে চাম্পাবতী মুখে জল দিল। আর যে কমল হাত বুকে লাগাইল * তবে গাজি চক্ষু মেলি বসিল উঠিয়া॥ মনে২ ধন্দ লাগে কন্যাকে দেখিয়া*চারিদিকে চেয়ে দেখে নাহি কালু ভাই। আর সেই মছজিদ চক্ষে দেখে নাই*অস্থির হইয়া গাজি ভাবেন অন্তরে। কেমনে আসিনু আমি এইত মন্দিরে*দেখিয়া কন্যার রূপ না পারি থাকিতে। কেবা মোরে এইখানে আনিল কিমতে * হেট শিরে শাহা গাজি ভাবে মনে২। হেনকালে কহে কন্যা মধুর বচনে*কেমনে আসিলে চোর মন্দিরে আমার। ধন্যরে দারুণ চোর সাহস তোমার * এতেক প্রহরীগণ কেমনে এড়ালে। কারো হাতে তুমি নাহি ধরাও পড়িলে* মরিতে আসিলে চোর রক্ষা নাহি তোর॥ জাননা মটুক রাজা পিতা হয় মোর*শুনিলে এখনি আসি কাটিবে গর্দান॥ বাঁচিবার কিছু তোর না দেখি সন্ধান*নামেতে দক্ষিণা রায় গোসাই রাজার। বাহুবলে পারে সেই জিনিতে সংসার * মানুষ ধরিয়া বাঁরে চিবাইয়া খায়। তার হাতে বাপে নিয়া দিবেন তোমায়* ব্রাহ্মনা নগর এই শুন বিবরণ॥ এ দেশের প্রজাগণ সকলি ব্রাহ্মণ * অন্যজাতি দেশে রাজা নাহি দেয় ঠাই। জবন পাইলে খায় দক্ষিণা গোসাই * শুন চোর বলি শুন আর সমাচার। লীলাবতী নামে সতী জননী আমার * সাত ভাই জ্যেষ্ঠ মোর বলবান অতি। সবের কনিষ্ঠ আমি নাম চাম্পাবতী * বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন। চক্ষু মেলি চেয়ে নাহি দেখেছি কখন * দাসীগণ দেখি সদা দাস কোন নাই। যদিস্যাৎ মিথ্যা বলি গো-মাংস খাই * তোমাকে প্রথম এই দেখিনু নয়নে। আহারে দারুণ চোর আসিলে কেমনে * হৃদয় সিন্দুক মোর তুমি যে খুলিয়া। প্রাণধন লয়ে গেছ হরণ করিয়া * কহ চোর কহ

শুনি পরিচয় মোরে ... কারে* মাতাপিতা
কেবা তোর কি নাম তাহার। কহ চোর কহ ... আপনার * এমন

হস কোন নাই। যদিস্যাৎ মিথ্যা বলি গো-মাংস খাই * তোমাকে প্রথম
মোর তুমি যে খুনিয়া। প্রাণধন লয়ে গেছ হরণ করিয়া * কহ চোর

শুনি পরিচয় মোরে॥ কোন জাতি হও তুমি ঘর কোথাকারে* মাতাপিতা কেবা তোর কি নাম তাহার। কহ চোর কহ আর নাম আপনার * এমন সুন্দর রূপ তোমার অঙ্গেতে। এক তিল নাহি আমি পারি পাশরিতে * খাইবে দক্ষিণা রায় প্রভাতে আসিয়া॥ কেমনে আমার প্রাণ রাখিব বাঁচিয়া* আহা২ চোর কেন আসিলে হেথায়॥আপনি মরিতে আর মারিতে আমায়* শুনিয়া কন্যার বাণী অনেক ভাবিয়া॥ কহিতে লাগিল গাজি সাহস করিয়া*

* গীত তাল আড়া *

আহা মরি প্রাণ প্রিয়া ও প্রাণ বিধুমুখী। একি রীতি বিপরীত তোমার চরিত্র দেখি* কত ভয় দেখাইলা, যেমন শিশুর খেলা করিতেছ মোর সঙ্গে অঙ্গে ধুলা মাখি। বিনা শ্রমে পেলে রত্ন, কে করে তাহার যত্ন, ভাল নহে ভাল নহে এত বকাবকি *

পয়ার * চাম্পা বলে ধন্য চোর সাহস তোমার। আসিয়া মন্দিরে মোর এত অহঙ্কার * গাজি বলে প্রাণপ্রিয়া চোর নহে আমি॥ আমাকে করিয়া চুরি আনিয়াছ তুমি * কেমনে আসিনু নৈলে তোমার মন্দিরে॥ উলটিয়া চোর বল চুরি করে মোরে * চাম্পা বলে হারে চোর নাহি তোর ভয়। রজনী প্রভাত হৈলে যাবে যমালয় * গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে॥ কাহার ক্ষমতা আছে আমাকে মারিতে * তুমি যদি মার তবে মরণ আমার। পীরিতে ডুবিছে প্রাণ ভয় কার আর *

* গীত তাল আড়া *

মরিব২ আহা মরি মরি২। কি কহ২ ওগো প্রাণেশ্বরী * পড়িয়াছি প্রেমার্ণবে, যায় যায় প্রাণ যাবে, তার দায় চিন্তা নাহি করি। মরি সে বিশেষ আর, তিলেক হইয়া পার, মিশে রব অঙ্গেতে তোমারি*

পয়ার * চাম্পা বলে শুন চোর ভাবিছ কি মনে॥ রজনী প্রভাতে বল বাঁচিবে কেমনে * রাখিবার ঠাই নাই কোথায় রাখিব। তোমাকে রাখিলে সত্য আমিহ মরিব * তোমার আমার আজি মরণ নিশ্চয়॥ চরণে ধরিয়া কহি দেহ পরিচয় * এই কথা চাম্পাবতী যখন কহিল॥ প্রাণ ভয়ে শাহা গাজি কাঁপিতে লাগিল * কাঁপিতে২ কহে চাম্পার সাক্ষাতে॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গীতে *

* গীত তাল আড়া *

উপায় দেখি নারে প্রাণ আর উপায় দেখিনা॥ কি করিব কি করিব হায় কি করি বলনা * পড়েছি তোমার হাতে, যাই বল কোন পথে, ঠেকিনু বিষম দায় বুদ্ধিত খাটে না *

পয়ার * চাম্পা বলে কেন তুমি ভাবিতেছ মিছে। জন্মিলে মরণ

পঁয়ার * চাম্পা বলে কেন তুমি ভাবিতেছ মিছে। জন্মিলে মরণ জান এক দিন আছে * তোমার আমার আজি সে দিন নিশ্চয়। ভাবিলে কি হবে আর দেহ পরিচয় * শুনিয়া সাহেব গাজি হাত দিয়া গালে ধীরে ধীরে মধুস্বরে কেন্দে কেন্দে বলে *

আহা আহা মরি মরি. কি কহিব ও সুন্দরী।

ত্রিপদী * মুছিয়া কমল আখি, বিধুমুখে সুধা মাখি, কহে গাজি মধুর বচনে॥ কি কহিব পরিচয়, প্রাণ মোর কাঁপে ভয়ে, শুন যদি সাধ থাকে মনে * বৈরাট নগরে ঘর, পিতা সাহা সেকান্দর, অজুপা সুশীলা সতী মাতা॥মোর নাম জান গাজি, তোমার মন্দিরে আজি, মীন মত ঠেকিছি জালে গাঁথা * আমার বাপের ডরে, কাঁপে তুমি থরে২, আর কাঁপে সর্ব্ব দেবগণ॥ বলি মহারাজা বলি, পিতার ভয়েতে চলি, গেল রাজা পাতাল ভবন * শুন চাম্পা বলি তোরে, দক্ষিণা রায়ের মোরে, ভয়ে যে দেখাও বারে২॥মোর বাপ যিনি কাল,পাইলে করিত লাল,কান দুটি মলিয়া তাহার* শুন সতী হৈয়া ধৈর্য্য, করিবারে রাজ কার্য্য, মোরে ডাকি ক[illegible]লেন পিতা॥ আমি তাহে অস্বীকার, কৈল কত বার২ আজ্ঞা দিল কাটিবারে মাথা *না মরিল হাতিয়ারে, তবে পিতা ক্রোধ ভরে, পাড়াইল দশ হাতী দিয়া॥ ইহাতে বাঁচিনু যবে,অগ্নি কুণ্ড করি তবে,দিল বাপে তাহাতে ফেলিয়া* বাঁচিলাম অগ্নি হৈতে, তবে ফেলে সাগরেতে, শীলা এক বান্ধিয়া গলেতে। তাহাতে উদ্ধার হই, সাগরে ফেলিয়া সুই, বলিলেন উঠাইয়া দিতে * শুই আমি দিনু যদি, তবু পিতা নিরবধি, কহে মোরে রাজত্বের কথা॥ একদিন নিশা কালে, জননীরে ঘুমে ফেলে, দেশ ছাড়ি মনে পাই ব্যথা * কালু নামে ভাই এক, মায়ে তারে পুষিলেক, সেহ মোর চলিল সঙ্গেতে। বেড়াইয়া নানা দেশ, বাঙ্গালাতে অবশেষ, বসিলাম সুন্দর বনেতে * সাত সাল থেকে বনে, পরে ভাই দুইজনে, ছাপাই নগর মধ্যে গিয়া॥ শ্রীরাম রাজার ডরে, স্ববংশে স্বজাতি করে, সোনাপুরে গেলাম চলিয়া * বন ছিল সোনা পুরি, তাহাকে উদিত করি, সাহাপরী বারায় তাহার। হাজার দালান তাতে, দিয়া গেছে পরীজাতে, দিল এক মসজিদ আর * সেইত মসজিদ পরে, ছিলাম ঘুমের ঘোরে, দুই ভাই দুই পালঙ্কেতে। কে মোরে এখানে আনে, কিছু নাহি জানি মনে, কহিলাম তোমার কাছেতে *

পয়ার * চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর॥ উপনিত হৈলে আসি ব্রাহ্মণ নগর * জবনের সাধ্য নাহি দেশে দিতে পাড়া॥ একেবারে মধ্য ঘরে রসিকারে চোরা * কেমন জবন তুই আসিলে মন্দিরে॥ রাম রাম

পয়ার * চাম্পা বলে হারে চোর এত শক্তি তোর। উপনিত হেলে আসি ব্রাহ্মণা নগর * জবনের সাধ্য নাহি দেশে দিতে পাড়া। একেবারে

জাতি মোর গেল একেবারে * মরণের সাধে তুমি এ দেশে আসিলে। এখনি বান্ধিয়া নিবে প্রহরী সকলে * দক্ষিণা রায়ের ভাগ্যে আসিয়াছ হেথা। অশ্বল যাইবে তোর দায়ে কাটি মাথা * জীবনের আশা আর না কর কখন। মৃত্যুকালে জপ কর নাম নিরাঞ্জন * তোমার সাহস ধন্য আসিলে মন্দিরে। ত্বরায় বাহিরে যাও ছুইবা আমারে *

* গীত তাল আদ্ধা *

আহা মরি মনচোরা কি করি কি করি কহ। ধরিতে গগণ
শশী গগণে হাত বাড়াতে চাহ * গোবরিয়া পোকা হৈয়া
পদ্মমধু খেতে চাহ বাহরে বাহরে চোরা প্রাণ নিয়া যাহ *

পয়ার * চাম্পার বচনে গাজি কাঁপে থর থর। কাঁপিয়া২ কহে হইয়া কাতর * শুন মোর প্রাণপ্রিয়া কি বলগো তুমি। স্বপনেও কভু নাহি দেখি রাছি আমি * তোমার মন্দির আর ব্রাহ্মণা নগর। এইখানে মৃত্যু বুঝি লিখিয়াছে মোর * জীবনের আশা নাহি জানি মনে২। কি কহিব প্রাণপ্রিয়া তাহার কারণে * দক্ষিণা রায়ের আর নাহি রাখি ভয়। কি কহিব প্রাণপ্রিয়া বিদরে হৃদয় * কেবল ভাবনা এই মনে মনে করি। কেমনে প্রিয়সী আমি তোমাকে পাশরী * বিকাইছে প্রাণধন তোমার রূপেতে। মরিলেও গাঁথা রূপ রহিবেক চিতে * এরূপ যৌবনে মোরে করেছ উদাসী। স্থির না হইতে পারি শুনগো প্রিয়সী * আহা২ প্রাণপ্রিয়া কি করি উপায়। যে দাগ দিয়াছ চিত্তে মুছা নাহি যায় * তুমি যদি নিজ হাতে কেটে ফেল মাথা। তবে আর কিছু মোর না রহিবে ব্যথা * এখনি কাটহ প্রাণ ধরি তোর পায়। মনের আবেশ তবে সব ঘুচে যায় * নতুবা করহ কিছু উপায় আমার। পড়েছি তোমার হাতে কি করিব আর * সর্বশাস্ত্র জান তুমি নন্দিনী রাজার জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে দেখ ভাগ্যে কি কাহার * এ বলিয়া সাহা গাজি করেন রোদন। নয়নের জলে যায় ভাসিয়া বদন * তবে সতী চাম্পাবতী খড়ি লয়ে হাতে। দুই নাম যুক্ত করি লাগিল গনিতে * গনিয়া দেখিল কন্যা লিখেছে বিধাতা। গাজির সঙ্গেতে চাম্পা এক সুতে গাঁথা * হইবে সাহেব গাজি প্রাণেশ তাহার। গাজি বিনে সংসারেতে পতি নাহি আর * গণনাতে জানিয়া চাম্পা ভাবে মনে মন। আমিত ব্রাহ্মন জাতি সে হয় জবন * তার সাথে বিয়া মোর কেমনে হইবে। বিধীর কলম কভু বৃথা নাহি যাবে * এ ভাব ভাবিয়া চাম্পা কি করে তখন। হাত বাড়াইয়া ধরে গাজির চরণ * ধরিয়া

গাজির মুখে কহে চাম্পাবতী। উঠ২ প্রাণনাথ স্থির কর মতি * বিধির লিখন নাহি হইবে খণ্ডন। তুমি মোর প্রাণপতি নির্বন্ধ লিখন * স্বামিই তোমার

গাজির মুখে কহে চাম্পাবতী।উঠ২ প্রাণনাথ স্থির কর মতি*বিধির লিখন নাহি হইবে খণ্ডন।তুমি মোর প্রাণ পতি নির্ব্বন্ধ লিখন * আমিই তোমার দাসী নাহি ছাড়াছাড়ি। এক সুতে গাঁথা যেন হর আর গৌরী* সঁপিনু যৌবন ধন তোমার চরণে॥ না করিও চিন্তা আর আপনার মনে * হাসি মুখে একবার কহ নাথ বাণী। পরাণ জুড়াই আর শ্রবনেতে শুনি *শুনিয়া সাহেব গাজি হরসিত মনে॥ কহেন কন্যার কাছে মধুর বচনে * শুন২প্রাণ প্রিয়া মোর নিবেদন। কোথায় রাখিবা মোরে করিয়া কেমন * হয়েছি মীনের মত আটক জালেতে। বাঁচিবার পথ কিছু না দেখি চক্ষেতে * চাম্পা বলে শুন প্রাণ মোর নিবেদন। কপালে লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন তোমাকে লইয়া কাল বাপ কাছে যাব। যাইয়া ভাগ্যের কথা সকলি বলিব তবে বাপ সাথে তব দিবে মোর বিয়া। নৈলে মোদের দুইজনে ফেলিবে কাটিয়া * নহেত হইয়া ক্রোধ খেদাইয়া দিবে। এর বেশী প্রাণনাথ আর কি করিবে * খেদাইয়া দেয় যদি মোরা দুইজনে। বড়ই বিশেষ হয়ে যাব তব সনে * তুমিত ফকির আমি ফকিরনি হইয়া। ভিক্ষা মাগি খাব প্রিয়া গলে মালা দিয়া * না ছাড়িব তব সঙ্গ জীবন থাকিতে। কণ্ঠ কাটিলেও আমি যাব সাথে২ * এ বলিয়া রাজ সুতা গাজির চরণে। দুই হাতে ধরি কান্দে সজল নয়নে * হেনকালে সাহা গাজি মুখে চুমা দিয়া। মুছে তার চক্ষু মুখ কোলে বসাইয়া *তবে সতী চাম্পাবতী মেলিয়া নয়ন। বলে শুন প্রাণনাথ আমার বচন * যৌবন অমূল্য ধন সঁপিনু তোমারে। যাহা ইচ্ছা হয় নাথ কর তুমি মোরে * গাজি বলে শুন প্রিয়া মোর প্রাণধন। যত দিন নাহি হয় বিবাহ বন্ধন * ততদিন তব সাথে না করিব রতি। কিছু দিন ধৈর্য্য হইয়া থাক চম্পাবতী * কু-কার্য্যেতে কভু তুমি নাহি দিও মন। মোর রূপ ধ্যান করি ভাব নিরাঞ্জন*কার্য্য সিদ্ধি জান তবে তোমার হইবে। আমাকে পাইবে আর খোদাকে পাইবে * আসন জিকির গাজি সব শিখাইল। চারিটি কলেমা আর শিখাইয়া দিল * তৎপরে চাম্পাবতী পাটে দাঁড়াইয়া।খাড়েন শিরের কেশ কবরী খুলিয়া * চরণে পড়িল কেশ দীর্ঘ সে এমনি। কালি হৈতে কালা যিনি কালো ভুজঙ্গিনী * দুই হাতে কেশ সেই দু-ভাগ করিয়া। মুছেন গাজির পদ, পদে মুণ্ড দিয়া * মুছিয়া চরণ দুইটি বান্ধিয়া কেশেতে। কান্দিয়া২ চাম্পা লাগিল কহিতে * আমি যে তোমার দাসী নিশ্চয় জানিবে। দুঃখিনী দাসীরে নাথ ছেড়ে নাহি যাবে আমাকে ছাড়িয়া প্রভু তুমি যদি যাও। ঈশ্বরের দিব্য আর মোর মাথা

যাও * মাতা পিতা ভাই বন্ধু সব মোর পর। তোমা বিনে আপ্ত কেহ নাহি প্রাণেশ্বর * সঁপিলাম দেহ প্রাণ তোমার চরণে। অধিনীর প্রতি দয়া থাকে যেন মনে * গাজি বলে শুন প্রাণ যত্নের রতন। ছাড়াছাড়ি না হইবে থাকিতে জীবন * আমি দেহ তুমি মোর প্রাণ বিধুমুখি। ছাড়িবার পথ কিছু চক্ষে নাহি দেখি * তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমি চলে যাই। খোদার দোহাই আর দুটি চক্ষু খাই * এত শুনে চাম্পাবতী হরষিত মনে। বসিল গাজির বামে প্রফুল্ল বদনে*দোহার রূপেতে যেন হৈল উজ্জলিত। তাহার উপমা নাহি সংসারে কিঞ্চিত * কোটি২ রবি আর কোটি২ শশী। চাম্পার মন্দিরে যেন পরিয়াছি খসি* রূপেতে করিয়া আলো বসে দুইজন হেনকালে সাহা গাজি আঙ্গুটি আপন * চাম্পার আঙ্গুল মধ্যে দিল পরাইয়া। চাম্পার আঙ্গুটি চাম্পা তখনি খুলিয়া * গাজির আঙ্গুল ধরি নিজ হাতে দিল। দোহার পালঙ্ক দোহে বদল করিল * তৎপরে চাম্পাবতী পান বানাইয়া। পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া * গাজিও পানের খিলি তার মুখে দিল। আতর গোলাপ আর অঙ্গে ছিটাইল * কস্তুরি চন্দন চুয়া তামাকেতে দিয়া। কনকের হুক্কা আনি দিল সাজাইয়া * তামাক তাম্বুল দোহে হরষিতে খায়। প্রভুত কৌতুকে চক্ষে ধরিল নিদ্রায় * গাজির পালঙ্কে চাম্পা শুইল তখন। চাম্পার পালঙ্কে গাজি করিল শয়ন * শুইয়া পালঙ্ক পরে সুখে নিদ্রা যায়। বাগানেতে পরীগণ ফল ফুল খায় * হঠাৎ গাজির কথা হইল স্মরণ। এক পরী বলে শুন ওহে ভগ্নিগণ * গাজীকে রাখিয়া আইনু চাম্পার মন্দিরে। একেলা রহিল কালু দেশ সোনাপুরে* রজনী প্রভাত হইলে প্রমাদ ঘটিবে। না সহে বিলম্ব আর চল শীঘ্র সবে* তখনি উঠিয়া চলে পরী নারীগণ। চাম্পার মন্দির মধ্যে গিয়া সেইক্ষণ * দাঁড়াইয়া তারা সবে কাতারে২দেখেন দোহার রঙ্গ পালঙ্ক উপরে*গাজির অঙ্গুরী কন্যা দিল আঙ্গুলেতে। কন্যার অঙ্গুরী সেই গাজির করেতে * দোহার পালঙ্ক আর করিছে বদল ॥দেখিয়া হাসেন পরী করে খল২ *এক পরী উঠে বলে কিবা দেখ আর। জাগিয়া করেছে এরা দুজনে বিহার *এ কন্যা গাজির জুড়ি নির্বন্ধ লিখন। দোহার প্রেমেতে দোহে হয়েছে বন্ধন* দেখ২ কিবা রূপ আহা মরি২ ॥যেমন সুন্দর গাজী তেমন সুন্দরী*মিলিছে এমন জোড় শুনে আর মনে। এ জোড় ভাঙ্গিয়া মোরা নিবগো কেমনে * কি করি উপায় বুদ্ধি কেবা দিবে বলি। গাজিকে লইয়া যদি যাই মোরা চলি মরিবেক চাম্পাবতী আক্ষেপ করিয়া। না নিলে মরিবে কালু গলে রশি দিয়া * করিলাম মহা পাপ আনিয়া গাজিরে। আগেতে জানিলে কেবা

হেন কাজ করে * এক পরী বলে তোরা শুনগো সকলে ।মিলিবে চাম্পার সাথে থাকিলে কপালে * যদিগো দোহার থাকে নির্ব্বন্ধ লিখন ।কিছুদিন পরে হবে অবশ্য মিলন *কালুর কান্দন আর বরদাস্ত না হবে। সাপ দিয়া মোরা সবে ভস্ম করে দিবে*যেখানের পাপ চল সেখানে রাখিয়া॥আপনার ঘরে মোরা যাইগো চলিয়া * যার কর্ম্মে যেই থাকে অবশ্য ঘটিবে। তার জন্য আমাদের কিছু না হইবে * এ যুক্তি গ্রহণ করি যত পরীগণ॥ গাজির পালঙ্গ গিয়া ধরিল তখন *শুইছে সাহেব গাজি পালঙ্গ উপরে। তাহাকে লইয়া পরী উড়ে শুন্য ভরে * উড়িয়া নিমেষে গেল সোনাপুর দেশে॥ যেইখানে দুই ভাই ছিলেন উল্লাসে * শুয়ে আছে কালু সাহা পালঙ্গ মাঝার। রাখিল গাজিকে নিয়া কাছেতে তাহার * তৎপরে পরীগণ গেলেন চলিয়া॥ মছজিদে দুই ভাই রহিল শুইয়া * আবদুর রহিম বলে মধুর পাঁচালি॥ চাম্পার বিলাপ শুন ত্রিপদীতে বলি *

ত্রিপদী * রজনী প্রভাত হৈল, অন্ধকার ঘুচে গেল, পাখী সব ডাকে বসি ডালে ।উদয় হইল ভানু, হাম্বা২ করে ধেনু, সাজিয়া রাখালগণ চলে* চাম্পাবতী নিদ্রা যায়, ডাক দিয়া বলে মায়, কেন মাগো এত ঘুম আজি। নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ডাকে, হঠাৎ জাগিয়া দেখে, পালঙ্গ সহিত নাহি গাজি * হায় হায় নাথ বলি, অমনি পড়িল ঢলি, একেবারে অজ্ঞান হইয়া। ধুলায় লুটায় কায়, ক্ষণে বলে হায়২, ক্ষণে২ উঠে দাঁড়াইয়া * অঙ্গের বসন আর, যত ছিল অলঙ্কার, দিল সব ফেলিয়া দূরেতে। উলঙ্গ হইয়া ধনী, ভেবে কান্ত গুণমনি, উচ্চৈঃস্বরে লাগিল কান্দিতে * নেত্র জলে গাত্র ভাসে, লোটন পড়িছে খসে, বেশ করি কেশ নাহি বান্ধে। অবলা সরলা বালা, সহিতে না পারে জ্বালা, মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে * গাজির পালঙ্গ আর, হাতের অঙ্গুরী তার, দেখে বামা আপনার হাতে॥ আহা২ মুখে বলি, অমনি পড়িল ঢলি, পড়িয়া সে লাগিল লুটিতে * ক্ষণে উঠে ক্ষণে লোটে, যেমন হইল পেটে, সন্তান প্রসবের ব্যথা। কেন্দে বলে চাম্পাবতী, আহা২ প্রাণপতি, তব দেখা পাব গিয়া কোথা * অঙ্গুরি পালঙ্গ দিয়া, গেছ আর জ্বালাইয়া, দেখিলেই প্রাণ জ্বলে উঠে। আহা২ মরি২, ধৈর্য্য ধরিতে নারি, যায় প্রাণ যায় বুক ফেটে * এ বলিয়া রাজবালা, অঙ্গেতে মাখিয়া ধুলা, কান্দিতেছে উলঙ্গিনী হৈয়া॥ দাসী দুই তিনজন, আসিয়া সে সেইক্ষণ, এইরূপ চক্ষেতে দেখিয়া * মুখে কার নাহি বাণী, যথা ছিল লিলারাণী, কহে গিয়া লিলাবতী কাছে। শুন মাগো লিলাবতী, দেখ গিয়া শীঘ্রগতি কন্যা তোর পাগল হয়েছে * এত শুনি লিলারাণী, শিহারয় উঠে

কন্যা তোর পাগল হয়েছে * এত শুনি লিলারাণী, শিহরিয়া উঠে

ধনী, চলে চক্ষু মুছিতেরে। দেখে গিয়া লিলাবতী শোকাকুলি হৈয়া অতি, চাম্পাবতী পড়িছে ভূমেতে * অঙ্গের বসন আর, যত ছিল অলঙ্কার, সব দিছে দূরেতে ফেলিয়া। হয়ে ধনী পাগলিনী, কান্দে শিরে হাত হানি, গাজি, মুখেতে বলিয়া * হেন সময়ে লিলাবতী, মমতা করিয়া অতি, তুলিয়া লইল সতী কোলে। মুছিলেন চোখ মুখ, বুকেতে লাগাইয়া বুক, দুই হাতে ধরি তার গলে * জিজ্ঞাসেন লিলারাণী, কহ মাগো কহ শুনি, কি কারণে করিছ রোদন। ত্রিপদী এখানে রয়, আবদুররহিম কয়, গীতে কিছু করিয়া রচন

* গীত তাল আড়া *

গুমরি গুমরি কান্দে রাজার কুমারী। কেশ এলো, চক্ষে জল, পড়ে ঝরঝরি * ত্যজে শাড়ি, ভূমে পড়ি, যায় গড়াগড়ি। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে লোটে, হৈয়া দিগম্বরী *

পয়ার * এইরূপে কান্দে চাম্পা শোকাকুলি হৈয়া। লিলাবতী সতী মাতা তাহার আসিয়া * চাম্পাকে লইয়া কোলে জিজ্ঞাসেন রাণী। কি কারণে কান্দ মাতা কহ কহ শুনি * পালঙ্ক ত্যজিয়া কেন শুইলে ধরায়। তোমার কান্দনে মোর বুক ফেটে যায় * নয়নের তারা তুমি অঞ্চলের ধন। প্রাণের অধিক মোর যত্নের রতন * সাত পুত্রের মধ্যে মাগো তুমি আদরিণী যেই সময়ে ডাক মোরে বলিয়া জননী * অন্তর জুড়ায়ে যায় তোমার ডাকেতে। দুঃখ ক্লেশ যত মোর পালায় দূরেতে * কি কারণে কান্দ মাগো কি হৈল তোমার। কহ সে মনের কথা শুনি একবার * জীন পরী নাকি কিছু দেখিছ নয়নে। কিম্বা কিছু নিশাকালে হেরিলা স্বপনে * বারবার কতমতে জিজ্ঞাসেন রাণী। না দেয় উত্তর বালা নাহি কহে বাণী * প্রতি-বাসী নারীগণ সকলে আসিয়া। জিজ্ঞাসে চাম্পার কাছে ফেরে হাত দিয়া * কি দেখিলে কহ শুনি রাজার নন্দিনী। গুপ্তকথা হৈলে বল করে কানাকানি না দেয় উত্তর কিছু না কহে বচন। কার দিকে নাহি চায় মেলিয়া নয়ন * আসিল মটুক রাজা জনক চাম্পার। সাত ভাই নয় মামা আসিলেন আর * সাত ভাজু নয় মামী যত দাসদাসী। আসিয়া কান্দেন সবে হেট ফেরে বসি চাম্পাকে লইয়া কোলে মটুক রাজন। জিজ্ঞাসেন প্রিয় ভাসে মুছিয়া নয়ন * কি কারনে কান্দ মাগো কহ সত্য কথা। না দেয় জবাব কন্যা নাহি তোলে মাথা * সাত ভাই বলে শুন প্রাণের ভগিনী। যাহা চাহ বল মোরা সবে দিয়া আনি * মা বলিয়া নয় মামা ডাকে ঘন২। না দেয় উত্তর চাম্পা না মেলে নয়ন দি, মামি ডাকে শুন শুনগো ছাওাল। চক্ষু মেলে কথা বল বলগো বাচাল

গোপনের কথা কিছু মনে থাকে যদি। আমাদের কাছে তাহা বলগো

গোপনের কথা কিছু মনে থাকে যদি। আমাদের কাছে তাহা বলগো ননদী * না দেয় উত্তর চাম্পা নাহি মেলে আখি॥ নিরবেতে মনে২ কান্দে বিধুমুখি * ঔষধ কংজ কত করে বৈদ্যগণ। কোনমতে চাম্পা নাহি হইল চেতন * এরূপ দেখিয়া রাজা আক্ষেপ করিয়া। চাম্পা২ বলে কান্দে ছেরে হাত দিয়া * সাত ভাই কান্দে তারা বোন২ বলে॥ নয় মামা কান্দে আর মামিরা সকলে * সাত ভাবু হেট ছেরে কান্দে ধীরে২॥ নগরবাসিনীগণ কেন্দে২ মরে * ধুলায় লুটিয়া কান্দে লিলাবতী রাণী॥ মুখে জল দিয়া তুলে দাসীগণ টানি * এইরূপে তিনদিন গত হৈয়া যায়। এর মধ্যে অন্ন জল কেহ নাহি খায় * তবে সতী চম্পাবতী নয়ন মেলিয়া॥ কহেন মায়ের কাছে কান্দিয়া২ * সকলে চলিয়া গেলে এখান হইতে। কহিব মনের কথা তোমার সাক্ষাতে * একথা শুনিয়া তবে চলিল তখন। বাপ ভাই মামা মামী আর বন্ধুগণ * গেলেন চলিয়া সবে বিরস বদনে। রাজা গিয়া বসিলেন রাজ সিংহাসনে * হেনকালে লিলাবতী চাম্পাকে কহিল। বল বাছা যাদুধন মোর কাছে বল * চাম্পা বলে শুন মাগো ধরি তোর পায়। সে কথা কহিতে মোর বুক ফেটে যায়* কৈলে জানি কিবা আর কহ তুমি মোরে॥ অতএব মনে মোর ভয় অতি করে *শুন মাগো আগে যদি দিবি কর তুমি। তবেত মনের কথা সব কহি আমি * লীলা বলে যদি আমি কাহারে জানাই। তোর মাথা খাই আর শিবের দোহাই * গোস্বা যদি হই বাছা কথাতে তোমার।তবে আমি দুই চক্ষু খাই আপনার* নির্ভয়েতে বল মাগো কিছু ভয় নাই। কুলটা হইলে কিবা করে বাপ ভাই * চাম্পা বলে শুন মাগা কহ যদি এত। কহিব মনের কথা আছে মোর যত * দশমাস উদরেতে আমাকে যেমন। রাখিয়া ছিলেন মাগো করিয়া যতন *সেইমত কথা মোর উদরে রাখিবা॥ ভাল মন্দ কার কাছে কিছু না কহিবা *লীলা বলে কহ বাছা নাহি কিছু ভয়। আপনা ঘরের কথা কেবা কোথা কয় * চাম্পা বলে কি কহিব কৈতে লাজ করে। দেহ প্রাণে জ্বলে আর মুখে নাহি সরে *

* গীত তাল আড়া *

মরি মরি মরি আহা লাজে মরে যাই। দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে কব কার ঠাই * নয়নের তারা, হইয়াছে হারা, কি কহিব, কোথায় যাব, কোথা গিয়া পাই॥ পাইলে সে ধন করিয়া যতন, ধরি গলে, রব মিলে, ছেড়ে দিব নাই *
পয়ার * ধীরে২ কহে চাম্পা মায়ের কাছেতে। কি কহিব জননীগো

লাজ করে কৈতে*সেই দিন রাত্রে আমি আপন মন্দিরে।একেলা আছিনু শুয়ে পালঙ্ক উপরে * নিশাকালে চোর মোর ঘরেতে আসিল। দুয়ারি প্রহরী যত কেহ না হেরিল*না ধরিল চোর তারা কিসের লাগিয়া ।কাটিব সবের মুণ্ড বাপকে কহিয়া * এমন দুর্জ্জয় চোর কোথায় আছিল। বুকে সিন্ধ দিয়া প্রাণ চুরি করে নিল *বুক খালি করে মোর গেছে প্রাণ চোরা জিয়ন্তে মরেছি আমি হয়ে প্রাণহারা *আহা২ জননীগো কব কার কাছে৷ যেমতে পাগল চোর আমাকে করেছে * মনের কপাট খুলি বলা নাহি যায় কি দেখিনু কি হইল হায় হায় হায় * মনে মোর সদা তার জলে মুখখান। সে মুখে কহিয়া কথা হরিয়াছে প্রাণ *দুটি চক্ষু তার যেন রত্ন যেন জলে। সে চক্ষে আমার চক্ষু নিয়া গেছে চলে * লক্ষ কোটি রবি যিনি বুক তার ছিল। সে বুকে আমার বুক খালি করে গেল * এইরূপে সর্ব্বধন চোরে মোর নিয়া ।শোকের সাগরে ফেলি গেছেন চলিয়া*কি দোষ করিনু আমি বিধি হৈল বাদি।কাড়িয়া নিলেন মোর হাতে দিয়া নিধি* তাহার উদ্দেশে আমি কোন দেশে যাই।কে দিবে বলিয়া মোরে সে চোরের ঠাঁই*আসিয়া বিদেশী চোর করে গেল চুরি। তাহার উদ্দেশ আমি কোথা গিয়া করি *

* গীত তাল আড়া *

আহারে বিদেশী বন্ধু রহিলে কোথায়। ভাসাইয়া দুঃখানলে অবলা বালায় * বিদেশীরে দিয়ে প্রাণ, গেছে মোর কুলমান তবু না পাইনু মন, ছাড়িল আমায়। বিদেশী এমন বৈরী, জানিলে কি প্রেম করি, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া করি কি উপায় * যদি মোর প্রাণ পাই, মুখে তার দিব ছাই, না দেখিব চক্ষে আর পুরুষের কায়। পুরুষ নিঠুর অতি, না জানে প্রেমের রীতি, জানিলে কি প্রাণ চুরি করিয়া পালায় *

পয়ার * কান্দিয়া কহেন চাম্পা মায়ের নিকটে। কি কহিব জননীগো কৈতে বুক ফাটে * যেরূপ দেখেছি চক্ষে না পারি ভুলিতে। উরুং করে প্রাণ উড়িয়া যাইতে * কি কহিব জননীগো যে করে২। কহিতে চোরের কথা এ প্রাণ বিদরে * সংসারেতে নাহি আর পুরুষ এমন। লক্ষ কোটি শশী যিনি তাহার বদন*তার রূপ অপরূপ ত্রিভুবনে নাই।হুর পরী মানিবেক তাহারে গোসাই * গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব ছার তার কাছে। অপরূপ রূপ সেই বিধাতা গড়েছে * এক পল তারে নাহি পারি পাশ-রিতে। মন মধ্যে জাগে রূপ গাঁথা কলেজাতে * কি কহিব জননীগো মরি আমি লাজে। যে দাগ দিয়াছে চোর অন্তরের মাঝে *

* গীত তাল আদ্ধা *

সহেনা২ মোর প্রাণে আর সহেনা। কোথা রৈল প্রাণনাথ দেখা আসি দিল না * আহা মরি তাহা বিনে, যে অন্তরে যে করে প্রাণে, কোন মতে শান্ত প্রাণ করিতে পারিনা॥ যায় যায় সদা করে, একেবারে কায়া ছেড়ে, পাপিয়া পরাণ কেনে চলিয়া যায় না,* পড়ার * কান্দিয়া২ চাম্পা কহে ধীরে২। কি কহিব জননীগো মুখে নাহি সরে * পরাণ ফেলিছে হায় সে কথা কহিতে। শুন২ শুন মাগো শুন এক চিতে * পালঙ্গ উপরে আমি ছিলাম নিদ্রায়। কেমনে আসিল নাহি দেখিনু তাহায় * তাহার পালঙ্ক মোর পালঙ্কের সাথে। মিলাইয়া মন চোর ছিলেন নিদ্রাতে * হঠাৎ চোরের হাত বুকে লাগে মোর। চমকিয়া উঠিলাম ধরি তার কর * দাসী যেন জ্ঞান আমি করিয়া মনেতে। কাটি-বারে দাঁড়াইনু খাঁড়া লয়ে হাতে * হেন সমে দেখি দুটি নয়ন মেলিয়া। যেমন শরৎ শশী পড়িছে খসিয়া* কোটি শশী যিযিয়াগো সে বিধু বদন। দেখিয়া ঢলিয়া পড়ি হইয়া অচেতন * কতক্ষণ পরে আমি চেতন হইয়া। জাগাইনু সেই চোরে চরণে ধরিয়া * দেখাইনু কত ভয় নিদারুণ চোরে, কান্দিতে লাগিল তবে অতি ধীরে২ * তাহার কান্দনে মোর ফেটে যায় বুক। সাড়ির অঞ্চল দিয়া মুছে দিনু মুখ * জিজ্ঞাসা করিনু পরে সেই মন চোরে। কেমনে আসিলে বল আমার মন্দিরে * কি নাম তোমার বটে হও কোন জাতি।জনকের নাম কিবা কোথায় বসতি * এত শুনি হাতে মুছি কমল নয়ন। মৃদু স্বরে মোর কাছে কহিল তখন *বৈরাট নগরে ঘর গাজি নাম মোর।আমার পিতার নাম শাহা সেকান্দর*অজুপা জননী হয় জাতে মুসলমান। সোনাপুরে থাকি আমি ছেড়ে জন্মস্থান * কালু নামে ভাই এক সাথে লয়ে মোর। শুয়েছিনু মসজিদেতে পালঙ্গ উপর * কেমনে আসিনু এথা না পারি কহিতে। এ দেশের নাম নাহি শুনেছি কানেতে * কেবা মোরে এইখানে আনিল কেমনে॥ আনিয়াছে যমদুতে বুঝি অনুমানে * এখন হরিবে প্রাণ রক্ষা নাহি আর।এ বলিয়া কান্দে নাথ করি হাহাকার* তাহার কান্দনে মোর চক্ষে ঝরে জল। অমনি পড়িনু পদে হইয়া চঞ্চল* চরণে পড়িয়া তার লাগিনু কান্দিতে।মমতা করিয়া অতি লইল কোলেতে পরে মোরা দুইজন শান্ত করে মন। ধর্ম্মকে করিয়া সাক্ষী করিলাম পন * সেই মোর প্রাণপতি আমি তার নারী।জীবন থাকিতে নাহি হয় ছাড়াছাড়ি এইমত শক্তাশক্তি কথা সে কহিয়া। অঙ্গুরী পালঙ্গ নিল বদল করিয়া * এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী। রয়েছে পালঙ্গ তার এই দেখ পড়ি

আহা২ মরি২ কি করি উপায়। কি দোষে গেলেন নাথ ত্যাজিয়া আমায়*

* গীত তাল ঠেকা *

আহা মোর প্রাণনাথ গেলে কোথাকারে। অকুল সাগরে ফেলি অবলা দাসীরে * আগে যদি জানি আমি, পলাইয়া যাবে তুমি, তবে কি ছাড়িরে আমি ও প্রাণ তোমারে। কাল নিদ্রা পরিহরি, রাখিতাম গলে ধরি, দেখিতাম কেমন করি, যাও মোরে ছাড়ি *

পয়ার * কান্দিয়া২ চাম্পা বলে পুনরায়। পেয়ে নিধি হারায়েছি হায় হায় হায় * তাহার উদ্দেশ্যে আমি কোথায় যাইব। না পাইলে আপনার গলে ফাসী দিব * আহা মোর প্রাণনাথ কঠিন হইয়া। অবলা দাসীরে গেলে সাগরে ফেলিয়া * বিরহ সাগর কেন কুল নাহি যার। পার কর প্রাণ নাথ না জানি সাতার*কোথারে প্রাণের সাকী প্রাণের দোসর। অভাগিনী চাম্পা ডাকে হইয়া কাতর * একবার দেখা দিয়া শান্ত কর মন। নহেত তোমার শোকে ত্যজিব জীবন * পর যদি দিত বিধি ডানায় আমার। উড়িয়া উদ্দেশ আমি করিতাম তোমার *

* গীত ঠাস কাওয়ালী *

নাথের উদ্দেশে আমি যাই যাই যাইগো। পরাণ রাখিতে আর পারি নাই নাইগো * যোগিনী সাজিয়া তাহাকে খুঁজিয়া, আনিব বান্ধিয়া, যদি দেখা পাই পাই পাইগো। দেখা না পাইলে, ফাসি দিয়া গলে, নৈলে ডুবে জলে, প্রাণ দিব কৈ কৈ কৈগো *

পয়ার * চম্পা বলে আহা নাথ কোথায় যাইব। না পাইলে তব দেখা প্রাণ হারাইব * এক তিল নহে আমি পাশরিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে হায় কবে জানি মরি * চক্ষু প্রাণ তুমি মোর গেছরে লইয়া। খালি তনু রহিয়াছে জীতে মরা হৈয়া * তোমার বিচ্ছেদানলে আর না বাঁচিব। এই হুতাশনে আমি পুড়িয়া মরিব * তোমার পালঙ্ক আর অঙ্গুরী তোমার। দেখিতেই জ্বলে প্রাণ অগ্নির আকার * মরনের রোগ এই পালঙ্ক অঙ্গুরী দেখিতে২ জানি কোন সময় মরি * দাউ২ করে অগ্নি জ্বলে সর্ব্বক্ষণ। এক তিল জ্বালা সেই না হয় বারণ *

* গীত তাল আদ্ধা *

অনঙ্গ অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায়। হইলাম কালবর্ণ, জ্বালায়২ * প্রেম জালে কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর, শক্তি না হয় অঙ্গে আর চিন্তায়২। উথলিছে শোক সিন্ধু, এমনা প্রাণের বন্ধু, করিবেন শান্ত কেবা যাইব কোথায় *

পয়ার * কান্দিয়া কান্দিয়া চাম্পা পুনরায় বলে। কি করি২ প্রাণ অহরহ জলে * একি কাঁটা বুকে আমি ফুটলাম হায়। সর্ব্ব অঙ্গ জর জর তাহার ব্যথায়* আহা আহা নিদারুণ নাথ হে আমার। এত বাদ ছিল যদি মনেতে তোমার * প্রতিজ্ঞা করিলে কেন না ছাড়িব বলি। কিবা দোষে পলাইলে দুঃখিনীকে ফেলি * কোথারে প্রাণের গাজি যক্ষের রতন। তোমা বিনে যায় দেখ কায়া ছাড়ি মন *

* গীত তাল আদ্ধা *

এলোনা২ বন্ধু আমার বন্ধু এলোনা। ফুলের মধু ফুলে রৈল বন্ধু আসি খাইল না * কমল কলি ভেসে যায়, তায় মধু কেবা খায়, মরি২ একি জ্বালা প্রাণে আর সহেনা। আবদুর রহিম বলে গাঁথিয়া তোমার গলে, দিব তারে কেন তুমি করগো ভাবনা *

পয়ার * এইরূপে খেদ চাম্পা অনেক করিয়া। আহা২ বলি ভুমে পড়িল ঢলিয়া * হেনকালে লিলাবতী কান্দিতে২। চাম্পাকে তুলিয়া রাণী লইল কোলেতে * মায়ে ঝিয়ে কান্দে তারা গলাগলি করি। নয়নের জলে ভিজে দুজনার শাড়ি * তৎপরে লিলাবতী মুছিয়া নয়ন। চাম্পাকে লইয়া সতী উঠিল তখন * গোলাবের জল আনি মুখ ধোওাইল। কেশ ঝাড়ি বেশ করি লোটন বান্ধিল * কহিতে লাগিল পরে রাণী লিলাবতি। শুন মাগো শান্ত হও স্থির কর মতি * মাতা পিতা জন্মদাতা আর কিছু নয়। বিধাতা কর্ম্মের কর্ত্তা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় * বিধি যদি লিখে থাকে কপালে তোমার। তাহা কে খণ্ডিতে পারে শক্তি আছে কার * তোমার তাহার যদি থাকেগো লিখন। অবশ্যই দুইজনে হইবে মিলন * শিব আরাধনের ধন তুমিগো আমার। সাত পুত্র মধ্যে জানি প্রদীপ সবার * এই সব কথা মাগো রাখ মনে২। জাতি নষ্ট হবে যদি আর কেহ শুনে * সাবধান কার কাছে কিছু না কহবে। আরাধনে থাক তারে ঘরে বসি পাবে * শুনিয়া মায়ের বাণী ধনি চাম্পাবতী। বিরলে বসিয়া ধ্যান করে প্রাণপতি * ভাবিতেঃ চাম্পা হইল এমন। যেদিকে যখন চায় মেলিয়া নয়ন * দেখেন গাজীর রূপ করে ঝিকিমিকি। নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে চন্দ্রমুখি * আকাশ পাতাল আর চতুর্দ্দিকেতে। গাজী বিনে কিছু আর না দেখে চোক্ষেতে ভাবিতে২ এই রূপ মনোহর। পার হইয়া গেল চাম্পা রূপের সাগর * আপনার কায়া ছায়া সব পাশরিয়া। একেবারে চাম্পাবতী গেল গাজী হৈয়া গাজী হৈয়া বিধুমুখী ভাবে আপনায়। কেবা ছিল চাম্পাবতী খুজিয়া না

গাজি কালু ৩১৪৪- ৪১৫৮৭ * ৫ *

পায় * ডুব দিয়া চম্পাবতী প্রেম সাগরেতে। উঠাইয়া প্রেমনিধি লইলেন হাতে* ধন্যঃ২ চাম্পাবতী ... বান্ধিয়া অঞ্চলে ত্রিভুবনে মূল্য নাহি ... হইবে তোমার *
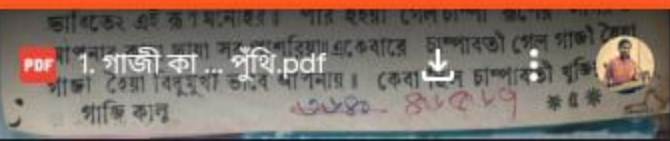
পায় * ডুব দিয়া চাম্পাবতী প্রেম সাগরেতে। উঠাইয়া প্রেমনিধি লইলেন হাতে* ধন্য২ চাম্পাবতী যে রত্ন পাইলে। পরম যতনে রাখ বান্ধিয়া অঞ্চলে ত্রিভুবনে মূল্য নাহি হইবে ইহার। এখানে সেখানে জয় হইবে তোমার * থাক থাক চাম্পাবতী আর ভয় নাই। গাজিকে সংবাদ দিতে আমি চলে যাই চলরে কদম চল বিলম্ব না সাজে। ত্বরায় যাইতে হবে সোনাপুর মাঝে * শুনহ পাঠকগণ শুন এক চিতে। গাজিকে রাখিয়া পরী কালুর কাছেতে* আপনার দেশে তারা গেলেন চলিয়া। মছজিদে দুই ভাই রহিল শুইয়া * কেহ নাহি জাগে দোন আছয় নিদ্রাতে। রজনী প্রভাত হৈল এমন সময়েতে পাখী সব ডালে বসি ডাকে ঘন ডাক। ঘরে২ মোরগেতে দিল আর বাঁক নামাজ পড়িতে কালু তখন উঠিয়া। গাজিকে দিলেন ডাক তাহাকে সাজিয়া * উঠরে প্রাণের ভাই কত নিদ্রা যাও। নামাজের ওক্ত যায় চক্ষু মেলি চাও * শুনিয়া কালুর ডাক জাগিয়া তখন। চারিদিকে চেয়ে দেখে মেলিয়া নয়ন * কোথা সে মন্দির কোথা রাজার কুমারি। কেবল দেখেন চক্ষে পালঙ্ক অঙ্গুরি * হঠাৎ মস্তকে যেন পড়ে বজ্রাঘাত। চাম্পা২ বলি বুকে হানে দুই হাত* অস্থির হইয়া পীর পড়িল ভুমেতে। ভেসে যায় সর্ব্ব অঙ্গ চক্ষের জলেতে * আহা২ করি ছাড়ে একেক নিশ্বাস। নিধা স বাহির হয় যেমন হুতাশ * বিরচিল দীন হীন আংকুর রহিমে। ময়মনসিংহ জিলা বাস গলাচপা গ্রামে *

লঘু ত্রিপদী * রজনী প্রভাতে, জাগিয়া নিদ্রাতে, চেয়ে দেখে চক্ষু মেলি। ডাকে কালুভাই, চাম্পাবতী নাই, অমনি পড়িল ঢলি * পড়িয়া ধরাতে, লাগিল লুটিতে, জ্ঞান শক্তি নাহি রয়। কতক্ষণ পরে, হাত দিয়া শিরে, কান্দিয়া২ কয়* আহা চাম্পাবতী, মম প্রাণ সাথী, নাহি জানি তুমি কোথা। তোমার মন্দিরে, কে নিল আমারে, কেবা পুনঃ আনে এথা* কিছু জানি নাই, দুটি চক্ষু খাই, যদিস্যাৎ জানি আমি তোমাকে ছাড়িয়া আসিনু চলিয়া, কিবা জানি কহ তুমি * তোমার কারণ, তেজিব জীবন, যদি নাহি দেখা পাই। আহা মরি২, কি করি কি করি, প্রাণ কেমনে জুড়াই* তোমার লাগিয়া, পাগল হইয়া, ব্রাহ্মণ নগরে যাব। দেখা না পাইলে, রসি দিয়া গলে, আপনার প্রাণ দিব* শুন প্রাণেশ্বরী, পাশরিতে নারি, অন্তরে বুক ফাটে। কেমনে পাশরী, পালঙ্ক অঙ্গুরী, দেখে অগ্নি জ্বলে উঠে * হায়২ হায়, কি করি উপায়, যায় পরান যায় চলে। দেখা দিয়া মোরে, যাহ শান্ত করে, নিশ্চয় মরিব নৈলে* এতেক বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, ঢলে পড়েন ভুমিতে। দেখে কালু সাহা, করি আহা আহা, তুলিয়া লয় কোলেতে *

ভুমিতে। দেখে কালু সাহা, করি আহা আহা, তুলিয়া লয় কোলেতে *

কোলেতে লইয়া, ফিরে কি বলিয়া, কালুসা দেওান পুছে। কেন কান্দ ভাই, কহ মোর ঠাই, কি দুঃখ মনে উঠেছে * না দেয় উত্তর, আর যে বিস্তর, উর্দ্ধে কান্দিতে লাগিল। চরণে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, কতমতে জিজ্ঞাসিল নাহি বলে কথা, নাহি তুলে মাথা, কান্দে বসি হেট হেরে। প্রতিবাসীগণ, আসিয়া তখন, জিজ্ঞাসিল পায় পড়ে * কিছু নাহি বলে, দেখিয়া সকলে, করে বসি হায়২॥ মিল বৈদ্যগণ, ঔষধ তখন, কিন্তু তাহা নাহি খায় * গ্রামবাসী যত, আসিল ত্বরেত, মেয়ে ছেলে সাথে করি। গাজিকে দেখিয়া কান্দিয়া২, যায় সবে গড়াগড়ি * তিনদিন পরে, ডাকিয়া কালুরে, কহে গাজি ধীরে ২॥ এখানে থাকিতে, নাহি লয় চিতে, যাই চল দেশান্তরে *

(ধুয়া) সোনাপুর শুন্য করি যায় গাজি যায়॥
কান্দেন নগরবাসী কান্দে উভরায় *

পয়ার * গাজিকে দেখিয়া যত নগরের লোক। কেহনা বান্ধিতে পারে আপনার বুক * তিনদিন নগরেতে নাহি চড়ে হাঁড়ি॥ হায়২ করি সবে কান্দে বাড়ী২ * ধরিয়া গাজির পদ কালু সাহা পীর। জিজ্ঞাসা করেন অতি হইয়া অস্থির * বলহ মনের কথা কেন কান্দ ভাই। নাহি বলি বল তবে যে দার দোহাই * খোদার দোহাই যবে কালু সাহা দিল। কান্দিতে২ গাজি উঠিয়া বসিল * তিনদিন বাদে সাহা নয়ন মেলিয়া। কহেন কালুর কাছে কান্দিয়া২ * শুন২ ভাই কালু প্রাণের দোসর। এখানে থাকিতে আর ইচ্ছা নাহি মোর * এদেশ ছাড়িয়া আমি অন্য দেশে গিয়া। কহিব মনের কথা সকলি ভাঙ্গিয়া * একথা শুনিয়া যত গ্রামবাসিগণ। কান্দিয়া২ তারা কহেন তখন * হায়২ সাহা গাজি কি কথা বলিলে। না হেরিলে তব মুখ মরিব সকলে * কেমনে রহিব মোরা তোমারে পাশরি॥ অন্ধকার হইয়া যাবে দেশ সোনাপুরি * গাজিকে বেড়িয়া সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। যত লোকে মাঠে ঘাটে আর ঘরে২ * কেহ নাহি পারে মন বান্ধিয়া রাখিতে। আসিল গাজির কাছে কান্দিতে২ * নারী সব কেন্দে বলে আউলায়ে কেশ ছাড়িবে সাহেব গাজি সোনাপুর দেশ * কেমনে বাঁচিব মোরা গাজি হারা হৈয়া॥ এ বলিয়া কান্দে সব ধুলায় লুটিয়া * কোলের বালক কান্দে দুধ নাহি খায়। বালকের দর্দ্দ ছাড়ি কান্দে তার মায় * ঘরে বসি বধুগণ কান্দে ধীরে২। হাহাকার শব্দ এই হৈল সোনাপুরে * দেখিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন। তোমাদের নাহি আমি ছাড়িব কখন * রহিব চক্ষের কাছে শুন কহি সবে। যেই সময়ে ধ্যান কর তখনি দেখিবে * এ বলিয়া সাহা

পায় স্বর ডাহিন কানেতে। এস বলি ডাক আর শুনে সমুখেতে * বাহির হইয়া পুনঃ গিয়া কতদুর। সমুখে দেখিল হাতি মাহুত উপর * আর যে ফুলের ডালি মালিনী লইয়া॥ গাজির সমুখ দিয়া যাবেন চলিয়া * দধি দুগ্ধ লবে বলি ডাকে গোয়ালিনী॥ ভরা কুম্ভ কাখে আছে সধবা রমণী* এক বর্ণ গাভী বলে বৎস দেখে আর॥ জানিলে কি কার্য্য সিদ্ধি হবে আপনার* শুভ যাত্রা দেখে গাজি আপন চক্ষেতে॥ চলিলেন পথে অতি হরষিত চিতে * চলিয়া সমস্ত দিন ভানু অস্তকালে॥ রহিলেন দুইজন এক বৃক্ষ তলে * করেন খোদার স্তব কালু এক মনে॥ চাম্পা বলে কান্দে গাজি সজল নয়নে *

* গীত তাল আদ্ধা *

কোথায় রহিলে প্রিয়া দেখা দেহ দানে। কায়া ছাড়ি প্রাণ দেখ যায় তোমা বিনে * আগে যেন জানি নহে, ভিন্ন হব মোরা দোহে, জানিলে ত্যজিয়া নিদ্রা রৈতাম চেতনে। আহা চক্ষু তোরে বলি, কেন তুই নিদ্রা গেলি, তোর দোষে হারাইনু সে প্রাণ রতনে *

পয়ার * এ বলিয়া কান্দে গাজি হাত দিয়া গালে॥ বদন ভাসিয়া যায় নয়নের জলে * হেন কালে কালু সাহা জিজ্ঞাসা করিল। কি কারণে কান্দিতেছ মোর কাছে বল * গাজি বলে ভাই কালু প্রাণের দোসর॥ সে কথা কহিতে নাহি মুখে স্বরে মোর * যে দুঃখ আমার মনে তুমি কি জানিবে। কহি যদি তবে আর গালি মোরে দিবে * কালু বলে কহ ভাই নাহি দিব গালি। দুটি চক্ষু খাই যদি কিছু আমি বলি * নিশ্বাস ছাড়িয়া গাজি কান্দিতেং। ধরিয়া কালুর হাত লাগিল কহিতে* সে রাত্রি আছিনু শুয়ে পালঙ্গ উপরে॥ কেমনে গেলাম আমি ব্রাহ্মণ নগরে * দেখিলাম কন্যা এক পরমা সুন্দরী॥ চাম্পাবতী নাম হয় রাজার কুমারী* সেই আর আমি এই করিলাম পণ॥ কেহনা ছাড়িব কারে থাকিতে জীবন অঙ্গুরী পালঙ্গ আর বদল করিয়া॥ কন্যার পালঙ্গে আমি ছিলাম শুইয়া* কেবা পুনঃ মছজিদে আমাকে আনিল॥ প্রাণের দোসর চাম্পা কোথায় রহিল * এক পল নাহি আমি পাশরিতে পারি॥ এই দেখ হাতে মোর তাহার অঙ্গুরী * হায়২ তার দেখা পাইব কোথায়॥ এ বলিয়া সাহা গাজি কান্দে উভরায় * কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির॥ হিন্দু আর মুসলমান সবে মানে পীর * কেমনে এমন কথা জবানেতে বল। রাজত্ব করিতে তবে কিবা দোষ ছিল * মিছামিছি নাম কেন ফকির ধরিলে। কাম ক্রোধ লোভ মায়া যদি না ত্যাগিলে * গাজি বলে কি করিব অদৃষ্টে লিখন॥

কান্দে উতরায় * কালু বলে হও তুমি আল্লার ফকির। হিন্দু আর মুসল-
তবে কিবা দোষ ছিল * মিছামিছি নাম কেন কাফের ধরিলে। কাম ক্রোধ
লোভ মায়া যদি না ত্যাগিলে * গাজি বলে কি করিব অদৃষ্টে। লিখন।

কার শক্তি আছে তাহা করিতে খণ্ডন* কালু বলে এই সব মনের দুর্বাই। কপালে এমন লেখা কভু লেখে নাই * সংসারেতে কত শত হৈল পীর গুলি। বিধির কলমে বুঝি নাহি ছিল কালি* তাদের কপালে দিত লিখিয়া এমন। কান্দিয়া পাগল হৈত নারীর কারণ * গাজি বলে দেখ গিয়া কোরানেতে লেখা। কহিছে খোদাতালা ইউছুফ জেলেখা*আদমের বৃত্তান্ত না শুনয়াছি আর। ইব্রাহিম যার পুত্র কুতুব আল্লার * প্রবোধ বচন মোরে নাহি বল ভাই। আমাতে জানিবে আর আমি কভু নাই* কালু বলে সেই হিন্দু তুমিত যবন। কেমনে তাহার সনে হইবে মিলন * গাজি বলে পারে সব খোদায় করিতে। কত বড় কাজ এই খোদার কাছেতে * কালু বলে নারী দিয়া কিবা লভ্য হবে।মায়ার জঞ্জাল আর গলেতে পড়িবে গাজি বলে জ্ঞান চক্ষু মোর কাছে নাই। কাড়িয়া রেখেছে চাম্পা কেমনেতে পাই * কালু বলে পাবে মন চিন্তা দেহ ছাড়ি। গাজি বলে শান্ত আমি হইতে না পারি * কালু বলে নারী ধ্যানে খোদাকে হারাবে। গাজি বলে এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে * কালু বলে নাহি আছে খোদার আকার। গাজি বলে যত মরজি সকলি তাহার * চাম্পাকে পাইবে কবে কালু সাহা বলে। গাজি বলে দুই মন এক হইয়া গেলে * কালু বলে কি করিয়া পাইলে তাহারে। গাজি বলে মিশে যাব সেরূপ সাগরে * কালু বলে চাম্পাবতী কোথায় এখন। গাজি বলে চেয়ে দেখ মেলিয়া নয়ন* কালু বলে এই ভাব কতদিন রবে। গাজি বলে ছাড়াছাড়ি আর নাহি হবে * কালু বলে এই প্রেমে প্রাণ যদি যায়। গাজি বলে স্বর্গে গিয়া পাইব তাহায় * কালু বলে সংসারেতে হয় যদি বিয়া। গাজি বলে গেল তবে কোঁথা সিদ্ধি হৈয়া * কালু বলে কিবা কহ না পারি বুঝিতে। গাজি বলে সোজা পথ নাহি ইহা হৈতে * কালু বলে বিয়া কর ভাবিয়া কাহারে। গাজি বলে গাথা যেই আমার অন্তরে * কালু বলে তুমি খালি চাম্পা২ বল। সে নাহি তোমার লাগি পাগল হইল*গাজি বলে সেত কভু অন্ন নাহি খায়। দিবা-নিশি মোর লাগি করে হায়২*কালু বলে ক্ষমা দেহ এই সব কথা। জপহ আল্লার নাম দূর হবে ব্যথা * শুনিয়া সাহেব গাজি কেন্দে২ বলে। আর যদি বল পুনঃ আসি দিব গলে * কেটে যদি কেহ মোরে খণ্ড২ করে। তবু নাহি আমি কভু ছাড়িব তাহারে * যেইরূপ দেখিয়াছি চক্ষে আপনার। কি কহিব ভাই কালু কাছেতে তোমার * কোটি২ রবি আর কোটি শশী, যিনি। দেখিতে সুন্দর অতি তাহার মুখখানি * মধু সুধা যিনি মিষ্ট বচন মুখের। তাহার কাছেতে তুচ্ছ বোল কুকিলের * খনবন দুটি চক্ষু যেই

সখে চায়। বুক কেটে প্রাণ তার সাথে চলে যায় * অমরের বর্ণ যিনি লম্বা

পথে চায়। বুক কেটে প্রাণ তার সাথে চলে যায় * ভ্রমরের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ শিরে। টলিবে মুনির মন কেশ যদি হেরে * কিবা হস্ত কিবা পদ আহা মরি২। তাহার সাদৃশ্য নাহি ত্রিজগত জুড়ি * তার মধ্যে পরিয়াছে রত্ন অলঙ্কার। সে রূপের কাছে রত্ন লোহার আকার * মনি মুক্তা পড়ে থাকে তার পদ তলে। কোটি রবি যিনি রূপ অঙ্গে সদা জ্বলে * হেন রূপ দেখে মন কে পারে বান্ধিতে। এ বলিয়া কান্দে গাজি পড়িয়া ধরাতে * কাল্ বলে শুন ভাই শান্ত কর মন। কন্যা উদ্দেশে কাল করিব গমন * কোন দিকে থাকে কন্যা পারিবে বলিতে। উত্তর দক্ষিণ কিবা পশ্চিম দিকেতে * গাজি বলে না'হ জানি কহিব কেমনে। সে দেশ দক্ষিণ দিকে বুঝি অনুমানে * কহেন দেওান কাল্ যাব কালি চলে। এ বলিয়া রহিলেন বসি বৃক্ষতলে * প্রভাতে উঠিয়া কাল্ নামাজ পড়িয়া। চলিল দক্ষিণ দিকে গাজিকে লইয়া * নানা দেশ নদী নালা এড়াইয়া যায়। হইল বৎসর তিন সে স্থান না পায় * তৎপরে তিনমাস চলিলেন আর। বড় বড় নদী কত হৈয়া গেল পার * ব্রাহ্মণা নগর তবে দেখিল চক্ষেতে। চারিদিকে নদী জল দুগ্ধ বর্ণ তাতে * সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারিখান। রাজ বাড়ী দেখা যায় অট্টালিকা সমান * দালান মন্দির মঠ সকলি সোনার। ঝলমল করে সদা দেখিতে বাহার * সোনার পতাকা সব পুরি মধ্যে উড়ে। পাখীগণ ডাকে আর ভ্রমর গুঞ্জরে * উত্তরের বান্ধা ঘাট তাহার সে কূলে। কদম্বের গাছ এক জলে আর স্থলে * হয় সে গ্রামের নাম কান্তপুর বলি। সেইখানে দুই ভাই আসিলেন চলি * দেখেন কদম্ব গাছ অতি সু-সুন্দর। ফুল পত্র পড়ে তার সলিল উপর * বসিলেন দুই ভাই কদম্বের তলে। নগরের রামা-গণ আসে হেনকালে * সোনার কলসী কাখে হাতে আর ঝারি। ঝলমল করে রূপ যিনি বিদ্যাধরি * পরিয়াছে সকলেতে রত্ন অলঙ্কার। মনিমুক্তা জ্বলে যেন সূর্য্যের আকার * কাল্ বলে মরি মরি যেইমত নারি। সে পারেতে দেখা যায় সেইমত পুরি * রাজপুরি দেখে কাল্ হৈল চমৎকার। বলে নাহি হেন পুরি দেখিয়াছি আর * এরেমের বাগ যিনি সুন্দর দেখিতে মনুষ্য এমন পুরি গড়িল কি মতে * পাগল হইল ভাল অনুজ আমার। কেমনে যাইব এই পুরির মাঝার * হেন শক্তি আছে কার পুরি মধ্যে যায়। শুনিয়াছি বড় বীর দক্ষিণা যে রায় * প্রাণভয়ে পুজে তারে ব্রাহ্মণ সকলে। জীবিত না ছাড়ে সেই যবন পাইলে * কাল্ বলে গাজি তুমি বুদ্ধির সাগর তোমাকে বুঝাই ভাই যোগ্যতা কি মোর * রাজভোগে আছে চাম্পা চিন্তা নাহি তার। তোমাকে স্মরণ নাহি করে একবার * মিছামিছি কেন তুমি

কর-তার আশা॥ কোন গৃহে থাকে চাম্পা নাহি জান দিশা * মোসলমান নাহি পারে সে পারে যাইতে। বল দেখি তুমি তারে পাইবে কি মতে * ছাড়িয়া চাম্পার আশা যাই চল ভাই॥ এখানে থাকিয়া আর কিছু কাজ নাই * গাজি বলে ভাই কালু কিবা বল মোরে। ভয় কিছু নাহি আছে আমার অন্তরে * রাজপুরি কিবা যদি অগ্নি কুণ্ড হয়॥ তাহাতে পড়িতে মোর নাহি কিছু ভয়*শুন ভাই কালু তুমি মোর কথা শুন॥ আজি কালি এইখানে থাকি দুইজন * যদিও কপালে মোর থেকে থাকে লেখা॥ অবশ্য কন্যার সাথে ঘাটে হবে দেখা * নৈলে মোরা দুই দিন এখানে থাকিয়া॥ ছাড়িয়া চাম্পার আশা যাইব চলিয়া * কালু বলে ভাই তুমি যথার্থ বলিলে রাজার নন্দিনী যদি আসে ঘাটকুলে*তবেত জানিব সত্য কলম খোদার॥ বিবাহ চেষ্টায় আমি চলিব তোমার * যদি হেথা নাহি আসে রাজার কুমারী॥ তবেত ছাড়িবা আশা কহ সত্য করি॥ গাজি বলে সত্য বটে কি আর কহিব॥ কখন চাম্পার নাম মুখে নাহি লিব *কালু বলে গাঁড়িলাম জঙ্গল হইতে॥ ভাবিয়া কান্নার সৃষ্টী দেখির চক্ষেতে * এমত করিয়া ঘাট সমুখ করিয়া॥ আল্লা ভাবি দুইজনে রহিল বসিয়া * অবশ্য খোদার লেখা কে পারে বুঝিতে॥ চাম্পাবতী স্বপ্ন দেখে সে দিনের রাতে * এ বলিয়া রাজবালা ছিলেন শুইয়া॥ আব্দুর রহিম বলে গীত বিরচিয়া *

* গীত তাল আড়া *

বিরহে২ মোর প্রাণ যাচেনা২॥ আহারে নাথ দেখা দিলেনা২ * পঞ্চ শরে জর২, করিয়াছে কলেবর, পাপিয়ার জ্বালা আর অঙ্গে সহেনা২* ত্রিপদী * কদম্ব গাছের তলে, দুই ভাই শোকাকুলে, চাম্পা আশে আছেন বসিয়া। সেথা নেতে চাম্পাবতী, কান্দে সদা দিবারাতি, গাজির জবানে বলিয়া * অন্ন নাহি রুচে মুখে, নিদ্রা নাহি আসে চক্ষে, কান্দে সদা পাগলের বেশে॥ গাজির বিচ্ছেদ জ্বালা, সৈতে নারে পারে বালা, প্রাণ জ্বলে বিরহ হুতাশে * সেই রাত্রে চাম্পাবতী, স্মরিয়া প্রাণের পতি, কান্দে সতী লোটায়ে ধরণী॥ কান্দে হৈয়া প্রাণ হারা, ভেবে সেই প্রাণ চোরা, চক্ষে নিদ্রা হইল অমনি * প্রভুর আদেশে হেথা, আসি এক ফেরেস্তা, দেখাইল এমন স্বপন॥ ফেরেস্ত ছেরানে বসি, চাম্পাকে কহেন হাসি, দুঃখ তব যাইবে এখন * শুন২ চাম্পাবতী, তোমার ভাবুর পতি, সে পারেতে দু-জনে আসিয়া॥ উত্তরের বান্ধা ঘাটে, বসিছে জলের তটে, যত্নে২ প্রতিজ্ঞা করিয়া * কালি যে তোমার সনে, দেখা হৈলে দুইজনে, তবে তারা আসিবে পুরিতে॥ না হৈলে চলিয়া যাবে, তব খোজ নাহি

লিবে, সাহা গাজি আপন মুখেতে * শুন চাম্পা তোরে বলি, চলিয়া যাইবে কালি, গাজি প্রতি থাকে যদি মন ॥ উত্তরের ঘাটে যাবে, সেই ঘাটে গিয়া পাবে, গাজি আর কালুর দর্শন * এমত স্বপন দেখি, চমকিয়া বিধুমুখি, তখনি সে উঠিল জাগিয়া ॥ জাগিয়া হরিষ মনে, ভাবে বসি কতক্ষণে, যাবে এই রাত্র পোহাইয়া * নিদ্রা নাহি যায় আর, ক্ষণেক পরেতে তার, হৈয়া গেল রজনী প্রভাত ॥ পাখীগণ বৃক্ষে ডাকে, আকা-শের পুর্ব্বদিকে, দেখা আসি দিল দিননাথ *

(ধুয়া) হাসিতে হাসিতে ঘাটের জলেতে
যায় যায় চাম্পা বন্ধুকে দেখিতে *

পয়ার * রজনী প্রভাত হৈল ভানুর উদয় ॥ হেনকালে চাম্পাবতী মাকে ডেকে কয় * শুনগো জননী শুন নিবেদন মোর ॥ নাথের চিন্তায় তনু হৈল জর২ * রহিতে না পারি আর আপনার ঘরে ॥ যাইব নদীতে আজি স্নান করিবারে * বহুদিন হৈল আমি নদীতে না যাই ॥ বল মাতা গিয়া সেথা পরাণ জুড়াই * লিলা বলে ওগো মাতা যাইবা ঘাটেতে মানা নাহি করি বাছা যাহগো নিশ্চিতে * তবে সতী চাম্পাবতী চলিল তখন ॥ পঞ্চদাসী সাথে চলে যদি নয়জন * সাত ভাই বধু চলে হাসিতে২ ॥ বালিকা সকল চলে নাচিতে২ * পাড়ার পড়শি আর যত নারীগণ ॥ সাজিয়া চাম্পার সাথে করিল গমন * কেহত লইছে হাতে সুবর্ণের ঝারি ॥ সুগন্ধি ফুলের তৈল তাতে ভরি২ * সোনার কলসী কাকে হেলাইয়া বুক ॥ চলিয়াছে রামাগণ করিয়া কৌতুক * গজের গমনে কেহ ধৈর্য্য রূপে যায় ॥ খঞ্জনের মত কেহ চরণ চালায় * কেহত চলিয়া যায় হেলিয়া ঢুলিয়া ॥ একেবারে পড়ে:যেন আতিশান হইয়া * দৌড় দিয়া চলে কেহ কেহ ধীরে২ ॥ ঘুমটা কাহার মাথে কেহ লাঙ্গা শিরে * লোটন বান্ধিছে কেহ কার কেশ খোলা ॥ গলেতে গাথিয়া কেহ দিচ্ছে পুষ্পমালা * চক্ষেতে কাজল কার কপালে সিন্দুর ॥ চরণে দিয়াছে কেহ সোনার নুপুর * রত্ন অলঙ্কার জলে অঙ্গেতে সবার ॥ পরিছে পাতলা শাড়ী মরি কি বাহার * চলিয়াছে সকলেতে মুখে দিয়া পান ॥ ঝলমল করে রূপ অগ্নির সমান * তার মধ্যে চাম্পাবতী সেরূপ কেমন ॥ তারাগণ মধ্যে চন্দ্র জলিছে যেমন * গাজির বিচ্ছেদ বালা ভাবিয়া২ ॥ একেবারে গেছে অঙ্গ মলিন হইয়া * অঙ্গেতে মইল ধুলা এমনি লাগিছে ॥ যেমন বাদিরে সূর্য্য ঢাকিয়া রাখিছে * তৈল কাটৈ বিনে কেশ হৈয়া গেল জটা ॥ তবুত তাহার রূপে যিনি শশী ছটা * সে রূপ হেরিলে কার প্রান নাহি রবে ॥ পশ্চাতে২ তার কেন্দে২ যাবে *

রূপেতে করিয়া আলো রাজার নন্দিনী। পতিকে দেখিতে যায় লইয়া সঙ্গিনী * আগে চলে চাম্পাবতী দাসীরা বাদেতে। ডাহিনেতে ডাহুগণ থামিয়া পশ্চাতে * ঘাটের কূলেতে রাম্বা দাঁড়াইল আসি। ঝলমল করে রূপ যেন কোটি শশী * সে পারে বসিয়া গাজি কদম্ব তলায়। হাতেতে ইশারা করি কালুকে দেখায় * হেরে দেখ ভাই কালু দেখ সে পারেতে। আইল রাজার কন্যা বুঝিনু ভাবেতে * শুনিয়া তখনি কালু উঠে লম্ফ দিয়া। উঠিয়া সেপার দিকে দেখে তাকাইয়া * দাঁড়ায়েছে ঘাট কূলে চাম্পা বিধুমুখি। দেখিয়া দেওান কালু করে সুর্য্য সাক্ষী * তৎপর কহে কালু গাজির কাছেতে। পরীক্ষা করিল ভাই থাকহ নিশ্চিতে * হেন-কালে রাজকন্যা সঙ্গীগণে বলে। থাক থাক দূরে থাক তোমরা সকলে *

* গীত তাল আদ্ধা *

শুনগো শুনগো তোরা ওগো ওগো সখি। থাক২ দূরে
থাক হৈয়া হেট মুখি * দেখিগো দেখিগো আমি
একবার দেখি। সে কূলে কদম্ব তলে মনচোরা নাকি *
(ধুয়া) সখিগো সখিগো সখি ওগো, ওগো সখি।
দেখিগো বন্ধুরে আমি দেখি দেখি দেখি *

পয়ার * এ বলিয়া রাজবালা ঘাটে দাঁড়াইয়া। সে পারে করিল দৃষ্টি নয়ন মেলিয়া * বসিছেন দুই ভাই কদম্বের তলে। সেই পারে চাহিতেই প্রাণ গেল চলে * কান্দিয়া২ বালা জ্ঞান শুন্য হৈয়া। অমনি মৃত্তিকা মধ্যে পড়িল ঢলিয়া * সঙ্গের সঙ্গিনীগণ আসিয়া তখন। চোখে মুখে জল দিয়া করিল চেতন * কোলেতে লইয়া পরে থামিয়া সকলে। অঞ্চলে মুছিয়া মুখ খেদ করি বলে * হাসিয়া২ কত করিয়া কৌতুক। কি কারণে কান্দ মাগো কেটে যায় বুক * চাম্পা বলে শুন মামি না কান্দিব আর। গঙ্গাকে করিব আমি গিয়া নমস্কার * তোমরা তফাতে থাক কাছে না আসিবে। কাছেতে আসিলে গঙ্গা দেখা নাহি দিবে * এতেক শুনিয়া সবে দূরেতে রহিল। চাম্পাবতী গিয়া পরে জলেতে নামিল * জলেতে নামিয়া সতী গলে বস্ত্র দিয়া। পতীকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হৈয়া * প্রণাম উত্তর গাজি দিল এইমতে। থাকরে প্রাণের প্রাণ থাক কুশলেতে * চাহিয়া গাজির দিকে চাম্পা বিধুমুখি। ধীরে২ কান্দে নীরে টলমল আখি * কান্দিয়া২ বলে শিরে হানি হাত। পাখা যদি দিত বিধি আমার ডানাত * উড়িয়া পড়িয়া গিয়া নাথের চরণে। কহিতাম যত দুঃখ আছে মোর মনে *

না নাম্বে জলেতে কন্যা উপরে না উঠে। গাজির দিকেতে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে * দুইটি চক্ষের জলে বুক ভেসে যায়॥ আর কোন দিকে নাহি বদন ফিরায় * এক মামি ডাক দিয়া বলে চাম্পাবতী। মার্জ্জন করিয়া বাছা চল শীঘ্রগতি * সে পারের দিকে তুমি কেনবা তাকাও॥ শীঘ্র২ স্নান কর মোর মাথা খাও * হাসি খুসি করি কত ঘাটেতে আসিলে॥ হঠাৎ এমন তুমি কেনবা হইলে * চাম্পা বলে পারি মামি কহিতে এখন॥ কার কাছে না কহিবা কর যদি পণ * শুনিয়া বলেন তবে যতেক ব্রাহ্মণী॥ কহ২ কহ শুনি রাজার নন্দিনী * কার কাছে কহি যদি শিবের দোহাই। আর মোরা আপনার শির চক্ষু খাই *মামি সবে চাম্পাবতী কহে এই কথা। কথা যদি নড়ে মামি মামা তোর পিতা * তৎপরে চাম্পাবতী কহেন কান্দিয়া॥ কহেন মনের কথা সকলি ভাঙ্গিয়া * যেরূপে গাজির সাথে হইল মিলন॥ কোন দেশে ঘর আর কাহার নন্দন * একে২ আদি অন্ত সকলি কহিয়া॥ দেখাইল সেই পারে হাত উঠাইয়া * এই দেখ বসিয়াছে মোর মনচোর॥ বসিয়াছে দেখ আর আমার ভাশুর * যাহার কারণে আমি দিবা নিশি ঝুরি। এই চোরে মন মোর করে নিছে চুরি* আহা২ মরি২ বুক ফেটে যায়॥ মনে লয় উড়ে গিয়া পড়ি তার পায়* শুনিয়া চম্পার বাণী যতেক ব্রাহ্মণী গাজিকে দেখিতে উঠে সবে কানাকানি * দাঁড়াইয়া দেখে সবে কলসের তলে। লক্ষ কোটি শশী যিনি ঝলমল জলে * দেখিয়া গাজির রূপ করে হায়২॥ মুচ্ছিত হইয়া কেহ পড়িল ধরায় * কেহ বলে কিবা রূপ আহা মরি২। যেমন সুন্দর গাজি তেমন সুন্দরী * এক তনু দুই ভাগে বিধাতা গড়েছে। চাম্পার কপাল ভাল যে বর পেয়েছে * কেহ বলে ধন্য২ তারা দুই ভাই। এমন পুরুষ আর সংসারেতে নাই * বধূগণ তারা যেন সকলি চঞ্চল। নন্দ জামাতা দেখি হইল পাগল * সকলে গাজির সাথে উপহাস করে। কেহ সে দেখায় হাত কেহ আখি ঠারে* জলেতে নামিয়া কেহ জল নিয়া হাতে। ছিটাইয়া দেয় জল গাজির দিকেতে * জিহ্বাতে কামড় দিল মামিগণ দেখিয়া। পিছু গিয়া দাঁড়াইল ঘোমটা টানিয়া * হেনকালে কালু সাহা গাজি কাছে কয়॥ এই নয় মাগি ভাই কিবা জান হয় * দিয়াছে পিছন দেখ আমাদের দিকে। নারীদের পিছু দেখা ভাল নাহি লাগে * সম্বন্ধে কয়জন হবে শাশুড়ি তোমার। শুনরে প্রাণের ভাই ভয় নাই আর* আমার মনের সন্দ ঘুচিল এখন। এ কন্যা তোমার জুড়ি নিশ্চয় লিখন * দেখিলাম আছে কন্যা তোমার ভাগ্যেতে॥ আর কিছু চিন্তা নাই থাকহ নিশ্চিতে * এ বলিয়া রহে বসি ভাই দুইজন। হেনকালে রাজকন্যা লয়ে

সখিগণ * স্নান করিবারে জলে নামিল আসিয়া। জলে নামি গাজি দিকে চাহিয়া২ * হাত মাজে পদ মাজে মাজে আর মুখ। গাজিকে দেখায়ে মাজে কুচ আর বুক * কবরি খুলিয়া কেশ দিল আউলাইয়া। কাল মেঘে চন্দ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া * কালি হৈতে কাল কেশ উড়ায় বাতাসে। গাজি দিকে চায় রাধা হাত দিয়া কেশে* গোটন বান্ধিতে কেশ যখন ঝাড়িল। শিলা বৃষ্টি গগনেতে যেমন গর্জ্জিল * পরে সতী চাম্পাবতী নামে কণ্ঠ জলে। কোটি রবি যিনি অঙ্গ জল মধ্যে জ্বলে * উপরেতে মুখখান শোভিছে এমনি। যেমন শারদ শশী লক্ষ কোটি যিনি * মার্জ্জন করিয়া যত সখী নারীগণ। উপরে উঠিয়া তারা পরেন বসন* তবুত রহেন চাম্পা নামিয়া জলেতে। হেনকালে বলে গাজি হাত ইসারাতে * যাহরে প্রাণের প্রাণ গৃহে যাহ তুমি। মিলন হইবে শীঘ্র আসিতেছি আমি * বসন বান্ধিয়া গলে তবে চাম্পাবতী। পতিকে প্রণাম করি চলিলেন সতী * যায় আর পিছন দিকে ফিরে২ চায়। নয়নের জলে দুটি গাল ভেসে যায় * চাম্পাকে লইয়া সবে চলে শীঘ্রগতি। চতুর্দ্দিকে সখিগণ মধ্যে চাম্পাবতী * ত্বরায় আসিল সবে আপনার ঘরে। চাম্পাবতী চলে গেল চণ্ডির মন্দিরে* ভিজা পরিধান বস্ত্র ঝাড় তাতে দিল। পূজার সামগ্রি সব দাসিরা আনিল * আতপ তণ্ডুল ধুপ ঘৃত কলা চিনি। চন্দন সিন্দুর যত দিল সব আনি * তৎপরে ভিজা বস্ত্র চাম্পা ত্যাগ করি। কারচুবি মানিকের পরিলেন শাড়ি* পরিয়া মানিক শাড়ি পুজাতে বসিল। শুদ্ধকায়ে শুদ্ধচিত্তে পুজিতে লাগিল প্রথমে পুজিল কন্যা প্রভু নিরাকার। এ তিন ভুবন হয় সৃজন যাঁহার * পশ্চাতে গাজির পদ করিয়া বন্দন। ভক্তি ভাবে ভবানিকে করেন স্মরণ * সদয় হইয়া দেবি তাহার উপর। বর দিতে চলে চণ্ডি রথে করি ভর * আসিয়া চাম্পার কাছে শিবের ঘরণী। মিষ্টস্বরে কহে শুন রাজার নন্দিনী * কি জন্যে আমাকে তুমি করিলে স্মরণ। চাম্পা বলে ডাকিয়াছি পতির কারণ * করুণা করিয়া মাগো দেহ তুমি বর। মনের মানস যাহা পূর্ণ কর মোর * চণ্ডি বলে শুন বাছা শান্ত কর মন। বিধাতা লিখেছে যাহা না হবে খণ্ডন * পাইবে সুন্দর পতি জাতে সে যবন। হয় বটে সেই মোর ভগ্নীর নন্দন * জানিবা তাহার নাম গাজি জিন্দা পীর। রাজত্ব ছাড়িয়া ভ্রমে হইয়া ফকির*তাহার পিতার নাম সাহা সেকান্দর। সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর * বলিহ রাজার কন্যা অরূপা সুন্দরী। আমার ভগিনী সেই তোমার শাশুড়ি*গাজি মোর ভগ্নি পুত্র আমি তার মাসী। কার্ত্তিক গনেশ হৈতে তারে ভালবাসি * শুন২ চাম্পাবতী বর দিনু আমি। আমার ভাগ্নে

হৈতে তারে ভালবাসি * শুনং চাম্পাবতী বর দিবু আমি। আমার ভায়ের

পুত্র হোক তোর স্বামি*এ বলিয়া ভগবতী চলিল সত্বর॥ কৈলাশে চলিয়া যায় রথে করি ভর * অমনি দেখিল চক্ষে কদম্ব তলায়। বসিয়াছে সাহা গাজি কালু নিদ্রা যায় * হেনকালে শিব জায়া রথ নামাইয়া॥ গেলেন গাজির কাছে হাসিয়া২* চণ্ডিকে দেখিয়া গাজি ছালাম করিল॥ আশীর্বাদ করি চণ্ডি কহিতে লাগিল *তোমার শ্বশুর বাড়ী গিয়া ছিনু আজি। উপ-হাস করে বলে শুন বাছা গাজি * মাতুলি শাশুড়িগণ সকলি তোমার। পুরুষ পাইলে ধরে জোকের আকার * মনেং চিন্তা অতি করিতেছি আমি যেমন সকলে গোপী এক কৃষ্ণ তুমি * টানাটানি করি বাছা তোমাকে মারিবে। কাম্মিনীর দেশে গিয়া প্রাণ হারাইবে * লিলাবতী হয় বাপু তোমার শাশুড়ি। সাত পুত্র হৈছে তবু যেমন কুমারি * আলস্য করেন বুঝি শ্বশুর তোমার। নহিলে কতেক পুত্র হইতেক আর * উপহাস করি চণ্ডি এইমত কয়॥ লজ্জায় সাহেব গাজি হেট শিরে রয় * মমতা করিয়া দেবী কহিলেন পর। কি কারণে চিন্তা বাছা ভয় কিরে তোর * কখন বিধির লেখা বৃথা যাবে নাই। চাম্পাকে পাইবে তুমি আমি কয়ে যাই * আমিহ সহায় আছি কারে কর ভয়। হারিবে মটুক রাজা তোর হবে জয় * কালুকে পাঠাও কালি ব্রাহ্মণা নগর। এতেক বলিয়া দেবী চলিল সত্বর * রহিলেন দুই ভাই বৃক্ষের তলাতে।পর দিন সাহা গাজি উঠিয়া প্রভাতে* বিনয় বচনে কহে কালুর গোচর। শুনং ভাই কালু প্রাণের দোসর * চাম্পা বিনে প্রাণ মোর ছটকট করে। এই বেলা যাহ তুমি ব্রাহ্মণা নগরে * কহিবা রাজার কাছে সকল বৃত্তান্ত। কি আর কহিব আমি জান আদি অন্ত কালু বলে যাব আমি রাজার বাটিতে। এক কথা কহি ভাই তোমার সাক্ষাতে * বিপদ পড়িলে কোন উপরে আমার। কেমনে সংবাদ তুমি পাইবে ইহার * গাজি বলে ভাই কালু শুন মন দিয়া। সাহেব আল্লার নাম মুখেতে লইয়া * মনেং ডাক মোরে দিও তিনবার। শিরের পাগড়ি তবে খসিবে আমার * দুঃখেতে পড়িছ তুমি অন্তরে জানিব। তোমার উদ্দেশে আমি তখনি চলিব * শুনিয়া দেওান কালু বিছমিল্লা বলিয়া। ব্রাহ্মণা নগরে যায় তখনি চলিয়া * খেয়া ঘাটে গিয়া কালু পৌছিল ত্বরায় ছিরা ভোরা ছিল দুই পাটনি তথায় * কহিতে লাগিল কালু পাটনির তরে নদী পার করে দেহ যাইব সে পারে * ছিরা বলে হেন বুদ্ধি কে তোমাকে দিছে। মরনের বাঞ্ছা বুঝি মন মধ্যে আছে * মরনের সাধ যদি থাকেহ মনেতে। কলসী বান্ধিয়া গলে পড়হ জলেতে * তবু না যাইও তুমি ব্রাহ্মণা নগরে। ভুতের ক্ষমতা নাহি যাইতে সে পারে * দৈব যোগে যুদ্র

কেহ সে পারেতে গেলে। মার২ বলে তারে দৌড়ায় সকলে * সেও এক আছে নাম দক্ষিণা সে রায়। যবন পাইলে কাঁচা চিবাইয়া খায় * সে পারের আশা ছাড়ি বাহুড়িয়া যাও। আর২ দেশে গিয়া ভিক্ষা মাগি খাও * কালু বলে যাব আমি করি দেহ পার। কপালেতে যাহা থাকে হইবে আমার * ছিরা বলে যদি তুমি পার হৈতে চাহ। ঘাটের মাশুল কৌড়ি আগে মোর দেহ * সোনার একুশ বুড়ি দেহ যদি কড়ি। তবে আমি নদী পার করি এই ঘড়ি * শুনিয়া তখনি কালু নৌকায় উঠিয়া। বুলিতে দিলেন হাত আল্লাকে স্মরিয়া * কেরামতের দিল কালু কৌড়ি সোনার। তবেত পাটনী নদী করে দিল পার * সে পারেতে গিয়া কালু কোমর বান্ধিয়া। রাজার বাড়ীর দিকে চলিল ধাইয়া * অবিলম্বে উপস্থিত হইল পুরিতে। একেবারে চলে গেল রাজার কাছেতে * বসিছে মটুক রাজা রত্ন সিংহাসনে। পাত্র মিত্রগণ লইয়া আনন্দিত মনে * সাত পুত্র নয় শালা বসিলেন আর। সোনালি চান্দুয়া উড়ে উপরে সবার * নানা ইতি আলাপন সবে বসি করে। ভারত পুরাণ কেহ পড়ে মিষ্ট স্বরে * নাটুয়া করিছে নৃত্য বিদ্যাধরি যিনি। মিলাইয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী * করিতেছে গান তারা হেন তালে মানে। তানসেন রঙ্গ বাউল হারিবে সেখানে * হেনকালে কালু সাহা সভাতে আসিয়া। রাজার সমুখে খাড়া ইল্লাল্লা বলিয়া * দেখিয়া মটুক রাজা ক্রোধেতে জ্বলিল। কোথারে কোটাল বলি ডাকিতে লাগিল * শুনিয়া কোটালগণ কাঁপিয়া২। কি আজ্ঞা মহারাজ জিজ্ঞাসে আসিয়া * রাজা বলে দেখ দেখ যবন ফকির। ঘাড় ধরে দেহ এরে করিয়া বাহির * যবনের মুখ আমি দেখিনু চক্ষেতে। তিনদিন উপবাস হইল থাকিতে * শীঘ্র২ যবনেরে দেহ খেদাড়িয়া। দক্ষিণা রায়েরে নৈলে কহ ডাক দিয়া * শুনিয়া কালুকে তারা ধরিল তখন। কালু বলে মহারাজ এক নিবেদন * রাজা বলে রাখ দেখি কি কহে বেটায়। তবেত কোটালগণ ছাড়িল তাহায় * কালু বলে শুন রাজা নিবেদন মোর। বৈরাট নগরে ঘর সাহা সেকান্দর * তাহার সমান রাজা নাহি সংসারেতে। মেদিনী কাঁপিয়া উঠে যাহার ভয়েতে * তার সাথে বলি রাজা সমরে হারিয়া। যাচিয়া আপন কন্যা দিয়াছিল বিয়া * মহা পুণ্যবান রাজা সাহা সেকান্দর। সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে বৈরাট নগর * তাহার তনয় সাহা গাজি জিন্দা পীর। রাজ্যপাট ত্যাগ করি হইছে ফকির * কেরামত দেখে তার কতেক ব্রাহ্মণ। হইয়াছে মুসলমান ছাড়িয়া লগুন * ছাপাই নগরে রাজা শ্রীরাম নামেতে। পড়িল কলেমা সেই গাজির কাছেতে * কেরামতে সোনাপুর নগর বসাইয়া। মসজিদে দুই ভাই ছিলাম শুইয়া *।

চাম্পাবতী নামে নাকি তোমার নন্দিনী। গাজিকে করিয়া যাদু আনিয়া সে ধনী * পালঙ্গ অঙ্গুরী তার আনিয়াছে কাড়ি। চাম্পার কাছেতে সেই পালঙ্গ অঙ্গুরী * স্নান করিবার ছলে চাম্পাবতী গিয়া। আসিছে গাজির সাথে সাক্ষাৎ করিয়া * আর যে তোমার পুজা খাইয়া ভবানি। সাহেব গাজিরে বর দিয়া গেছে তিনি * কন্যা সে গাজির কাছে চণ্ডি গেছে কৈয়া॥ প্রাপ্ত হও চাম্পাবতী যাই বর নিয়া * অন্ন জল সাধা গাজি কিছু নাহি খায়॥ চাম্পার কারণে সদা করে হায় হায় * দিবা কিনা দিবা বিয়া কহ এই কথা॥ শুনিয়া লজ্জায় রাজা নাহি তুলে মাথা * এই সব কথা কালু বলিলেন যবে॥ ঠারাঠুরি করে বলে পাত্র মিত্র সবে * যে কথা ফকির কহে কিছু নহে মিছে এর লাগি রাজকন্যা পাগল হয়েছে * কালুর বচনে রাজা মহা ক্রোধ হৈল॥ ডাকিয়া কোটাল সবে কহিতে লাগিল * ঠেলা দিয়া ফকিরেরে নিয়া কারাগারে। হস্তে আর পদে বান্ধি লোহার জিঞ্জিরে * দশমন শিলা দেহ বুকের উপর। ইহার কথায় অঙ্গ জলে গেছে মোর * শুনিয়া কালুকে তারা তখনি ধরিয়া। কারাগারে নিয়া যায় ধাক্কা ঠেলা দিয়া * কালু বলে মোরে কেন ধাক্কা দেহ ভাই। আমি নহি আমি নহি রাজার জামাই * ঘটক হইয়া কিবা দোষ হৈল মোর। যে চায় করিতে বিয়া তারে গিয়া ধর * না শোনে কোটালগণ ধরিয়া কালুরে। রাজার আজ্ঞায় লয়ে গেল কারাগারে * বিষম লোহার ঘর ছিদ্র নাহি তাতে। এক হাত ধার খালি দক্ষিণ দিকেতে * দিবসেতে দেখা যায় যেন অন্ধকার। অমাবস্যা রাত্রি নহে সমান তাহার * তাতে নিয়া হস্ত পদ কালুর বান্ধিয়া দশমনি শিলা দিল বুকেতে তুলিয়া * সাহেব আল্লার নাম লইয়া মুখেতে। গাজিকে ডাকিয়া কালু লাগিল কান্দিতে * এখানে মটুক রাজা ক্রোধ হইয়া অতি। অন্তঃপুরে গেল যথা থাকে চাম্পাবতী * গাজির পালঙ্গ গিয়া দেখিল মন্দিরে। কুড়ালি মারিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করে * পালঙ্গ ভাঙ্গিয়া রাজা ক্রোধিত হইয়া। কন্যাকে মারিতে যায় খাঁড়া হাতে লইয়া * দেখিয়া তরাসে চাম্পা উঠে দৌড় দিল। সাত ভাই বধু তারা যেইখানে ছিল * তাহাদের কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া॥ অঞ্চলের আড়ে চাম্পা রহে লুকাইয়া * তবেত মটুক রাজা ক্ষমা দিয়া ক্রোধ। রাজ পাটে বসে গিয়া হইয়া নিঃশব্দ * আবদুর রহিম বলে ত্রিপদী রচিয়া। কালুর বৃত্তান্ত সবে শুন মন দিয়া *

(ধুয়া) ত্রাণ কর ত্রাণ কর মোরে॥
সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু ডাকিগো তোমারে *

ত্রিপদী * বন্দি হৈয়া কারাগারে, কান্দে কালু উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে আর

গাজি২ বলি। কোথা রৈলে গাজি ভাই, দেখা আর হৈল নাই, যায়২ প্রাণ মোর চলি * এমন নিদান কালে, আরে ভাই কোথা রৈলে, তত্ত্ব আসি না করিলে তুমি। মনে রৈল এই শোক, মৃত্যু কালে তব মুখ, চক্ষে নাহি দেখিলাম আমি * কান্দে কালু শোকাকুলে, গাত্র ভাসে নেত্র জলে, সাহাগাজি জানিল ধ্যানেতে। শিরের পাগড়ি আর, খসিয়া পড়িল তার, কহে গাজি কান্দিতে২ * হায়২ কালু ভাই, আমার বুদ্ধিতে ছাই, পাঠাইনু কেনবা তোমারে। আগে যদি জানি আমি, সঙ্কটে পড়িবে তুমি, গিয়া ভাই ব্রাহ্মণ নগরে * তবে কি পাঠাই তোরে, মোর লাগিয়া ভাইরে, বুঝি তুই প্রাণ হারাইলি। আছ কিনা আছ ভাই, তাহার সংবাদ নাই, কান্দে গাজি ভাই২ বলি * কান্দিয়া কান্দিয়া পরে, চলিয়া বাতাস ভরে, গেল দ্রুত সুন্দর বনেতে। সুন্দর বনেতে গিয়া, বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া, বাঘ সবে লাগিল ডাকিতে *শুনিয়া গাজির ডাক, বাঘ সব ঝাঁকেঝাঁক, এসে তারা ছালাম করিল। ছালাম করিয়া পরে, জিজ্ঞাসিল জোড় করে, কালু সাহা কোথায় রহিল * চক্ষে কেন দেখি নীর, কি হইল কহ পীর, কহে গাজি কান্দিয়া২। যেরূপে গেলেন যেথা, আদি অন্ত যত কথা, শুনাইল সকল ভাঙ্গিয়া * বাঘ সবে বলে পীর, মন তুমি কর স্থির, চিন্তা কিবা আমরা থাকিতে। এই বেলা মোরা যাব, আর নাহি জল খাব, চল চল বলে সকলেতে *

(ধুয়া) সাজিল সাজিল বাঘ ও বাঘ সাজিল।
তর্জ্জনে গর্জ্জনে তার মেদিনী কাঁপিল *

পয়ার *বাঘ বলে শুন পীর শান্ত কর মন। এত সব দাস মোরা কিসের কারণ * এই বেলা যাই চল ব্রাহ্মণ নগরে। দেখিব মটুক রাজা কত শক্তি ধরে * বংশপুরি সব তার বিনাশ করিয়া। চাম্পারে তোমার সাথে দিব আনি বিয়া * এ বলিয়া বাঘ সব সাজিতে লাগিল। খান্দেওয়া বাঘ সেই প্রথমে সাজিল * সেই বাঘ হয় সব বাঘের প্রধান। রক্ত মুখিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া গর্দ্দান *সাজে বাঘ বেড়াভাঙ্গা বৃহৎ ভীষণ। মারিয়া অসুর সিংহ করে যে ভক্ষণ * সাজে বাঘ দানেওয়ারা চলে লম্ফ দিয়া। আকাশের সূর্য্য চায় খাইতে ধরিয়া * সাজে বাঘ ভুঙ্গরাজ পর্ব্বত আকার। পাতালের বাসুকি কাঁপে গর্জ্জনে তাহার * সাজে বাঘ কালকুট থরে২ চলে। হাতি লয়ে দৌড় দেয় দন্তে ধরি গলে* সাজে বাঘ চিলাচক্ষু ঘুরাইয়া চায়। মনুষ্য ধরিয়া সেই ঘাড় ভেঙ্গে খায় * সাজিল কেন্দুয়া বাঘ লেজ তার খাড়া। নিবুঞ্জে ধরিয়া খায় গরু আর ঘোড়া * সাজে আর মেচি বাঘ চায় আড়ে২। কুকুর দেখিলে তার ঘাড়ে গিয়া ধরে*সাজে বাঘ লোহা ঝাড় ধীরে২ চলে

পাইলে ভেড়ির গন্ধ প্রবেশে গোসালে* পেচামুখা ঘাড় বেকা সাজে বাঘ ভেড়ি। এখড়া মেখড়া আর সাজে নাগেশ্বরী * সাজিল যতেক বাঘ নাম কব কত। সদুলয়ে নও হাজার আর সাত শত * সাজিয়া চলিল সবে ব্রাহ্মণা নগরে। পিছে২ যায় গাজি আশা লয়ে করে * সহর বাজার কত যায় ছাড়াইয়া। দেখিয়া বলেন লোকে ত্রাসিত হইয়া * ফকির বেটায় এই বড় যাদু জানে। এ জন্মে বনের বাঘ এর পোষ মানে * এই কথা লোকে সবে যখন কহিল। শুনিয়া সাহেব গাজি লজ্জিত হইল * লজ্জিত হইয়া তবে গাজি জিন্দাপীরে। বিছমিল্লা বলিয়া ফুক দিল বাঘ পরে * বাঘের উপরে ফুক যেই সমে দিল। যত বাঘ ছিল সব ভেড়া হৈয়া গেল * বাঘ সবে বানাইয়া ভেড়া আর ভেরি। সুবর্ণের আশা দিয়া চলেন খেদাড়ি* গ্রামে২ লোক সব আসিয়া২। কহেন গাজির কাছে মিনতি করিয়া*ভেড়া-ভেড়ি যদি ভাই বিক্রী করে যাহ। এখনি আনিয়া দেই যত মুল্য চাহ * আর যদি নাহি বেচ বড়া ভেড়া দিয়া। পথের খরচ কিছু যাহনা লইয়া * গাজি বলে শক্তি নাই বেচিতে আমার। এই সব ভেড়া ভেড়ি যটুক রাজার এ বলিয়া লোক সবে দেয় ভাড়াইয়া। কতদিনে কান্তপুরে গেলেন চলিয়া* সে পারে চাহিয়া দেখে ব্রাহ্মণা নগর। খেওয়া ঘাটে যায় গাজি চলিয়া সত্বর ছিরা ভোরা দুই ভাই পাটনি আছিল। ভেড়া ভেড়ি দেখে তারা কহিতে লাগিল * ছিরা বলে চক্ষু মেলি দেখ ভাই ভোরা। ফকির বেটায় আনে কতগুলি ভেড়া * ভেড়ার পাড়ায় নৌকা খণ্ড২ হবে। হারাইব নৌকাখান কৌড়ির যে লোভে * সেই পারে চল মোরা যাই নৌকা লিয়া। তবেত ফকির বেটা যাইবে ফিরিয়া * এ বলিয়া নৌকা তারা বায় ধীরে২। রাখ২ [illegible] গাজি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে*শুনিয়া গাজির ডাক লাগাইল তরী। তখনি আসিল গাজি লয়ে ভেড়াভেড়ি* গাজিকে দেখিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল। কোথা হৈতে আসিয়াছ যাবে কোথা বল * গাজি বলে ভাই ছিরা শুন সমাচার। ব্রাহ্মণা নগরে যাব করে দেহ পার * ছিরা বলে মরণের সাধ বুঝি আছে। একটী ফকির বন্দি আছে কি মরিছে * সাধেতে যমের বাড়ী যাহ বুজিবারে। এখনি দক্ষিণা রায় খাইবেন ধরে * গাজি বলে শুন ছিরা তোমারে জানাই। যেই ফকির বন্দি হয় সেই মোর ভাই * মোরা দুইজনে টাকা মহারাজ দিল। গত সনে ভেড়া ভেড়ি দিতে কথা ছিল * বিলম্ব দেখিয়া রাজা ভাইকে আমার। কারাগারে দিয়া রাখে কারণে ইহার *শুন ভাই ছিরা ভোরা মোর কথা লও। বেলা গেল শীঘ্র২ পার করে দাও * ছিরা বলে দেহ আগে সুবর্ণের কৌড়ি। এক কড়া কম নহে এক বিংশ বুড়ি

টাকা মহারাজ দিল। গত সনে ভেড়া ভেড়ি দিতে কথা ছিল * বিলম্ব ... ভাই ছিরা ভোরা মোর কথা লও ॥ বেলা গেল শীঘ্র পার করে ... ছিরা বলে দেহ আগে সুবর্ণের কৌড়ি। এক কড়া কম নহে এক বিংশ বুড়ি

গাজি বলে কৌড়ি আজি মোর হাতে নাই ॥বিক্রয় করিয়া শেষে কল্য দিব ভাই * ছিরা বলে বেটা তোর কথা বড় ভাল। পার যদি হবে মোর শীঘ্র কৌড়ি ফেলা * গাজি বলে ভাই ছিরা কিছু নাহি হাতে। সুবর্ণের আশা রাখ কৌড়ি পরিবর্ত্তে * শুনিয়া বলেন ছিরা হয়ে অতি রাগ। এইমত আছে কত চইরের আগ * ঠগের গোসাই তুমি কাছে গেল জানা। হরিতার রং লাঠি বল কাঁচা সোনা * গাজি বলে শুন ছিরা মোর কথা লেহ। গলার খিলকা দেই পার করে দেহ*এ শুনিয়া বলে ছিরা মুখ করি কালা। এইমত আছে কত ছিড়া কাড়া জালা * গাজি বলে কেন মুখ করিয়াছ ভার। সোনার জিঞ্জির রাখি করি দেহ পার*ছিরা বলে না খাটিবে ঠগামি এখানে। পিত্তলা জিঞ্জির এই কেবা নাহি চিনে * গাজি বলে কেন ভাই করিতেছ গোল। সুবর্ণের তার দেই করহ তারণ * ছিরা বলে আমি নহি অজ্ঞান কেবল। হরিতালের রং এই করে ঝলমল * বারং বল কেন ঠগামির কথা। এইমত তার দিয়া সেলাইছি খেতা * হাসিয়া বলেন ভাই কিবা দিব আর। পরশের ইজার রাখি করি দেহ পার * ছিরা বলে ভাই ভোরা কি কহে বেটায়। হাগা মোতা বন্ধ করি মারিবার কায় * ইজার পিন্ধিলে পেট ফুলিয়া মরিব। বনিতার কাছে আর যাইতে নারিব * গাজি বলে ছিরা ভাই দেহ পার করি। কারচুবি মানিকের রাখিয়া পাগড়ি ছিরা বলে জোটাবধিশেও দিয়ে যাই। এইমত শঠ আরকভু দেখি নাই * কড়ার ফকির হইয়া কি কহে এখন। বাপে না দেখিছে তার মানিক কেমন দুর্গা পূজা করিয়া কে বর্জ্জন করিছে। বাদলার বস্ত্র সেই হরিন্ত আনিছে* ইহাকেই বলে বেটা মানিক বসন। স্বপ্নে নাহি দেখিয়াছে মানিক ... গাজি বলে শুন ছিরা মোর কথা লও। দুই গোট ভেড়া রাখি পার করে দাও * ছিরা বলে কি কহিব কহ ভাই ভোরা। ভোরা বলে ... যদি যায় দুই ভেড়া * বৎসর অন্তর শ্রাদ্ধ আসিল পিতার। জ্ঞাতি সেবা করাইতে লেঠা নাহি আর * গাজি বলে যাহ শীঘ্র চলিয়া পালেতে। দুই মেষ রাখ গিয়া বান্ধিয়া গলেতে * আর সব ভেড়া ভেড়ি দেহ পার করি। শুনিয়া তখনি তারা লাগাইল তরী * হাতে রসি কান্ধে বৈঠা দুইজনে লিয়া। মেষের পালের মধ্যে প্রবেশিল গিয়া * যত মেষ ছিল পালে দেখিয়া সকল। খাইতে মেষের মাংস মুখে উঠে জল * খান্দেওয়ারা বেড়া ভাঙ্গা প্রধান আছিল। দুই ভাই দুই বাঘের গলায় বান্ধিল * বট বৃক্ষ ছিল এক নদীঘাটের কুলেতে। বান্ধিয়া রাখিল মেষ গাছের ডালেতে*পশ্চাতে রহিল

পার সাহেব গাজিরে। ভেড়া ভেড়ি যত সব দিল পার করে * হরষিতে

পার সাহেব গাজিরে॥ ভেড়া ভেড়ি যত সব দিল পার করে * হরষিতে জিন্দা গাজি বাঘ লয়ে চলে॥ ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে গিয়া রাত্র কালে* উত্তরের বান্ধা ঘাটে লয়ে বাঘগণ॥ বসিলেন সাহা গাজি ভেবে নিরাঞ্জন*আর কিছু সমাচার শুন মন দিয়া॥ উপস্থিত পরীগণ কিরূপে আসিয়া * যে দিন কালুকে রাজা কারাগারে দিল॥ ব্রাহ্মণা নগরে এক পরী এসেছিল কালুর বিপদ সেই চক্ষেতে দেখিয়া॥সাহা পরী সন্নিধানে কহিলেন গিয়া* কালুর সংবাদ কানে যখন শুনিল॥আক্ষেপ করিয়া পরী অনেক কান্দিল* তৎপরে তিন্ শত পরী লয়ে সাথে॥ ব্রাহ্মণা নগরে দ্রুত চলিলেন রথে * সোনাপুরে পরীগণ রথ নামাইয়া॥ গাজির পালঙ্গ আর নিশান লইয়া * চলিল বাতাস মত রথে করি ভর॥ নিমেষে চলিয়া গেল ব্রাহ্মণা নগর * বাঘ লয়ে সাহাগাজি ছিল যেই ঘাটে॥ পরীগণ গিয়া সব তাহার নিকটে* ছালাম করিয়া খাড়া রহে জোড় হাতে॥ আশীর্বাদ করে গাজি বসায় কাছেতে * নিশান পালঙ্গ সেই পরী সব দিল॥ হরষিতে জিন্দা গাজি পালঙ্গে বসিল * বসিল সাহেব গাজি পালঙ্গ উপরে॥ সোনার নিশান উড়ে চারিদিকে উড়ে *ভেড়া ভেড়ি দিকে গাজি চাহিয়া যখন॥ তিনবার ফুক দিল ভেবে নিরাঞ্জন * যত ভেড়া ছিল সব বাঘ হৈয়া গেল॥ বাঘ হৈয়া খাপ ধরি সকলে বসিল * দুই বাঘ ছিল যেই পাটনির ঘরে॥ শুন বলি পাটনিরা কোন কাজ করে*দুই বাঘে লয়ে তারা গোসালে বান্ধিয়া॥ আটি দুই ঘাস দিল সমুখে আনিয়া*ঘাস জল দিয়ে তারা ঘরে চলে গেল॥ ঘরে গিয়া ছিরা ডোরা খাইতে বসিল * এখানেতে দুই বাঘ ঘাস জল [illegible] কহিতে লাগিল তারা কানাকানি করি * বেড়াভাঙ্গা বলে শুন ভাই [illegible]॥ ঘাস জল খাও কিছু হইয়াছ ভেড়া * এত গুণ জানে গাজি মরিবে হাসিয়া॥ খাওয়াইল ঘাস জল ভেড়া বানাইয়া * গোসালে রাখিয়া বাঘ পাটনি দুইজন॥ প্রভাতে নৌকায় তারা করিল গমন * হেনকালে বুড়ি বেটি ডোরার জননী॥ দেখিবারে ভেড়া সেই চলিল তখনি * লাঠি ভর দিয়ে বুড়ি ঘুরে২ যায়॥ গোয়াল ঘরেতে গিয়া মাথা তুলে চায় * ভেড়াটি দেখিয়া বুড়ি হাসে খল২॥ ভক্ষণ করিতে মাংস মুখে উঠে জল * হেন সময়ে বেড়াভাঙ্গা উপহাস করে॥মারিলেক ঢুস এক বুড়ির কোমরে * ঢুস খেয়ে বৃদ্ধ বেটি উঠিল রাগিয়া॥বাঘের মাথায় বুড়ি মারে ঝাটা দিয়া * খাইয়া ঝাটার বাড়ি বাঘ ক্রোধভরে॥ধরিয়া বুড়ির চুলে গালে চড় মারে * [illegible] মারে কিল মারে মারে আর ঢুস॥ গড়া গড়ি দিয়ে বুড়ি কান্দে ঘুস২ * একবারে প্রাণে নাহি বুড়িরে মারিল॥ জীবনের দশা কিন্তু শেষ করে

দিল * গোয়াল হইতে বুড়ি বাহির হইয়া। আসিয়া শুইল ঘরে খেন্তা গায়ে দিয়া * যেই সমে ছিরা ডোরা আসিল বাটিতে। কহিতে লাগিল বুড়ি কাঁপিতে২ *ভেড়ার কিলেতে গায় আসিয়াছে জ্বর। উঠিতে বসিতে আর শক্তি নাহি মোর * কোন সমে কারে ভেড়া করে যেন খুন। অত্র মধ্যেই শ্রাদ্ধের কর আয়োজন * শুনিয়া তখনি গিয়া ছিরা আর ডোরা। করিলেক নিমন্ত্রণ তেরখানি পাড়া * পাইয়া সে নিমন্ত্রণ যতেক পাটনী। আসিল ডোরার বাড়ী চলিয়া তখনি*বেচু আর মেচু দুই পুরোহিত ছিল। সংবাদ পাইয়া আসি উপস্থিত হৈল * ভেড়া দেখি দুই দ্বিজে বাঁচা খেতে চাহে। ডাকিয়া ডোরার কাছে বেচুদেব কহে * বড়টা ভেড়ার দিবা অণ্ড-কোষ মোরে। অভিশাপ দিব যদি দেহ আর কারে * শুনিয়া ঠাকুর মেচু কহে পাটনীকে। আমি নিব অণ্ডকোষ না দিব বেচুকে *কহিছে ব্রাহ্মণী মোর তিনি গর্ভবতী। অণ্ডকোষ খাইবারে অভিলাস অতি * বেচু বলে মেচুদেব অণ্ডকোষ মোর। মেচু বলে শুন বেচু গালে খাবি চড়*বকাবকি দুইজনে অনেক করিয়া। কিলাকিলি লাগে পরে কোমর বান্ধিয়া * পাট-নীরা সবে বলে জোড় করি কর। আমাদের বাক্য এক শুন দ্বিজবর *দুই ভেড়া মধ্যে আছে অণ্ডকোষ চারি। বিভাগ করিয়া নাও দুই২ করি * দুই যে ভেড়ার এই দুই অণ্ডকোষ। মেচুদেব লইয়া যাহ হইয়া আপোস * নিষ্পত্তি করিল দ্বন্দ দুই দ্বিজবর। পাটনীরা দাও খড়্গ আনিল সত্বর * বিল্বদল ফুল ধূপ ঘৃত কলা চিনি। তৈল ও সিন্দুর যত দিল সব আনি * দুই যে ভেড়াকে পরে স্নান করাইয়া।কাঠগড়া মধ্যে বান্ধে দড়ি গলে দিয়া তৎপরে দুই দ্বিজে মন্ত্র পড়ি মুখে। বেল পত্র দিয়ে দেয় বাঘের মস্তকে * বান্ধেওয়ারা বলে ভাই কার মুখ চাহ। উৎসর্গ করিলে নষ্ট হইবেক দেহ * এ বলিয়া আল্লা ভাবি হুঙ্কার মারিয়া। ধরিয়া নিজের রূপ উঠিল গর্জিয়া বান্দেওয়ারা বলে শুন বেড়াভাঙ্গা ভাই। মনুষ্য মারিতে আজ্ঞা সাহেবের নাই * দুই ব্রাহ্মণেরে কিছু অণ্ডকোষ দিয়া। নগরের গরু কোথা চল দেখি গিয়া *লেজ খাড়া করি বাঘ চলে ক্রোধ ভরে। লম্ফ দিয়া ধরে সেই দুই ব্রাহ্মণেরে * ঠুকর চাপড় মারি ফুলাইয়া গাল। মুচড়িয়া নাক কান করে আর লাল*একেবারে প্রাণে নাহি মারিল ব্রাহ্মণে। পশ্চাতে করেন কিবা বাঘ দুইজনে * নগরের মধ্যে গরু যার যত ছিল। ধরিয়া২ বাঘ সকলি মারিল * বারো'শ বলদ মারে তের শত গাই। বাছুর মারিল যত লেখাজোখা নাই * ত্রাসে পাটনিগণ কাঁপে থরথরি। পলাইয়া যায় সবে করে দৌড়াদৌড়ি * বাঘ দেখি ছিরা ডোরা তারা দুই ভাই। দৌড়ে আ...

বলে সেই ফকিরের দোহাই✻পুত্র পরিবার তার যতজন ছিল।কাটিয়া ঘরের বেড়া বাহির হইল✻ঘর বাড়ী ছেড়ে তারা পলাইয়া যায়॥ যায় আর ছিরা ভোরা পিছু দিকে চায় ✻ ছিরা বলে যতদিন বাঁচিয়া থাকিব। মুসলমান ফকিরের কড়ি নাহি লিব ✻ এত কেরামত তার আগে জানি নাই॥ তবে কি তাহার কাছে কড়ি আমি চাই ✻ আসিলে ফকির কেহ ঘাটেতে আমার। যাথে বয়ে তারে নিয়ে করে দিব পার ✻ বাড়ী হৈতে দুই বাঘ যায় যদি চলি। আল্লার নামেতে সিন্নি দিব মোরা কালি✻ মোহাম্মদি দিন সত্য বিশ্বাস করিব। দুইখান ঘাট আর বান্ধাইয়া দিব✻ এইরূপে মানসিক ছিরা ভোরা করে। শুন বলি বাঘে কিবা করে তৎপরে ✻ দাঁড়াইয়া দুই বাঘে লাগিল কহিতে। পীরের হুকুম নাই পাটনী মারিতে ✻ বিলম্ব করিয়া আর কাজ কিছু নাই। সাহেবের কাছে চল এই বেলা যাই ✻ এ বলিয়া তবে সেই বাঘ দুইজন। গর্জ্জিয়া পবন আগে চলিল তখন ✻ ডাক মারি লাফ দিয়া নদী পার হৈয়া॥ সাহেব গাজির কাছে অবিলম্বে গিয়া ✻ ছালাম করিয়া খাড়া সমুখে হইল। আশীর্বাদ করি গাজি জিজ্ঞাসা করিল✻ কিরূপে আছিলে বল পাটনীর বাড়ী। কহিতে লাগিল তারা জোড় হাত করি ✻ যেরূপে গোয়াল ঘরে বান্ধিয়া রাখিল। একে২ আদি অন্ত সকলি কহিল ✻ শুনিয়া সাহেব গাজি হরষিত হৈয়া। বাঘ পরী যত ছিল সকলে ডাকিয়া ✻ কহিতে লাগিল শুন বলি সবাকারে। প্রাণে নাহি মানে মোর ভাই কারাগারে ✻ তোমাদের কাছে আমি কি বলিব আর। এই কাজ কর যাতে হয় সে উদ্ধার ✻ বাঘ পরী বলে পীর আশীর্বাদ চাই। বলিয়া ... দেখ মোরা সবে যাই ✻

(ধুয়া) গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘ লম্ফে লম্ফে চলে।
যেমন বেড়িল লঙ্কা বানর সকলে ✻

পয়ার ✻ হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলিল সত্বর। মহাবেগে যায় করি দন্ত কড়মড় ✻ ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে ছিল যত বাড়ী। বাড়ী২ গিয়া বাঘ রহিলেক বেড়ি ✻ পথে ঘাটে সবে আর কাতার বান্ধিয়া। চলা ফিরা করে কেহ গর্জ্জিয়া২ ✻ সমস্ত নগর বেড়ি রহে বাঘগণে। নগর নিবাসিগণ কেহ নাহি জানে ✻ প্রভাতে উঠিয়া তারা বাড়া ফিরিবারে। লোটা হাতে লয়ে পথে যায় ধীরে২ ✻ বাহির হইয়া দেখে বাঘের কাতার। দৌড় দিয়া ঘরে গিয়া মারে চিৎকার ✻ সোনার কলসী লয়ে ব্রাহ্মণী সকল। নদীতে চলিছে তারা ভরিবারে জল ✻ বাঘ দেখি উমা২ সকলে বলিয়া। দৌড় দিয়ে ... কলসী ফেলিয়া ✻ কাঁপিতে লাগিল সবে হইয়া অস্থির। ঘর হইতে

লোক সবে হইয়া বাহির * রাখাল না মেলে গরু রহিল গোয়ালে। ঘরে বসি ঝাড়া লগ্গি ফিরেন সকলে * হাঁড়ি ও পাতিল ঘরে যার যত ছিল হাগিয়া মুতিয়া সব ভরিয়া ফেলিল*বাঘের গর্জ্জনে যায় কাটিয়া মেদিনী। থরং কাঁপে যত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী*কেহ বলে দুরং কেহ বলে মিল। কেহ বলে ওরে বাবা মোর প্রাণ গেল * কেহত কহেন গিয়া কাছেতে রাজার। ব্রাহ্মণা নগর গেল হইয়া উজাড় * কারাগারে রাখিয়াছ এক যে ফকির। আসিল তাহার ভাই জিন্দা গাজি পীর * কতশত বাঘ আনি দিছে পাঠা-ইয়া। খাইতেছে মানুষ গরু ধরিয়া২*বসিছেন সাহাগাজি রত্ন সিংহাসনে। সোনার নিশান খানি উড়ে চারি কোণে * মানিক চান্দুয়া হেলে শিরের উপর। দাঁড়াইয়া পরীগণ ঢুলায় চামর * শীঘ্র গিয়া মিল রাজা সঙ্গেতে গাজির। নহেত খাইবে বাঘে সকলের শির * রাজা বলে হেন কথা না বলিও আর। থাকিতে দক্ষিণা রায় ভয় কি আমার * এখনি দক্ষিণা রায় শুনিলে কানেতে। মারিবে সকল বাঘ ফকির সহিতে * এ বলিয়া চলে রাজা বাঘ দেখিবারে। উঠিলেন গিয়া এক অট্টালিকা পরে * অট্টালিকে বসি রাজা দেখে চক্ষু মেলি। কাতারেং বাঘ করে চলাচলি*এক গুণ বাঘ রাজা শত গুণ দেখে। অন্তর শুকিয়ে গেল বাক্য নাহি মুখে * ভয়েতে কাঁপেন রাজা করি থরং। যেমন আসিল গায়ে কত শত জ্বর * কাঁপিয়া২ রাজা কি করে তখন। দক্ষিণা রায়ের কাছে করিল গমন * খাইবার বস্তু কত লইলেন সাথে। হইবে দক্ষিণা রায় তুষ্টিত যাহাতে * দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি কলা নারিকেল। শশা বাঙ্গি আনারস যত ইতি ফল * মহিষ ছাগল মৃগ কবুতর হংস। গোটা দশ বারো আর কহিত মৎস্য * এই সব দ্রব্য আগে পাঠাইয়া দিল। দেখিয়া দক্ষিণা রায় মহা তুষ্ট হৈল*সকলে জমিয়া পাক খায় একেবারে। খাইয়া বসিল বীর হরিষ অন্তরে * মেলিকালে গেল রাজা কান্দিয়া২। প্রণাম করিল গিয়া চরণে ধরিয়া * দেখিয়া দক্ষিণা রায় জিজ্ঞাসা করিল। কি কারণে কান্দ রাজা মোর কাছে বল*রাজা বলে কি.বলিব শুনহ গোসাই। জাতি প্রাণ সব যাবে আর রবে নাই * কালু নামে এক বেটা ফকির আসিয়া। যে কথা কহিল তাহা শুন মন দিয়া * গাজি সাহা আছে বলে ভাই এক তার। মোর কন্যা চায় সেই বিয়া করি-বার * আসিলেন কালু তার ঘটক হইয়া। রাখিয়াছি কারাগারে তাহাকে বাঁধিয়া*এখন তাহার ভাই বাঘ লয়ে সাথে। আসিয়াছে এই দেশে মোর নগরেতে * আসিয়াছে কত বাঘ সংখ্যা নাহি তার। নিমেষে করিবে এই দেশ ছারখার * প্রজাগণ ঘরে২ বাহির না হয়। বাঘের গর্জ্জনে কারপ্রাণ

স্থির নয়* গো মানুষ ধরি২ খাইতেছে বাঘে॥ পলাইতে পথ নাই বাঘ চারিদিকে* শুনিয়া দক্ষিণা রায় হেসে২ কয়॥ এর লাগি কান্দ রাজা নাহি কিছু ভয়* এখনি যাইব আমি থাকহ নিশ্চিতে। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে * এ বলিয়া উঠে বীর রুষিয়া তখন। সমরে যাইতে অঙ্গে পরেন বসন * প্রথমে পরিল ধুতি লম্বা আশি হাত। দশ মনি লোহার টুপি দিলেন মাথাত * চল্লিশ মনের এক জিঞ্জির কোমরে॥ আটিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে * শতমন খাড়া খানি বগলে লইল। আশি মন ঢাল আনি গর্দানে বান্ধিল * তিন শ মনের গদা হাতেতে লইয়া॥যাত্রা করি যায় বীর সমরে চলিয়া*যাত্রা কালে হাঁচি তার বামেতে পড়িল। চক্ষেতে আসিয়া মাছি উড়িয়া বসিল * চলিতে পড়িল বীর উষ্ঠা খেয়ে পায়। দেখে আর কাঠুরিয়া কাষ্ঠ লয়ে যায় * রহ২ তিন ডাক শুনিল পশ্চাতে। সমুখেতে মরা আর দেখেন চক্ষেতে * কু-যাত্রা দেখিয়া বীর ভাবে মনে২। ফিরিয়া না আসে ঘরে লজ্জার কারণে * চিন্তাযুক্ত হৈয়া বীর করিল গমন। ঘরে২ হুলাহুলি দেয় রামাগণ * শঙ্খ শিঙ্গা বাজে আর বাজে করতাল। তমর২ করি কেহ বাদ্য করে গাল * বসিলেন মটুক রাজা দালানের ছাতে। দক্ষিণা রায় বীরের সমর দেখিতে * সাত পুত্র নয় শালা সভাসদ লইয়া॥ বসিয়া দেখেন রাজা গালে হাত দিয়া*সাজিয়া দক্ষিণা রায় রণস্থলে গেল॥ দূরে থাকি সাহা গাজি তাহাকে দেখিল * দেখিয়া সাহেব গাজি কহে বাঘগণে॥ দেখহ দক্ষিণা রায় আসিতেছে রণে * চারিদিকে বেড় দিয়া কাতার বান্ধিয়া। শুনিয়া চলিল বাঘ গর্জ্জিয়া২ * তখনি দক্ষিণা রায় চক্ষু [illegible] দেখে॥ লক্ষে২ বাঘগন আসে লক্ষে২ *এক গুণ বাঘ বীর সাত গুণ [illegible] মন শুকিয়া গেল বাক্য নাহি সরে * ভয়েতে দক্ষিণা রায় কাঁপে থরথরি* মনে২ ভাবে বীর একা কিবা করি*এক বাঘ মারি যদি গদাউঠাইয়া॥ দশ বিশে একেবারে ধরিবে আসিয়া * এ ভাব ভাবিয়া বীর ক্ষমা দিয়া রণ॥ নদীর দিকেতে গেল চলিয়া তখন*নদীর কুলেতে গিয়া আসন গাড়িয়া॥ গঙ্গাকে ডাকেন বীর কান্দিয়া২*তাহার ডাকেতে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল॥ দেখিয়া দক্ষিণা রায়প্রণাম করিল*আশীর্বাদ করি দেবি জিজ্ঞাসে তখন॥কহ বীর কেন মোরে করিলে স্মরণ*কহেন দক্ষিণা রায় কান্দিতে২ শুন মাগো কি কহিব তোমার সাক্ষাতে*মটুক রাজায় মোরে সেবে ছোট-বধি। সেবিয়া আসিছে তার পিতামহ আদি * সে রাজার জাতি মাগো জাতি চলে যায়॥ আসিয়া ফকির এক তার কন্যা চায় * নাহি জানি [illegible] কত ফকির আনিছে॥ ব্রাহ্মণা নগর সব বেড়িয়া রাখিছে * তুমি যদি দয়া

করে দেহগো কুম্ভীর। তবেত দেখিতে পারি কেমন ফকির * গঙ্গা বলে বল বীর বল সে সত্তর। কি নাম ফকির সেই কোন দেশে ঘর * কহেন দক্ষিণা রায় শুনগো জননী। সাহেব গাজি নাম তার লোক মুখে শুনি * পশ্চিম দেশেতে ঘর বৈরাট নগর। তাহার পিতার নাম সাহা সেকান্দর * অজুপা বলীর সুতা তাহার জননী। শুনিয়াছি লোক মুখে আমি নাহি চিনি * গঙ্গা বলে তবে তারে সন্দেহ কি এতে। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেছে তাহাদের জাতে * শুনহে দক্ষিণা রায় নাহি জান তুমি। গাজি মোর ভগ্নিপুত্র তারে চিনি আমি * একই রক্তের মাংস নাহি হয় পর। পুত্র হৈতে দয়া অতি গাজি প্রতি মোর * আমি আর দুর্গাদেবী সহায় তাহার। কিরায় চাম্পার বিয়া শক্তি আছে কার * সংসারের লোক সব জানে একেবারে। তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে * মটুক রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া। মিলুক গাজির সাথে কন্যা বিয়া দিয়া * শুনিয়া দক্ষিণা রায় কহেন তখন। কেন মা তোমাকে তবে করিনু স্মরণ * প্রাণ ভয়ে পলাইলে হাসিবেক লোকে। আর সে ধরিয়া বাঘে খাইবে আমাকে * জয় পরাজয় আমি তাহা নাহি চাই। কুম্ভীর আমাকে দিবা তোমার দোহাই * গঙ্গা বলে নাহি দিব কুম্ভীর তোমারে। বিরক্ত হইয়া গাজি গালি দিবে মোরে * কান্দিয়া দক্ষিণা রায় কহিলেন তবে। তুরুক সহায় হয়ে কি ফল পাইবে * তুরুক কি সেবা পূজা করিবে তোমার। নিদয়া হইয়া মাগো অভাগা আমার * যদি নাহি দিলা তুমি কুম্ভীর আমাকে। এখানি মরিব আমি তোমার সম্মুখে * এ বলিয়া তৎপরে গদা লইয়া হাতে। আপন মস্তকে গদা উঠায় মারিতে * হেনকালে কহে গঙ্গা রাখ২ বীর। এখনি আনিয়া দেই তোমাকে কুম্ভীর * এক কথা কহি কিন্তু শুন সাবধানে। এসব বৃত্তান্ত যেন গাজি নাহি শুনে * তবেত ত্বরায় গঙ্গা গিয়া পাতালেতে। কুম্ভীর ভাষায়ে দিল পাতাল হইতে * দশ হাজার কুম্ভীর উঠিল ভাসিয়া। হরিষে দক্ষিণা রায় চলিল লইয়া * ভাঙ্গিয়া বনের মাথা কুম্ভীর চলিল। পেটের ঘসাতে কত খাল বিল হৈল * কুম্ভীর লইয়া বীর রণস্থলে যায়। দালানে বসিয়া রাজা সবাকে দেখায় * দেখহ গোসাই মোর আনিছে কুম্ভীর। বাঘ লয়ে পালাইবে এখনি ফকির * কুম্ভীর দেখিয়া গাজি পরীগণ কাছে। কহে দেখ গঙ্গামাসি কুম্ভীর দিয়াছে * ভাল২ মাসী মুখে আশীর্বাদ কেবল। কাটিয়া বৃক্ষের মূল পত্রে ঢালে জল * এই সব আলাপন করেন বসিয়া। আসিল দক্ষিণা রায় ক্রোধিত হইয়া * কুম্ভীর ছুলায়ে দিল বাঘ ধরিবারে। হেনকালে সাহাগাজি কহে উচ্চৈঃস্বরে * যত বাঘ আছে সব চলহ

সাজিয়া। কুমীরের মাথা গিয়া ফেলহ ভাঙ্গিয়া * গাজির আজ্ঞায় বাঘ চলিল তখন। কুমীরের সাথে গিয়া আরম্ভিল রণ* বাঘের ডাকেতে কাঁপে ব্রাহ্মণী নগর। ব্রাহ্মণী সকল কাঁপে করে থর২ * কাঁপেন দক্ষিণা রায় হইয়া অস্থির। মটুক রাজার পড়ে দুই চোখে নীর * গর্জ্জিয়া২ বাঘ লেজ ঘুরাইয়া। কুমীর উপরে গিয়া পড়ে লম্ফ দিয়া * হুঙ্কার মারিয়া মারে কামড় দন্তেতে। নাহি বিন্ধে দাঁত নখ কুমীর অঙ্গেতে * কাঠের সমান শক্ত কুমীরের কায়। কামড় খাবায় কিছু কষ্ট নাহি পায় *বাঘের ভাঙ্গিল দাঁত নখ ভাঙ্গে কার। কাতর হইল বাঘ শক্তি নাহি আর * তখন কুমীর গণ গর্জ্জিয়া২। ধরেন বাঘের পদে ঠোঁটে চিপা দিয়া * কাহার ভাঙ্গিল ঠ্যাঙ্গ কার ভাঙ্গে শির। ভাগিয়া চলিল বাঘ হইয়া অস্থির*আসিয়া দক্ষিণা বীর বলে মার২। সকল বাঘের আজি ভেঙ্গে দেহ হাড় * কুমীরের ভয়ে বাঘ পলাইয়া চলে। গাজির নিকটে গিয়া কেন্দে২ বলে * কুমীরের অঙ্গ শক্ত লোহার আকার। এই দেখ দাঁত নখ ভাঙ্গিল সবার * শক্তি নাহি অঙ্গে মোর সমরে যাইতে। পলাইয়া আসিলাম তোমার কাছেতে*শুনিয়া সাহেব গাজি হইয়া কাতর। কহেন খোদার কাছে জোড় করি কর* এইত সঙ্কট হইতে দেহ মোরে ত্রাণ। দয়া করে দেহ রৌদ্র অগ্নির সমান * যে বাঞ্ছা করিল মনে পুরিত হইল। অগ্নির সমান রৌদ্র তখনি উঠিল*রৌদ্রের তাপেতে তবে যতেক কুমীর। লোট পাট করে সবে হইয়া অস্থির * জল কাদা বিনে বুক শুখাইয়া গেল। জল২ করি তারা সকলি ভাগিল* পিছে২ বাঘগণ খেদাড়িয়া চলে। মার২ ধর২ শাহা গাজি বলে * দৌড়িয়া২ লম্ফে কুমীর সকল। সাগরেতে পড়ে গিয়া হইয়া চঞ্চল * পলাইয়া গেল তারা পরস্তর নগর। এখানে দক্ষিণা রায় হায়২ করে * আসিয়া সকল বাঘে তাহাকে বেড়িল। সঙ্কটে পড়িয়া বীর কান্দিতে লাগিল * কান্দিয়া২ বলে কি করি উপায়। এমন বিপদে আসি কে মোরে তরায় * কপালেতে ছিল বুঝি এমন লিখন। ফকিরের বাঘ হাতে আমার মরন * প্রাণ লয়ে পলাইলে হাসিবেক লোকে। মটুক ভূপতি আর ছাই দিবে মুখে * এ ভাবে ভাবিয়া বীর কি করে তখন। কান্দিয়া২ করে চণ্ডিরে স্মরণ * ভক্তি ভাবে ডাকে বীর কোথাগো ভবানি। অধীনেরে ত্রাণ কর গনেশ জননী * দুর্গতি নাশিনী দুর্গে রহিলে কোথায়। পদছায়া দিয়া রক্ষা করগো আমায় এরূপে দক্ষিণা রায় ডাকে ঘন২। তাঁহার স্তবেতে হেলে দুর্গার আসন * অন্তরে জানিয়ে দুর্গে রথে করি ভর। দক্ষিণা রায়ের কাছে আসিল সত্ত্বর* শূন্যমধ্যে রথখান হেলিতে লাগিল। দেখিয়া দক্ষিণা রায় প্রণাম করিল *

রথে বসি শিব জায়া জিজ্ঞাসিল তায়। কি কারণে বল মাগো ডাকিলে আমায় ॥ কহেন দক্ষিণা রায় কান্দিতে২। কি কহিব দেখ মাগো আপন চক্ষেতে * জগনের বাঘ মো'র বেড়িয়া রাখিছে।নগরের লোক আর কত বা মারিছে* অতএব করি মাগো এই নিবেদন। ভুত প্রেত মোরে তুমি দেহ কতজন * মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে। এই ভিক্ষা মাগো আমি মাগী চরণেতে* চণ্ডি বলে শুন বাছা ক্ষান্ত দেহ রণ।চাম্পাকে পাইবে গাজি নির্বন্ধ লিখন* মট্‌ক রাজাকে তুমি কহ বুঝাইয়া। মিলুক গাজির সাথে কন্যা বিয়া দিয়া* গাজি মোর ভগ্নিপুত্র আমি মাসি তার।বিয়া যদি নাহি দেয় রাজায় তোমার রাজ্যপাট নগর দিব ভাসায়ে জলেতে। না রাখিব এক প্রাণী বংশে বাতি দিতে * কার্ত্তিক গণেশ মত গাজি বাছা মোর। মাসাত ভগ্নির পুত্র নাহি হয় পর * চাম্পাকে গলার হার আপনার দিয়া। নমস্কারি লয়ে যাব কৈলাশে চলিয়া * যাহ তুমি কহ গিয়া মট্‌ক রাজারে। ভাল যদি চাহে কন্যা দিউক গাজিরে * কতবড় রাজা সেই এত অভিমান। গাজির বাপের নহে দাসের সমান * বলি রাজা আর সুতা গাজির জননী। সকল রাজার তারা হয় চুড়ামণি * তার সাথে বিয়া দিতে কিছু দোষ নাই। টাকা দিয়া পাবে কোথা এমন জামাই * শুনিয়া দক্ষিণা রায়ের মুখ শুখাইয়া। কহেন চণ্ডির কাছে কান্দিয়া২ * শুন মাগো কেন তবে ডাকিলাম আমি। ভুত প্রেত যদি মোরে নাহি দেহ তুমি * এখনি মরিব আমি গলা হানি মাথে। এ বলিয়া তুলে গদা মস্তকে মারিতে * রাখ২ বলি দেবী ধরিয়া গদায়। কহিলেন দিব ভুত প্রেত তোমায়*এ সব সংবাদ যেন গাজি নাহি শুনে। শুনিলে বিরক্ত বাছা হবে মনে২ * এ কথা বলিয়া দেবী হুঙ্কার মারিল। ডাকিনী যোগিনীগণ সাজিয়া আসিল * দেও দানব ভুত প্রেত চৌষট্টি যোগিনী। আসিল সমরস্থলে যথায় ভবানি*দন্ত কিচিমিচি করি জিজ্ঞাসা করিল। কি কারণে জননীগো ডাকিয়াছ বল*রণ করিবারে আজ্ঞা তাহা-দিকে দিয়া। কৈলাশ শিখরে দেবী গেলেন চলিয়া * এখানে দানবগণ সাজিয়া তখন। চলিল বাঘের সাথে করিবারে রণ* পর্বত হইতে তারা আনিয়া পাথর। শুন্যেতে বসিয়া মারে বাঘের উপর*চারিদিকে চায় বাঘে কিছু নাহি দেখে। যেমন আকাশ হৈতে পড়ে লক্ষে২ * কোনদিকে পালাইয়া না পারে যাইতে। একেক বাঘের গায়ে পড়ে শতে২* কাহার ভাঙ্গিল পদ কার ভাঙ্গে মাথা। দৌড় দিয়া কহে গিয়া সাহা গাজি যথা * কহেন গাজির কাছে কান্দিয়া২। কি কর সাহেব গাজি কি কর বসিয়া *

মরিব সকল বাঘ রক্ষা নাহি আর। উঠিতে বসিতে নাহি শক্তি আছে কার না জানি থাকিয়া শুন্যে কে মারে পাথর॥তাহাতে সকল বাঘ হইল কাতর* হেন শক্তি নাহি কার উঠিয়া বসিতে॥শুনিয়া সাহেব গাজি লাগিল ভাবিতে ধিয়ান করিয়া পীর অন্তরে জানিল। দেওদান ভুত প্রেত দুর্গা দেবী দিল * তখনি সাহেব গাজি কলেমা পড়িয়া॥ফুক দিল চারিবার চারিদিকে চাইয়া* তখনি ভুতের গায় লাগিল আগুন। যেই দিকে চায় তারা মেলিয়া নয়ন* সেই দিকে জলে অগ্নি দাউ২ করি। দৌড়াদৌড়ি করে সবে হৈয়া দিগম্বরী ঈষাণ কোনের দিকে দেখে কিছু পথ॥ তাহা দিয়া সকলেতে চালাইয়া রথ প্রাণ লয়ে পালাইল দানব সকল। ভাবেন দক্ষিণা রায় হইয়া চঞ্চল* হেন-কালে বাঘ সকল কাতার বান্ধিয়া॥ দক্ষিণা রায়েরে বেড় করিল আসিয়া* মনে২ ভাবে রায় রক্ষা নাহি আর॥ নিশ্চয় বাঘের হাতে মরণ আমার * ভাবিয়া চিন্তিয়া বীর কোমর বান্ধিয়া। মারিলেক ডাক এক ক্রোধিত হইয়া তাহার ডাকেতে ভুমি কাঁপে থরে২॥কাঁপিল বাসুকি নাগ পাতাল নগরে* ইন্দ্র আদি দেবগণ উঠিল কাঁপিয়া॥ গর্ভিনীর গর্ভ কত গেলহ পড়িয়া * যত বাঘ ছিল-সব ঢলিয়া পড়িল॥ প্রাণ ভয়ে পরীগণ পলাইয়া গেল * একেলা বসিয়া গাজি ভাবে মনে২। হেথায় দক্ষিণা রায় সাজিয়া তখনে * গর্জ্জিয়া চলিল বীর গাজিকে মারিতে। হেনকালে সাহাগাজি আশা লয়ে হাতে * আশাকে কহেন পীর কার মুখ চাহ। দক্ষিণা রায়ের সহিত লড়ি-বারে যাহ*বিছমিল্লা বলিয়া আশা দিলেন ছাড়িয়া। গর্জ্জিয়া চলিল আশা ঘুরিয়া২ * - লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া দক্ষিণার বুকে। আশার প্রহারে তার রক্ত উঠে মুখে*লাফ দিয়া আশা পুনঃ পড়িলেক শিরে। ক্ষণে পড়ে নাকে মুখে ক্ষণে পড়ে ঘাড়ে * ভুজঙ্গের মত ক্ষণে ধরে পেচ দিয়া। আছাড় খাইয়া বীর পড়িল ঢলিয়া * কোনমতে আশা নাহি পারে ছাড়াইতে। করিয়া অনেক বুদ্ধি গদা লয়ে হাতে* মারিল আশার পরে গদা উঠাইয়া। দুইখান হৈল আশা পড়িল ভাঙ্গিয়া * দুইখান আশা বীর লয়ে দুই হাতে। ফেলিয়া দিলেন নিয়া মধ্য সাগরেতে * যে সময়ে গাজির আশা সাগরে ফেলিল। সাগরের জল যত শুখাইয়া গেল * তখনি জানিয়া গঙ্গা আপন অন্তরে। পাঠাইয়া দিল আশা চাম্পার মন্দিরে * যে সময়ে চাম্পার ঘরে আশা নিয়া দিল। যেই জল ছিল পুর্ব্বে সেই জল হৈল * এখানে দক্ষিণা রায় গদা লয়ে হাতে॥ রুষিয়া চলিল বীর গাজিকে মারিতে * তবেত সাহেব গাজি তখনি উঠিয়া॥ কেহ নাহি চারিদিকে দেখেন চাহিয়া *মনে২ ভাবে কারে করিব হুকুম। অমনি দেখিল চক্ষে পায়ের খড়ম * খড়মেরে

সাহা গাজি কহেন তখন। দক্ষিনা রায়ের সাথে কর গিয়া রণ * গর্জ্জিয়া খড়ম তবে চলিল উড়িয়া। রায়ের মস্তকে গিয়া পড়িল ঘুরিয়া * মস্তকে পড়িয়া তার ধুম২ করে।চাট্ র মাট্ র তার নাকে মুখে মারে*ক্ষণে২ শুন্যে উড়ে ক্ষণে পড়ে গায়। ভূমিতে পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়*বারং খড়ম যে পড়ে আর উঠে। যেমন বানের চিড়া নারি লোকে কুটে * অশক্তি হইয়া রায় পড়িল ভূমিতে। হেনসময়ে সাহাগাজি অসি লয়ে হাতে * বুকে বসি দুই কান কাটিল টানিয়া। রাম২ বলে বীর কানে হাত দিয়া * পরে গাজি অস্ত্র তার দিতে চায় গলে। খোদার দোহাই দিয়া কেন্দে২ বলে * নাহি কাট গলা মোর ধরি আমি পায়। কাটিয়াছ কান মোর সেইত লজ্জায় * রক্ষা কর প্রাণ নাহি মারিও প্রাণেতে। সেবক হইব আমি তোমার কাছেতে* মট্ ক রাজাকে আমি এখনি কহিয়া। চাম্পাকে তোমার কাছে আজি দিব বিয়া * শুনিয়া সাহেব গাজি নাহি কাটে আর। দড়ি দিয়া দুই হাত বান্ধিয়া তাহার * পশ্চাতে লইয়া বলে ধরিয়া টিকিতে। বার হাত ছিল লম্বা টিকি তার মাথে * ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্বত আকারং। হাতির কানের মত কান দুটি তার * বাম হাতে গাজি তার টিকিতে ধরিয়া। পালঙ্কের খুরা সাতে বান্ধিল আটিয়া * হেনসময়ে পরীগণ সকলি আসিল। আসিয়া গাজির কাছে ছালাম করিল* গাজি বলে ভাল২ চিনেছি সকলে। একাকী ফেলিয়া মোরে পালাইয়া গেলে * পরীগণ বলে শুন সাহা জিন্দা পীর। যে ডাক মারিয়াছিল এই দুষ্ট বীর * আমাদের প্রাণ নাহি আছিল কায়াতে। মরণের ভয় জান রাখে সকলেতে * ক্ষমা কর অপরাধী আছি পদতলে। না করিব হেন কাজ আর কোনকালে * শুনিয়া সাহেব গাজি হাসিয়া২। বসাইল সবাকারে আপনি উঠিয়া * ধন্য২ সাহাগাজি বলে পরীগণ। কেমনে এমন বীর করিলে বন্ধন * হেনকালে বাঘ সব চেতন পাইয়া। আসিয়া হইল খাড়া ছালাম করিয়া * হাসিয়া২ তবে কহিলেন গাজি। তোমাদের বাহাদুরি জানা গেল আজি * বাঘ বলে জান তুমি কি কহিব আর। দক্ষিণার ডাকে জ্ঞান নাহি ছিল কার*ভূমিতে পড়িয়া ছিনু হইয়া অস্থির। ধন্য ধন্য সাহাগাজি ধরিলা যে বীর * এখন ইহাকে দেহ বিভাগ করিয়া। আমরা সকলে খাই উদর ভরিয়া * বেড়াভাঙ্গা বলে মোর ভাগ কলিজার। খান্দেওয়ালা বলে দিল কেপারা আমার * শুনিয়া দক্ষিণা সে-কাঁপে থর২। হাত বাড়াইয়া কহে গাজির গোচর * বাঘ সবে নাহি তাহাঁমাকে কাটিয়া। দিবহ চাম্পার বিয়া এইক্ষণ গিয়া*শুনিয়া সাহেব চলে হাসেন তখন। পরীগণ হাসে দিয়া মুখেতে বসন * হাসিয়া বলেন

গাজি বাঘ সকলেরে॥ খাইতে নাহিক দিব দক্ষিণা রায়েরে * চাম্পাকে আমার সাথে বিয়া দিবে বলে॥ এত শুনি বাঘ পরী হাসেন সকলে * বাঘ পরী লয়ে গাজি রহে আনন্দেতে। কি করে ঘটক রাজা শুন সকলেতে* যখন দক্ষিণা রায় হইল বন্ধন॥ হায় হায় করে রাজা করেন ক্রন্দন *

ধুয়া॥ হায় মরি হায় হায় কি হৈল কি হৈল।
কেমনে এমন বীর তাহাকে ধরিল *

ত্রিপদী * দক্ষিণা রায়ের জন্তে, ভাবে রাজা মনে মনে, নতশিরে হাত গালে দিয়া॥ আছিল এমন বীর, ধরিয়া হাতীর শির, দিছে হাতী দূরেতে ফেলিয়া* তাহাকে যবনে ধরে, কেবা যুদ্ধে আর পারে, কোথা যাব ঠেকিলাম হায়। জাতি কুল সব যাবে, বাঘে আজ ধরে খাবে, হায় হায় কি করি উপায়*পাত্রমিত্র সবে কয়, নাহি ভাব মহাশয়, কি করিবে একাকি ফকির সেনাগণ এত২, তিন কোটি সাত শত, বার লক্ষ তোপ আর তীর * তিন লাখ ঘোড়া হাতী, যবনের কিবা শক্তি, সমরেতে পারে তব সাথে॥ তোপ আর তীর তার, বাঘ সব ছারখার, করে খোরা দিব নিমিষেতে * তবে রাজা শান্ত হৈয়া, কহে সবে ডাক দিয়া, বিলম্বেতে কাজ নাহি আর॥শীঘ্র২ চল সাজি, রণস্থলে গিয়া আজি, বাঘ সব করিয়া সংহার* ধরে সেই ফকিরেরে, আনিয়া চণ্ডির ঘরে, বলি দিব ছাগলের মত॥রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে, সাজিতে লাগিল সবে, হাতী ঘোড়া সাজায় মাহুত * হাতী সব সাজাইয়া, তোপ বন্দু পৃষ্ঠে দিয়া, খাড়া করে কাতারে কাতার॥ কেহ লয় তলওয়ার, পৃষ্ঠে বান্ধে ঢাল কার, কার হাতে গুরুজ লোহার * সেনাগণ রণে সাজে, নানা ইতি বাদ্য বাজে, শব্দে তার যায় কান ফেটে॥ মৃদঙ্গের ধুমধুমি, তবলের ঘুমঘুমি, টেনটেনাইয়া ঘণ্টা উঠে * ঢোল বাজে তিন লাখ, দুই লক্ষ জয় ঢাক, রাম কড়া বাজে শত২॥ বাজে ডঙ্কা রায় বাঁশী, ভেউর দামামা কাঁশি, বাজে আর বাজে কত শত *

ধুয়া॥ বাজিল বাজিল বাদ্য কতবা বাজিল॥
সাজিল সাজিল সেনা সাজিয়া চলিল*

পয়ার * বাদ্য বাজাইয়া সেনা চলে সব রণে॥ ঘরে ঘরে উলুধ্বনি দেয় রামাগণে * তিনশত হাতী ঘোড়া কাতারে চলিল॥ পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিতে লাগিল * চলিছে ঘটক রাজা হরিষ অন্তরে॥ হেনসময় কালু সাহা থেকে কারাগারে*কহিতে লাগিল কালু রাজাকে ডাকিয়া॥ আমাকে লইয়া যাহ সঙ্গেতে করিয়া * নহেত তোমার আজি না বাঁচিবে প্রাণে২ ধরিয়া গাজির বাঘে ভাঙ্গিবে গর্দান * মনে২ গর্ব করে লয়ে সেনাগণে

হেলায় সাহেব গাজি জিনিবেক রণ * সংসারের সব লোক আসে একে-
বারে। তবু না গাজির সাথে পারিবে সমরে*মিছামিছি লোক সব মারিবে
প্রাণেতে। কন্যা দিয়া মেল গিয়া ফকিরের সাথে * শুনিয়া মটুক রাজা
ক্রোধ হৈয়া কয়। এতবড় কথা তোর নাহি কিছু ভয় * ভাবিছ কি মনে২
ওরে দুরাচার। কন্যা যে বাপের বিয়া দেখাব তোমার * এইক্ষণ গিয়া বাঘ
সকল মারিয়া। গাজিকে আনিব হাতে রশি লাগাইয়া * তোরা দুইজনে
কন্যা পূজার সম্মেতো জোড়া বলি দিব নিয়া চণ্ডির ঘরেতে*শুনিয়া সাহেব
কালু হেট শিরে রয়। মনে২ ক্রোধ কিছু মুখে নাহি কয় * চলিয়া মটুক
রাজা গেল রণস্থলে। হেথায় সাহেব গাজি মনে২ বলে* খোদা বিনে নাহি
আর ভরসা আমার। অবশ্য করিবে রক্ষা কৃপায় তাহার * বাঘ সব লয়ে
কাছে আর পরীগণ। মনে২ করে গাজি আল্লাকে স্মরণ * হেন সময়ে লোক
সব আসিয়া রাজার। সাজাইল তোপ ধনু বান্ধিয়া কাতার*বসিয়া আছেন
গাজি বাঘ পরী লিয়া। চারিদিকে বেড়িলেক তোপ ধনু দিয়া * তৎপরে
কহে রাজা ডাকিয়া সবারে। ফায়ার করহ তোপ সব একেবারে*তবে তারা
তীর গুলী ছাড়িতে লাগিল। তাহার শব্দেতে ভুমি কাঁপিয়া উঠিল* গাছ
পালা যত কিছু আছিল মাঠেতে। ভস্ম হৈয়া গেল সব গুলীর আঘাতে*
ছাড়িল সকল তোপ তীর যত আর। ধুয়াতে সংসার গেল হৈয়া অন্ধকার
অন্ধকার হৈয়া ধুমা তিন দণ্ড রয়। ডাকিয়া মটুক রাজা লোক সবে কয় *
মরিল ফকির বাঘ গিয়াছে বালাই। হরিধ্বনি দিয়া সবে ঘরে চলে যাই *
ক্ষণেক পরেতে গেল ফরসা হইয়া। বাঘ সবে খাড়া দেখে কাতার বান্ধিয়া
এক লোক তাহাদের খুয়া নাহি গেছে। জীবমান সাহাগাজি পরীগণ কাছে
দেখিয়া মটুক রাজা হাত দিয়া গালে। অস্থির হইয়া অতি কেন্দে২ বলে *
এই যে ফাকর বুঝি মহামন্ত্র জানে। বার লাখ তোপ মোর গেল অকারণে*
তিনকোটি সেনা: আমি আনিলাম সাথে। ফকিরের এক বাঘ নারিনু মারিতে
না পারিব যুদ্ধে আর ফকিরের সাথে। মিছামিছি আসিয়াছি প্রাণ হারা-
ইতে * এ বলিয়া ভয়ে রাজা যায় পলাইয়া। বাঘগণে কহে গাজি তখনি
উঠিয়া * পালাইয়া যায় রাজা লয়ে সেনাগণ। বেড়িয়া সকল সেনা মারহ
এখন * তবে বাঘ লম্ফ দিয়া পড়িয়া সেনাতে। মারিতে লাগিল লোক
হাতে আর দাতে * ক্রোধিত হইয়া সবে অস্থির আকার। মারিয়া চলিল
সেনা হাজার২ * প্রাণ ভয়ে কত লোক পলাইয়া যায়। নাচিয়া নাচিয়া বাঘ
তাহাকে ফিরায়*হাউ২ শব্দ করি কাছে যায় যার। না ছুইতে প্রাণ আগে
চলে যায় তার * খান্দেওয়ারা বেড়াভাঙ্গা কালকুট বাঘ। যাহার ডাকেতে

উঠিয়া * পালাইয়া যায় রাজা লয়ে সেনাগণ। বেড়িয়া সকল সেনা মারয়ে
[illegible] পড়িয়া সেনাতে মারিতে লাগিল [illegible]
হাতে আর দাতে * ক্রোধিত হইয়া সবে অস্থির আকার। মারিয়া [illegible]
সেনা হাজার২*প্রাণ ভয়ে কত লোক পলাইয়া যায়। নাচিয়া নাচিয়া বাঘ
তাহাকে কিরায়*হাউ২ শব্দ করি কাছে যায় যার। না ছুইতে প্রাণ আগে
চলে যায় তার * খান্দেওয়ারা বেড়াভাঙ্গা কালকুট বাঘ। বাঘের ডাকেতে

কাপে পাতালের নাগ * গজ্জিয়া২ বাঘে মারিতে লাগিল। হাতী ঘোড়া যত ছিল সকলি মারিল * কত লাখ লোক মারে সংখ্যা তার নাই। কত লোক পলাইয়া গেল ঠাই২ * শিরের পাগড়ি আর গায়ের চাদর। ফেলিয়া মটুক রাজা উঠে দিল দৌড়* ত্বরায় বাটিতে গিয়া কপাট লাগায়। খুজিয়া মানুষ আর বাঘে নাহি পায় * চলিলেক বাঘ সবে রণে করি জয়। গাজির নিকটে গিয়া হরষিতে রয় * কি করে মটুক রাজা শুন সমাচার। মৃত্যুঞ্জীব কুণ্ডা এক আছিল তাহার * তুলিল কুণ্ডার জল কলসী ভরিয়া। রাত্রি কালে জল লয়ে রণস্থলে গিয়া * যত সেনা হাতী ঘোড়া রণেতে মরিল। সবার অঙ্গেতে জল ছিটাইয়া দিল * তবেত সকল মরা পাইল জীবন। যত সেনা হাতী ঘোড়া উঠিল তখন*পশ্চাতে তাহারা পুনঃ সাজিল সত্বর। গাজির বাঘের সাথে করেন সমর * সমর করিয়া লোক নাশ হয় যারা। জল ছিটাইতে পুনঃ জিয়ে উঠে তারা * এইরূপে নিত্য২ করিতেছে রণ। আঠার দিবস হৈল তবে বাঘগণ * অশক্তি হইল আর না পারে লড়িতে। মুখে ঘাও হৈল লোক মারিতে২ * দাঁত নখ সকলের ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসিয়া গাজির কাছে কহিতে লাগিল * নাহি জানি কত লোক মটুক রাজার। যত মারি তত বাড়ে নাহি পারি আর* ভাঙ্গা গেল দাঁত নখ মুখে ঘাও হৈল। অঙ্গে আর শক্তি নাহি কি করিব বল * শুনিয়া সাহেব গাজি দু-আখি মুদিয়া। মৃত্যুঞ্জীব কূপ দেখে ধেয়ান করিয়া * গাজি বলে বাঘ-গণ শুন সকলেতে। মৃত্যুঞ্জীব কূপ আছে রাজার বাটিতে * অমুক স্থানেতে কুণ্ডা শুন সমাচার। গো-বধ করিয়া যদি পার ফেলিবার* তবেত দণ্ডেতে রণ জয় হৈয়া যাবে। বাঁচিবার শক্তি আর কার নাহি হবে * তবে বাঘ বেড়াভাঙ্গা উঠে লম্ফ দিয়া। আনিলেক গরু এক তখনি মারিয়া * এক চাকা মাংস তার নিয়া এক পরী। কুণ্ডাতে ফেলিয়া সেই আসিলেক উড়ি * তৎপরে বাঘ আর পরী যত ছিল। একেবারে সবে সাজি সমরে চলিল * যত২ সেনা ছিল মটুক রাজার। বাঘ আর পরী গিয়া মধ্যেতে তাহার * হাতে দাতে বাঘগণ লম্ফ২ মারে। খাড়া হাতে লয়ে পরী কাটে ক্রুদ্ধভরে * কাটিয়া চলিল লোক হাজার২। মানুষের রক্তে হৈল বাঘের সাতার * সাতারিয়া বাঘগণ চারিদিগে ঘোরে। জীবিত যাহারে পায় ঘাড়ে গিয়া ধরে* তিন কোটি লোক ছিল মটুক রাজার। বার লক্ষ হাতী ঘোড়া ছিল কত আর * পরী বাঘে সব তার মারিয়া ফেলিল। একটি জীবিত নাহি সেদিন রহিল * তবেত মটুক রাজা সে জল লইয়া। মরা সব অঙ্গে পানি দিল ছিটাইয়া * [illegible] তবু নাহি এক

ছিল কত আর * পরী বাঘে সব তার মারিয়া ফেলিল। একটি জীবিত নাহি সেদিন রহিল * তবেত মটুক রাজা সে জল লইয়া। মরা সব অঙ্গে পানি দিল ছিটাইয়া * ভরিয়া তাবত রাত্র জল ছিটাইল। তবু নাহি এক

প্রাণী উঠিয়া বসিল * মনে২ বলে রাজা শিরে হাত দিয়া॥ কুণ্ডাতে গো-মাংস গেছে জবনে ফেলিয়া * হায়২ কোথা যাব কি হবে আমার।আসিয়া খাইবে বাঘে রক্ষা নাহি আর * এ বলিয়া ভয়ে রাজা কোন কাজ করে। পলাইয়া গেল দ্রুত শিতলা মন্দিরে * লোহার কপাট জান লাগায় তাহাতে। যেরূপে না পারে বাঘ ভিতরে যাইতে * এইখানে বাঘগণ জয় করি রণ। কারাগার দিকে সবে করিল গমন*দ্বারিপ্রহরি যত সেইখানে ছিল। ধরিয়া২ বাঘে সকলি মারিল * মারিয়া প্রহরিগণ গিয়া কারাগারে। কালুকে দেখিল বান্ধা লোহার জিঞ্জিরে*অমনি পড়িয়া বাঘ কালুর চরণে। লুটিয়া পড়িয়া ভূমে কান্দে জনে২ * কালুসাহা সকলেরে করিলেন স্থির। তবেত ভাঙ্গিয়া বাঘে লোহার জিঞ্জির * খান্দেওয়ারা বাঘে ধরি কালুর পায়েতে। উঠাইয়া লইলেন আপন পৃষ্ঠেতে * কালুকে লইয়া পিঠে চলে খান্দেওয়ারা॥ নাচেন সকল বাঘ লেজ করি খাড়া * দূরে থাকি সাহাগাজি কালুকে দেখিয়া। ভাই২ বলে পীর ধরিল আসিয়া * হায়রে প্রাণের ভাই কালুরে আমার। আছিল এতেক দুঃখ কপালে তোমার * মোর লাগি ভাই তুমি কারাগারে গেলে। কান্দিয়া ধরিল গাজি কালু সাহার গলে * গলাগলি করি তারা দুই ভাই কান্দে। পাগড়ি খসিয়া পড়ে তুলে নাহি বান্ধে*দোহার কান্দন দেখি যত বাঘ পরী। কান্দিতে লাগিল তারা হেট শির করি *তৎপরে মন শান্ত করি দুইজনে। বসিলেন সিংহাসনে প্রফুল্ল বদনে * দক্ষিণা রায়েরে দেখি কালুসাহা বলে। এমন দারুণ দেও কেমনে ধরিলে * হাসিয়া বলেন কালু ধন্য গাজি ভাই। রাখিয়াছ পালঙ্ক নিচে রাজার গোসাই* হেনকালে সাহাগাজি হরিষ অন্তর।খান্দেওয়ারা বেঙ্গা-ভাঙ্গা দুইটি বাঘেরে* ডাকিয়া কহেন অতি করিয়া পেয়ার। পুত্রের সমান জানি তোমরা আমার * রাজাকে আনিয়া দেহ ত্বরিত করিয়া।তোমাদের যশ রবে জগৎ জুড়িয়া। শুনিয়া তখনি বাঘ গর্জ্জিয়া চলিল। অবিলম্বে রাজপুরি লাফ দিয়া গেল * লোহার কপাট দাঁতে সকলি ভাঙ্গিয়া। একে-বারে অন্তপুরে গেলেক চলিয়া*দেখিয়া বাটির শোভা বাঘ দুইজন। অবাক হইয়া রহে মেলিয়া নয়ন* সোনার মন্দির মঠ অট্টালিকা যত॥ তার মধ্যে মণিমুক্তা গাঁথিয়াছে কত * আর তাতে মানচিত্র অতি মনোহর। জিনিয়া ইন্দ্রের পুরি দেখিতে সুন্দর * কতশত অট্টালিকা সংখ্যা নাহি তার। ফিরোজা পাথর দিয়া গাঁথিয়াছে দ্বার * হীরার কপাট আর কত সারি২। তার মধ্যে গাঁথিয়াছে মানিকের ঝুরি*আশ্চর্য্য হইয়া বাঘ লাগিল কহিতে মানুষে এমন পুরি গড়িছে কি মতে * দেখিয়া বাটির ঠাই বাঘ দুইজনে।

রাজাকে খুঁজিয়া ফেরে দালানে২ * সকল দালান মধ্যে দিয়াছেন বার। না পায় খুঁজিয়া বাঘ উদ্দেশ রাজার*উচ্চ এক অট্টালিকা দক্ষিণেতে ছিল।

গাজী কালু ও চম্পাবতির পুঁথি

ফিরোজা পাথর দিয়া গাঁথিয়াছে দ্বার * হীরার কপাট আর কত সারি২।
তার মধ্যে গাঁথিয়াছে মানিকের ঝুরি*আশ্চর্য্য হইয়া বাঘ লাগিল কহিতে।
মানুষে এমন পুরি গড়িছে কি মতে * দেখিয়া বাড়ির ঠাই খুঁজে দুইজনে।

রাজাকে খুঁজিয়া ফেরে দালানেং * সকল দালান মধ্যে দিয়াছেন দ্বার॥
না পায় খুঁজিয়া বাঘ উদ্দেশ রাজার*উচ্চ এক অট্টালিকা দক্ষিণেতে ছিল॥
তাহার কপাট গিয়া প্রথমে ভাঙ্গিল * কপাট ভাঙ্গিয়া বাঘে দেখে
তাকাইয়া। চাম্পার ভাজেরা সব আছেন বসিয়া* বাঘ দেখে ভয়ে তারা
কাঁপিতে লাগিল। লজ্জিত হইয়া বাঘ ফিরিয়া আসিল * পশ্চিম কপাট
গিয়া ভাঙ্গিলেন পরে।তার মধ্যে দুই বাঘ দেখে আড়েং* চাম্পার মামিরা
সব আছেন তাহাতে॥ হেন সময় বাঘেওয়ারা লাগিল কহিতে* সাহেবের
মামিমাস এরা সব হয়। উপহাস করা কিছু মোর মনে লয় * শুন ভাই
বেড়াভাঙ্গা বসি দেখ তুমি। তাহাদের সাথে ঠাট্টা করি কিছু আমি *
মারিল বিজলী এক লেজ খাড়া করি৷উঁয়াং বলি সবে করে দৌড়াদৌড়ি*
পরণ বসন কার পড়িল খসিয়া॥ ভয়েতে দিলেন কেহ হাগিয়া মুতিয়া *
বেড়াভাঙ্গা বলে শুন বাঘেওয়ারা ভাই। ক্ষেত্ত দিয়া এস শীঘ্র আর কাজ
নাই * তৎপরে গিয়া তারা উত্তর দালানে। কপাট ভাঙ্গিয়া দেখে বাঘ
দুইজনে।চাম্পা আর লিলাবতী বসিয়া যে পাটে * বাঘ দেখে ভয়ে চাম্পা
মার কোলে উঠে * হেনকালে কহে সেই বাঘ দুইজনে। না করিও ভয়
কিছু আপনার মনে * আমরা সেবক মাতা হইগো তোমার। সাহেবের
সাহেবাণী তুমি যে আমার * ধরিয়া চাম্পার পদে বাঘ দুইজন। ছালাম
করিয়া তারা চলিল তখন*কপাট ভাঙ্গিয়া দেখে শীতলা মন্দিরে। বসিয়া
মট ক রাজা কাঁপে থরেং * রাজাকে ধরিয়া বাঘে লইয়া পৃষ্ঠেতে॥ লম্ফেং
যায় চলি গাজির কাছেতে * দূরে থাকি কালু সাহা রাজাকে দেখিয়া॥
পাদুকা ফেলিয়া শীঘ্র যায় দৌড় দিয়া * বাঘ হইতে ছাড়াইয়া লইয়া
রাজারে৷ অনেক সম্মান করি আনে হাতে ধরে * কালু কাছে কহে রাজা
কান্দিয়াং॥ গাজিকে কহিবে বাবা তুমি বুঝাইয়া * প্রাণ রক্ষা যদি তিনি
করেন আমার। দিব যে চাম্পার বিয়া কাছেতে তাহার * মোহাম্মদী দীন
তার কবুল করিব। আর যাহা কয় তিনি সে কথা মানিব*রাজাকে লইয়া
কালু গিয়া তৎক্ষণ। কহেন গাজির কাছে এইত বচন*অপরাধ ক্ষমা কর
মট ক রাজার॥ চাম্পাকে দিবেন বিয়া জাতি দিবে আর * শুনিয়া সাহেব
গাজি রাগ ক্ষমা দিয়া॥ রাজাকে বসান কাছে আপনি উঠিয়া * হেন সময়
বাঘ আর পরী সকলেতে॥ উপহাস করে বসি রাজার সঙ্গেতে * পরীগণ
বলে রাজা মনে কিবে ভাব। দক্ষিণা রায়ের মত কান কেটে দিব * এক
পরী হেসেং বলে এই বাণী। না জানি তোমার রাণী কেমন রান্ধনী *কহ
শুনি মাছে রাণী অম্বল কেমন। আরনি শাকের মধ্যে দিতে পারে নুন *

* ৬৫ *

যেরা পিঠা বানাইতে পারেনি সে আরো কহ শুন রাক্ষসের কাছে জামাতার
এক পরী বলে রাণী রান্ধে বড় মজা॥বিনা তৈলে মাছ আর বড়া করে ভাজা

শুনি মাচে রাণী অবল কেমন। আরনি শাকের মধ্যে দিতে পারে নুন *

মেরা পিঠা বানাইতে পারেনি সে আর। কহ শুণ রাজনের কাছে জামাতার
এক পরী বলে রাণী রান্ধে বড় মজা॥ বিনা তৈলে মাছ আর বড়া করে ভাজা
এইরূপে উপহাস করে পরীগণ। লজ্জায় মটুক রাজা না তুলে বদন *
কালুকে ডাকিয়া রাজা কহিলেন পরে॥ ছাড়িয়া দেহরে বাছা দক্ষিণা রায়েরে
বিলম্ব করিয়া আর কিছু কাজ নাই। বাঘ পরী ছুটি দিয়া চল গৃহে যাই *
গাজিকে কহেন রাজা মধুর ভাষায়। শুন২ বাপধন বলিহে তোমায় * বড়
আহ্লাদের মোর কন্যা চাম্পাবতী। সাত পুত্র মধ্যে সেই আদরের অতি *
তার প্রতি দয়া তুমি সর্বদা রাখিবে॥ অনিষ্ট করিলে কোন মার্জ্জনা করিবে
চাহিয়া খোদার দিকে পালিও তাহায়। দুঃখ ক্লেশ কোনমতে নাহি যেন
পায় * তবেত সাহেব গাজি উঠিয়া তখন। দক্ষিণা রায়েরে দিল ছাড়িয়া
বন্ধন * বাঘ পরী সবাকারে কহেন ডাকিয়া। পাইলে অনেক কষ্ট আমার
লাগিয়া * এইসব মনে কেহ কিছু না রাখিবে॥ এখন বিদায় দেই যাহ চলি
সবে*শুনিয়া সকল বাঘ আর পরীগণ। ছালাম করিয়া তারা চলিল তখন
চলিল মটুক রাজা আপন বাটিতে। গাজি আর কালু সাহা চলে সাথে২ *
আর সে দক্ষিণা রায় আগে আগে যায়॥ বাটিতে গেলেন সবে চলিয়া ত্বরায়
শীতলা মন্দিরে নিয়া রত্ন সিংহাসনে। বসাইল দুইজনে হরষিত মনে *
রাজা প্রজা যত আর পাত্রমিত্র ছিল॥ আসিয়া গাজির কাছে কলেমা পড়িল
তৎপরে বিবাহের করে আয়োজন। আনিলেন জাতি গুষ্ঠী করি নিমন্ত্রণ *
আনন্দের সীমা নাই পুরিতে তাহার। আবদুর রহিম বলে পাঁচালি পয়ার*

(ধুয়া) আজ কি আনন্দ রাজার ভবন মাঝে।
ঘরে ঘরে জয়ধনি নানা বাদ্য বাজে *
নর্ত্তকি কামিনীগণ শতে শতে সাজে।
গাইতে॥ নাচিতে আজ্ঞা দিল মহারাজে*

পয়ার * নাটুয়া করেন নৃত্য বাইয়ে করে গান॥ নানাজাতি বাদ্য বাজে
মধুর সমান * ডগর মৃদঙ্গ ঘন্টা দামামা কর্ণাল॥ ভেউর ঝাজরা কাড়া
মাদল বিশাল*রামকাড়া জয় ঢাক শঙ্খ বীণা বাঁশি॥ তুরি ভেড়ি পাখওাজ
ঢোল বেলা কাশি * ঠেমছা খেমছা আর সানাই সেতারা। খোঞ্জরি খমক
তাসা তবল তাম্বুরা * সারঙ্গ সারিন্দা বাজে মন্দিরা পাজরী॥ টিকার ডম্বর
ডুক্কা বাজে সারি২ * চপ ও রোশন চৌকি বাদ্য যত আর॥ ভিন্ন২ শব্দে
বাজে ভবনে রাজার*নানাজাতি বাজি আর ছাড়ে শত২। একেবারে জ্বলে
উঠে অদ্ভুত২ * সপ্তম দিবস ধরি গান বাজনা হয়। যতেক তামাসা কার
গাজি কালু

নাহিক নির্ণয় * নগরেতে কার ঘরে নাহি চড়ে হাড়ি। স্ত্রী পুরুষ সব মিলি
যায় রাজবাড়ী * পশ্চাতে মটুক রাজা সভাসদ লৈয়া। শুভদিন শুভক্ষণ
গনিয়া বাছিয়া * বর কন্যা সাজাইতে আদেশ করিল। প্রথম নাপিত
আসি উপস্থিত হৈল * নাই বেটা এক ঠেটা এক নখ কাটি। তিন বুদ্ধা
সিদা সেই বাছিলেক আটি* তবু বেটা বলে বাকি রহিলেক ডাল। ডাল২

নাহিক নির্ণয় * নগরেতে কার ঘরে নাহি চড়ে হাড়ি। স্ত্রী পুরুষ সব মিলি যায় রাজবাড়ী * পশ্চাতে ঘটক রাজা সভাসদ লৈয়া। শুভদিন শুভক্ষণ গনিয়া বাছিয়া * বর কন্যা সাজাইতে আদেশ করিল। প্রথম নাপিত আসি উপস্থিত হৈল * নাই বেটা এক ঠেটা এক নখ কাটি। তিন বুরুসিদা সেই বাস্কিলেক আটি * তবু বেটা বলে বাকি রহিলেক ডাল। ডাল২ করি সেই ফুলাইল গাল * ডাল পেয়ে বলে পুনঃ রহিলেক তেল। তেল২ করি বুক শুখাইয়া গেল * তেল পেয়ে বলে পুনঃ রহিলেক চুন। চুন২ করি বেটা হৈতে চায় খুন * চুন লয়ে গেল তবে হইয়া বিদায়। পশ্চাতে জামাই কন্যা সকলে সাজায় * প্রথমে সাজায় সবে সাহেব গাজিরে। আনিয়া সুগন্ধি তৈল দিল অঙ্গ পরে * আতর গোলাপ চুয়া কস্তুরি কুমং২। আর কত পুষ্প তৈল উত্তম২ * মানিক্য বসন পরে অঙ্গে পরাইল। কোটি শশী যিনি গাজি আসিয়া বসিল * অন্তপুরে রামাগণ সাজায় চাম্পারে। প্রথমে হরিদ্রা তৈল দিল অঙ্গ পরে * গোলাবের জল দিয়া স্নান করাইয়া। দিলেন সুগন্ধি তৈল পশ্চাতে মাখিয়া * উচ্চ করি বান্ধিলেক মস্তকে লোটন। তাহাতে গাথিয়া দিল সেউতি রঙ্গন * পরাইল কত আর রত্ন অলঙ্কার। কোটি শশী যিনি রূপ অঙ্গে জ্বলে যার * রত্ন মনি থাকে তার পদতলে পড়ে দেশাচার মতে তবু হয় পরিবারে * পরশ মানিক গাথা বসন পরিল। সূর্য্য যিনি ঝলমল করিতে লাগিল * হরষিত চাম্পাবতী বসিল সাজিয়া। হেন কালে কালুসাহা সময় বুঝিয়া * ত্বরিত উকিল সাক্ষী পাঠাইয়া দিল। উকিলের কাছে চাম্পা কবুল করিল * পশ্চাতে সাহাগাজি করিল স্বীকার। বিবাহ বন্ধন দড় হইল দোহার * বিবাহ করিয়া গাজি হরিষ অন্তরে। দেখিতে চাম্পার মুখ গেল অন্তপুরে * চাম্পার মন্দিরে গাজি যেই সময়ে গেল। তাহার রূপেতে পুরী হইয়া গেল আলো। রূপের সাগর গাজি রূপ বয়ে পড়ে। মনোহর রূপ সেই মন চুরি করে * দেখিয়া গাজির রূপ যত রামাগণ। গালে হাত দিয়া ভাবে পাশরিয়া মন * কেহ নাহি পারে চিত্ত বান্ধিয়া রাখিতে। অভিলাষ দাসী হয়ে সে পদ সেবিতে * চাম্পার ভাজুরা সবে গাজকে দেখিয়া। হতপ্রায় পড়ে ভুমে দিগম্বরী হৈয়া * কতক্ষণ পরে তারা হইয়া চেতন। উঠিয়া কটিতে আটি পরিল বসন * পশ্চাতে চাম্পার কাছে তাহারা বসিয়া। দেখাল চাম্পার মুখ ঘুমটা খুলিয়া * গর্ব্বে চাম্পা চারি চক্ষে যখন চাহিল। চক্ষু মেলি চক্ষে২ চাহিয়া রহিল * হইলেন মত্ত দুই দুইয়ের রূপেতে। বধুগণ উপহাস লাগিল করিতে * নারিকেল কচু কেহ কুটি এক সাথে। গাজির সম্মুখে আনি দিলেন খাইতে * কেহ২

খাউ বিচি কাটিয়া২। সুপারির সাথে আনি দিল মিলাইয়া * আর আনি চই পাতা দিল পান সাথে। হুক্কাতে গোবর সাজি দিলেন সাক্ষাতে * খই সাথে দিয়া আর কুসুম চুয়ার। কাছে আনি খাও২ বলে বার২ * দেখিয়া সাহেব গাজী চিনিয়া সকল। কহিতে লাগিল ধরি তাদের অঞ্চল * শুন লো সুন্দরী সব লাজে মরে যাই। কি কহিব হই আমি নতুন জামাই *

মত দুই জুইয়ের রূপেতে॥ বন্ধুগণ উপহাস লাগিল করিতে * নারিকেল কচু কেহ২ কাটি এক সাথে॥ গাজির সম্মুখে আনি দিলেন খাইতে * কেহ২

ঝাউ বিচি কাটিয়া২॥ সুপারির সাথে আনি দিল মিলাইয়া * আর আনি চই পাতা দিল পান সাথে॥ হুক্কাতে গোবর সাজি দিলেন সাক্ষাতে*খই সাথে দিয়া আর কুসুম চুত্রার॥ কাছে আনি খাও২ বলে বার২ * দেখিয়া সাহেব গাজী চিনিয়া সকল॥ কহিতে লাগিল ধরি তাদের অঞ্চল *শুন লো সুন্দরী সব লাজে মরে যাই॥ কি কহিব হই আমি নতুন জামাই * পুরুষের হাতে নাহি পড়িছ কখন॥ স্বপ্নে নাহি দেখিয়াছ পুরুষ কেমন* পুরুষের বশীভূত যেই সব নারী॥তারা নাহি ভালবাসে হাস্যতা চাতুরী * তোমাদের পতিগণ সকলি বর্ব্বর॥ রমণী হইয়া কর রমণীর ঘর *রতিশাস্ত্র তারা নাহি করিয়াছে পাঠ॥ রতির পণ্ডিত হলে ভেঙ্গে দিত ঠাট*একথা সাহেব গাজী যখন কহিল॥ মুখেতে কাপড় দিয়া সব দৌড় দিল*ভাল২ দ্রব্য কত পশ্চাতে আনিয়া॥ খাওয়ায় গাজীকে তারা সকলে মিলিয়া * খাইয়া শুইল গাজী চাম্পার ভবনে॥ হেনকালে চাম্পাবতী প্রফুল্ল বদনে* সুগন্ধ পানের খিলি স্বহস্তে গড়িয়া॥ পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া* হরিষে পালঙ্ক পরে করিয়া শয়ন॥ চুম্বিলেন দুইজনে দোহার বদন* কুলা-কুলি মিলামিলি করিলেন আর॥নিভিল মনের অগ্নি ছিল যত যার* আনন্দ দিলেন দেখা নিরানন্দ গেল॥ পাইল যতেক কষ্ট সব পাসরিল *ডুব দিয়া দুইজন সুখের সাগরে॥ নানামত রতি খেলা নিত্য২ করে * এইরূপে এক পক্ষ গত হয়ে গেল॥ আনন্দেতে নিরানন্দ এসে দেখা দিল * মহা সুখে রহে গাজী চাম্পার মন্দিরে॥ একাকি থাকেন কালু বাটির বাহিরে *মনে২ ভাবে কালু কি হবে উপায়॥ বন্দি হৈল ভাই মোর ভবের মায়ায়*এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর॥ ফকির হৈল মিছে নামেতে আল্লার*এই সব লোভ যদি মনে তার ছিল॥রাজত্ব ছাড়িয়া কেন ফকির হইল*কেমনে দেখাবে মুখ খোদার কাছেতে॥ এ বলিয়া কালু সাহা লাগিল কান্দিতে* অমনি আসিয়া গাজী উপস্থিত হৈল॥কান্দিতেছে কালু সাহা স্বচক্ষে দেখিল অবেত সাহেব গাজী গলায় ধরিয়া॥জিজ্ঞাসা করেন অতি মিনতি করিয়া* কি কারণে কান্দ ভাই কহ মোর ঠাঁই॥ নাহি যদি কহ তবে খোদার দোহাই কালু বলে কান্দি ভাই তোমার কারণ॥মায়ার জালেতে তুমি হইলে বন্ধন* হয় মায়া রাক্ষসিনী জান নারী জাতী॥তাহার সঙ্গেতে ভাই যে করে পিরিতী ভবের বেপার যত সকলি হারায়॥ রাক্ষসিনী নারী তার মূলধন খায় * এদিকে সেদিকে নয় রহিলে মধ্যেতে॥তাহার দৃষ্টান্ত এক শুন কায় চিত্তে* এক নারী হয় যদি দুই পতি তার॥ বল দেখি মন সেই রাখিবে কাহার* সেরকম এক প্রেম তোমার অন্তরে॥নারীকে দিবেন কিবা দেখিবে খোদারে

হইলে সন্তান মায়া লাগাইবে বেড়ি॥ ছুটিবে খোদার প্রেম পুত্রমুখ হেরি* ঘাটেতে বান্ধিয়া নৌকা পুজি ভেঙ্গে খাবে॥ সকল হারায়ে ভবে খালি হাতে যাবে * শুন এক ইতিহাস কোরাণের বাণী॥ মরিয়ম সতি ছিল

ভুবের বেপার যত সকলি হারায়॥ রাক্ষসিনী নারী তার মুলধন খায় * এদিকে সেদিকে নয় রহিলে মধ্যেতেতাহার দৃষ্টান্ত এক শুন কয় চিত্তে* এক নারী হয় যদি দুই পতি তার। বল দেখি মন সেই রাখিবে কাহার* সেরকম এক প্রেম তোমার অন্তরেনারীকে দিবেন কিবা দেখিতে খোদারে

হইলে সন্তান মায়া লাগাইবে বেড়ি। ছুটিবে খোদার প্রেম পুত্রমুখ হেরি* ঘাটেতে বান্ধিয়া নৌকা পুজি ভেঙ্গে যাবে॥ সকল হারায়ে ভবে খালি হাতে যাবে * শুন এক ইতিহাস কোরাণের বাণী। মরিয়ম সতি ছিল ইছার জননী * খোদার প্রেমেতে যেন মন মজাইল।একেবারে আপনাকে পাসরিয়া গেল * সদয় হইয়া প্রভু তাহার কাছেতে। পাঠাইল হুরগণ বেহেস্ত হইতে * বেহেস্তের ফল মেওয়া দ্রব্য যত আর। আনিয়া দিনের হুর মুখে তুলে তার *তৎপরে ইছা নবী যখন জন্মিল॥ মমতা করিয়া পুত্র কোলেতে লইল * কোলেতে লইয়া স্তন দিলেন মুখেতে। তখনি কহেন প্রভু আকাশ বাণীতে * এতদিন এক প্রেমে আমাকে ডাকিলে। এখন পাইয়া শিশু মোরে পাশরিলে * দুই ভাব হইয়া এবে গেল গো তোমার। এখানে খাইতে বসি না পাইবে আর*এখান হইতে তুমি চলিয়া গো যাও। পাড়িয়া বনের ফল বনে গিয়া খাও *আর না পাইবে হুর জীবন থাকিতে নাহি চিন্তা পাবে পুনঃ মরিলে বেহেস্তে *শুন২ ভাই গাজী কি কহিব আর বুঝাকে বুঝায় হেন বুদ্ধি আছে কার * এই কথা কালু সাহা যখন কহিল। হাসিয়া বলেন গাজী কিবা মোরে বল*বন্ধন নাহিক আমি নারীর পিরীতে॥ নারী কি ধরিয়া মোরে পারিবে রাখিতে*শুন ভাই রাত্রি কালে আমি চলে যাব।রাজা রাণী কার কাছে কিছু না বলিব*নিদ্রা গেলে চাম্পাবতী নিশা রাত্রকালে। চাম্পাকে নিদ্রায় ফেলি মোরা যাব চলে* এ বলিয়া সাহাগাজী কালুকে লইয়া॥ চাম্পার মন্দির মধ্যে আসিল চলিয়া *রাত্রিকালে মন্দিরের মধ্যে ঘেরা দিয়া।একদিকে কালু সাহা রহিলেন শুইয়া *আর দিকে গাজী আর সতী চাম্পাবতী। শুইলেন শয্যা পরে শীঘ্র২ অতি * ডাঙ্গা২ মন চাম্পা দেখিয়া গাজীর। ভাবিতে লাগিল ধনী হইয়া অস্থির *নিশ্চয় প্রাণের নাথ ছাড়িবে আমায়। মনে২ কান্দে শুয়ে নিদ্রা নাহি যায়*দ্বিতীয় প্রহর রাত গেল গত হৈয়া।হেনকালে সাহাগাজী নিদ্রাতে জাগিয়া*চুপে২ জাগাইয়া কালুরে তখন॥ চলিলেন ধীরে২ ভেবে নিরাঞ্জন * হেনকালে চাম্পাবতী এলোথেলো কেশে॥ দৌড় দিয়া ধরে গিয়া পাগলিনী বেশে* ধরিয়া গাজির পদে পড়িয়া ধরাতে। শোকাকুলি হৈয়া কহে কান্দিতে কান্দিতে * দাসীরে ছাড়িয়া নাথ কোথা তুমি যাও। একবার ফিরে চাও মোর নাথ। যাও *গাজী বলে প্রাণপ্রিয়ে -না চাহিব আর॥ জাননা কি হই-আমি ফকির আল্লার * ফকিরের নাহি আছে এইমত বিধি। নারী লয়ে গৃহবাস করি নিরবধি * চাম্পা বলে জ্ঞান নাহি আছিল পূর্ব্বেতে। নমস্কার করে কান্দি কান্দি পশ্চাতে *

* গীত তাল আড্ডা *

গৃহবাস করে নিরবধি * চাম্পা বলে জান নাই আছিল পূর্ব্বেতে। নমস্কার করে কান্দি কান্দি পশ্চাতে *

* গীত তাল আদ্ধা *

এমন পিরীত বন্ধু শিখিলে কোথায়। ধিক তারে প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায় * আহা মরি একি রীতি, যেমন ভৃঙ্গের প্রীতি, খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়ি যায়। বসে গিয়া অন্য ফুলে, তেমনি খারা যাহ চলে, অন্য নারী কাছে বুঝি তেজিয়া আমায় *

পয়ার * এ বলিয়া চাম্পাবতী কান্দে উভরায়। ধীরে ধীরে কহে গাজি মধুর ভাষায় *

* গীত তাল আদ্ধা *

মন্দ কি তোমারে বাসি চিন্তা কেন মনে। কিছুদিন ধৈর্য্য ধরি থাক নিকেতনে * কপালে থাকিলে লেখা, পুনরায় হবে দেখা, তুমি আর আমি যদি থাকি জীবমানে। শুন শুন প্রাণপ্রিয়া, মনেরে প্রবোধ দিয়া, থাক তুমি যাই আমি তীর্থ পর্য্যটনে *

এ বলিয়া চলে গাজি কালুরে লইয়া। চরণে ধরিয়া চাম্পা কহেন্ কান্দিয়া *

* গীত তাল আদ্ধা *

যেওনা যেওনা বন্ধু ও বন্ধু যেওনা। এমন মধুর পিরীতে গরল দিওনা * কিঙ্করী ছাড়িয়া নাথ, কেন যাহ অকস্মাৎ, করে থাকি অপরাধ করহ মার্জ্জনা। মোরে করি জলাঞ্জলি, যাই-তেছ কোথা চলি, দাসীরে লইয়া যাও করিয়া করুণা *

পয়ার * আহা২ মরি২ হায়২ হায়। কি করিব প্রাণনাথ বুক ফেটে যায়*কিঞ্চিৎ নাহিক মায়া তোমার অন্তরে। কেমনে ছাড়িয়া চাহ যাইতে আমারে * তোমার কারণে আমি হইয়া পাগল। লাজ ভয় জাতিকুল তেজিনু সকল*মোর লাগি জাতি দিল বাপ ভাই সবে।কি দোষে আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইবে * তেজে যদি যাও নাথ অবলা দাসীরে। কল্য বাপে বলী দিয়া দিবে চণ্ডির ঘরে * তোমার চরণে আর হাতে আমি ধরি। নাহি যাও প্রাণনাথ মোরে পরিহরি * বনে গেল রঘুনাথ সীতা লয়ে সাথে। গঙ্গাকে রাখিল শিব আপনার মাথে * আমাকে ছাড়িয়া চাহ যাইতে কেমনেনারীর রক্ষক কেবা আছে পতি বিনে*যথা যাও প্রাণনাথ মোরে সাথে লৈয়। তব সাথে যাব আমি যোগিনী সাজিয়া * আমাকে ছাড়িয়া প্রভু যদি তুমি যাও। খোদার দোহাই আর মোর মাথা খাও * এই দিবি চাম্পাবতী সেই সমে দিল। শুনিয়া সাহেব গাজি ভাবিতে লাগিল*গাজি বলে ভাই কালু কি করি উপায়। রাজার নন্দিনী সাথে যাইবারে চায়*কালু বলে কি করিবা মইল অঙ্গের। যেতে চাহে সঙ্গে লহ ভাবনা কিসের *

লাগাইছ সাথে মইল আপন অঙ্গেতে। এইক্ষণ আট মাস হবে ছাড়াইতে* তবেত সাহেব গাজি ভেবে নিরাঞ্জন। চাম্পাকে লইয়া সাথে চলিল তখন* রাতারাতি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ নগর। উপস্থিত হৈল এক কানন ভিতর * এখানে মটুক রাজা প্রভাতে উঠিয়া। দেখিলেন তিনজন গেছেন চলিয়া *

বলে ভাই কালু কি করি উপায়॥ রাজার নন্দিনী সাথে যাইবারে চায়॥কালু
বলে কি করিবা মইল অঙ্গের॥ যেতে চাহে সঙ্গে লহ ভাবনা কিসের ॥

লাগাইল্ল সাথে মইল আপন অঙ্গেতে॥ এইরূপ আট মাস হবে ছাড়াইতে॥
তবেত সাহেব গাজি ভেবে নিরাঞ্জন॥ চাম্পাকে লইয়া সাথে চলিল তখন॥
রাতারাতি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণা নগর॥ উপস্থিত হৈল এক কানন ভিতর ॥
এথানে মটুক রাজা প্রভাতে উঠিয়া॥ দেখিলেন তিনজন গেছেন চলিয়া ॥
আক্ষেপ করিয়া অতি লাগিল কান্দিতে॥কান্দে রাণী লিলাবতী হাত দিয়া
মাথে ॥ সাত ভাই কান্দে আর দাস দাসীগণ॥ কান্দিয়া রহিল সবে ভেবে
নিরাঞ্জন ॥ এইখানে গাজি কালু আর চাম্পাবতী॥ চলিলেন তিনজন হর-
ষিত অতি ॥ কানন ছাড়িয়া এক নগরেতে গেল॥ হেনকালে সাহাগাজি
কহিতে লাগিল ॥ শুন২ ভাই কালু প্রাণের দোসর॥ হইল জঞ্জাল এক
চাম্পাবতী মোর ॥ কোনমতে না পারিনু ছাড়িয়া আসিতে॥ এখন ইহারে
লয়ে যাইব কি মতে॥ নগরের লোক সবে কহিবে হাসিয়া॥ কেমন ফকির
এরা যায় নারী লৈয়া ॥ এইত জঞ্জাল আমি কি করিব ভাই॥ কালু বলে
যাহা ইচ্ছা কর তুমি তাই॥এত শুনি সাহাগাজি কি করে তখন॥চাম্পাকে
দিলেন ফুক ভেবে নিরাঞ্জন॥চাম্পার অঙ্গেতে গাজি ফুক যবে দিল॥হরি-
দ্রার ফুল হৈয়া ততক্ষণ গেল॥ বান্ধিয়া রাখিল তাহা পাত্র মার্জ্জনীতে॥
পশ্চাতে নগর দিকে চলে হরষিতে॥নগরেতে গিয়া ভিক্ষা করিয়া দুজনে॥
চলিয়া গেলেন এক নির্জ্জন কাননে॥কাননেতে গিয়া গাজি ফুল হরিদ্রার॥
বাম হাতে লয়ে ফুক দিলেন তিনবার॥তবে সতী চাম্পাবতী মানুষ হইয়া॥
আনিলেন দাল চাল যে কিছু মাগিয়া ॥ রন্ধন করিয়া তাহা দুইজনে দিল॥
পিছেতে কিঞ্চিৎ তার আপনি খাইল ॥ রাত্রেতে শুইল গাজি চাম্পাকে
লইয়া॥ কালুসাহা দূরে গিয়া রহিল শুইয়া॥প্রভাতে উঠিয়া গাজি ফুকিয়া
চাম্পারে॥করি হরিদ্রার ফুল বান্ধিল কাপড়ে॥কখন২ আর অঙ্গুরী করিয়া॥
হাতের অঙ্গুরী মধ্যে রাখিতেন দিয়া ॥ রন্ধনের কালে আর নিশির
কালেতে॥ করিয়া মনুষ্য গাজি শুইতেন সাতে ॥ এইরূপে তিন অব্দ গত
হৈয়া যায়॥ মনে২ ভাবে গাজি কি করি উপায় ॥ কতদিন বোঝা আর
নারীর বহিব॥ এইত জঞ্জাল আমি কেমনে এড়াব ॥ এ বলিয়া সাহাগাজি
কোন কাজ করে॥ আরবার তিন ফুক দিলেন চাম্পারে॥হৈয়া গেল চাম্পা-
বতী গাছ সেওড়ার॥ এ দশা করিয়া গাজি কালু সাহা আর॥দুই ভাই যায়
তারা চলিয়া তখন॥ হেনকালে কহে চাম্পা করিয়া রোদন ॥ কোথা যাও
প্রাণনাথ ছাড়িয়া আমারে॥সঙ্গে করি লয়ে যাও অবলা দাসীরে॥কি দোষে
আমাকে তুমি গাছ বানাইয়া॥বিদেশে ফেলিয়া যাহ আপনী চলিয়া॥নির্দ্দয়
হৃদয় অতি হাশিহে তোমার॥ নাহি যাও মোরে ছাড়ি দোহাই আল্লার ॥

॥ গীত তাল আড়া ॥

আহারে নির্দ্দয় নাথ আছিলে কোথায়॥ কি দোষে ছাড়িয়া যাহ
আমি অবলায় ॥ মজিয়া তোমার প্রতি, বৈষ্ণবী সাজিয়া সাথি,

আমাকে তুমি গাছ বানাইয়া॥ বিদেশে ফেলিয়া যাহ আপনী চলিয়া* নির্দ্দয় হৃদয় অতি রহিছে তোমার॥ নাহি যাও মোরে ছাড়ি দোহাই আল্লার *

* গীত তাল আড়া *

আহারে নির্দ্দয় নাথ আছিলে কোথায়॥ কি দোষে ছাড়িয়া যাহ আমি অবলায় * মজিয়া তোমার প্রতি, বৈষ্ণবী সাজিয়া সাথি, আসিলাম মাতা পিতা ছাড়িয়া সবায়॥ আমাকে বিদেশে ফেলি, যাইতেছ কোথা চলি, এই কি প্রেমের ধর্ম্ম কি কর তোমায় *

পয়ার * এ বলিয়া চাম্পাবতী অস্থির হইয়া॥ কহিলেন পুনরায় কান্দিয়া কান্দিয়া *

* গীত তাল আড়া *

পিরীতি এমন কষ্ট জানি কি আগেতে॥ জার জার হৈল তনু ভাবিতে২ * ভাবি আমি যার দায়, সে মোরে ছাড়িয়া যায়, হায় দুঃখ কব কায়, বাঁচিয়া দুঃখেতে॥ রাজার নন্দিনী হৈয়া, করেতে করঙ্গ লৈয়া, বিভূতি অঙ্গে মাখিয়া, ভ্রমিলাম সাথে * তবুনা হইল দয়া, নাথের পাষাণ হিয়া, ঠেকিয়াছি প্রাণ দিয়া: রহিব কি মতে॥ কুলমান পরিহরি, হইনু কিঙ্করী তাঁরি, তবু মোরে যায় ছাড়ি, ধিকরে পিরীতে * আবদুর রহিম বলে, কোথা নাথ যাবে চলে, প্রেম ফাঁদ দিছ গলে, পারে কি যাইতে॥ কেন তুমি হও রুষ্ট, জাননা কেমন কষ্ট, তাহার দ্বিগুণ মিষ্ট, আছেগো পশ্চাতে *

পয়ার * এত শুনি কহে গাজি মধুর বচনে॥ আবদুর রহিম বলে বিরচিয়া গানে *

* গীত তাল আড়া *

ছি, ছি, ছি ও প্রাণেশ্বরী কেন এত বল॥ আমি কি ফুলের অলি অন্য ফুলে যাব চলি, লম্পট পুরুষ যারা তাহাদের মত॥ চুকা কথা বেকা মুখে, এই জানে নারী লোকে, তোমাদের রীতি আমি বলি শুন কত * ক্ষণে নারী কানে ধরে, ক্ষণে২ পায়ে পড়ে, ভিলেরে করেন তাল নারী জাত যত॥ যার খায় যার পিন্দে, কত নারী তারে নিন্দে, এমন নারীর হবে নরকে বসত *

পয়ার * এই সব কথা চাম্পা শুনিয়া গাজির॥ হেট শিরে ভাবে সতী হইয়া অস্থির * গাজি বলে কেন প্রিয়া ভাবহ অন্তরে॥ খোদার শপথ নাহি ছাড়িব তোমারে * কিছু দিন আসি আমি করিয়া ভ্রমণ॥ নিশ্চিন্তে বসিয়া কর আল্লাকে স্মরণ * এই কথা নানা গাজি চাম্পাকে কহিয়া॥ কালুরে লইয়া সাথে গেলেন চলিয়া * নানা দেশে নানা তীর্থ

করিয়া ভ্রমণ॥ দেখেন খোদার সৃষ্টি ভরিয়া নয়ন॥ আবদুর রহিম বলে পাঁচালি পয়ার॥ গলাচিপা গ্রাম মাঝে নিবাস যাহার *

(ধুয়া) গাই গীত সুললিত মৃদুস্বরে গাই॥

শপথ নাহি ছাড়িব তোমারে * কিছু দিন আসি আমি করিয়া ভ্রমণ। নিশ্চিন্তে বসিয়া কর আল্লাকে স্মরণ * এই কথা গাজী চাম্পাকে কহিয়া। কালুরে লইয়া সাথে গেলেন চলিয়া * নানা দেশে নানা তীর্থে

করিয়া ভ্রমণ। দেখেন খোদার সৃষ্টি ভরিয়া নয়ন। আবদুর রহিম বলে পাঁচালি পয়ার। গলাচিপা গ্রাম মাঝে নিবাস যাহার *

(ধুয়া) গাই গীত সুললিত মৃদুস্বরে গাই।
চলে সাজি জিন্দা গাজি সঙ্গে কালু ভাই *

পয়ার * একদিন গাজি কালু যায় পথ দিয়া॥দেখে এক গোদা আছে পথেতে পড়িয়া*জামালিয়া নাম তার গোদ দুই পায়। চলিতে না পারে গোদা গোদের জ্বালায় *তাল বৃক্ষ তুল্য গোদ বড়ং বিচি। যেমন আশির পাক্কা সোয়াসেরি খুচি*মাঠে গেলে রাখালেরা মারে ধাক্কা ঠেলা ।ঘরেতে রমণী তার বলে গোদা শালা * গোদের জ্বালায় গোদা দুঃখিত অন্তরে। আসিয়া শুইল পথে প্রাণ ত্যজিবারে * হেন সময়ে গাজি আর কালুসা আসিয়া। গোদাকে দেখিয়া পথে কহে ডাক দিয়া *কে তুমি শুইছ পথে পথ ছাড়ি দেহ। গোদা বলে মুণ্ডে মোর লাথি মেরে যাহ * বড়ই দুঃখিত আমি পড়িয়াছি পথে।আমার সমান পাপী নাহি ত্রিজগতে*দারুণ গোদের দায় চলিতে না পারি॥ জমে নাহি পছে মোর এই গোদ হেরি * শুনিয়া সাহেব গাজি কহেন তখন। ঘুচিবে তোমার দুঃখ শান্ত কর মন * এ বলিয়া দুই হাতে ধরিয়া গোদাকে। দুই জনে দুই পদ লাগিল চিপিতে * চিপিয়া তাহার জল পদ্ম পত্রে লৈয়া। বিক্রমপুরের দিকে দিলেন ফেলিয়া একছিটা পড়ে তার বাস্তা মির্জ্জাপুর ।আর এক ছিটা পড়ে নদে শান্তিপুর কিঞ্চিৎ পড়িল আর ভাবত মহিতে। অর্দ্ধেক পড়িল ঢাকা বিক্রম পুরেতে সত্রি কলা পাত্তিলেন্ এক সাথ করি ।খাইলে বিক্রমপুর মাস তিন চারি* জম্মিবেক গোদ কিম্বা বাড়িবেক পোতা। শুন বলি শান্তিপুর নদীয়ার কথা * সেইখানে নারীদের স্তন বেড়ে যায়। যুবাকালে দেখা যায় বৃদ্ধা নারী প্রায় * তৎপরে গাজি আর কালু সাহা পীরে। আরোগ্য করিয়া সেই জামালিয়া তরে *আশীর্বাদ করি পীর কহিলেন পর। শুনহ জামাল তুমি হবে সওদাগর * এইখানে খুদে দেখ আছে বহু ধন। হইবে মনাই সাধু তোমার নন্দন * তাহার বংশেতে ধনী হইবে বিস্তর। সপ্তম পুরুষ বধি দিয়া যাই বর * এ বলিয়া চলে গাজি কালুকে লইয়া ।চলিয়া কতেক দেশ যায় এড়াইয়া *একদিন দেখে এক সাগরের তীরে। বসিয়া তিনশ যোগী তথা জপ করে * গাজি কালু গিয়া তপ সবের ভাঙ্গিল। ক্রোধ হৈয়া যোগীগণ মারিতে আসিল *বাঁশ লয়ে যায় তারা গাজিকে মারিতে। হেন কালে সাহা গাজি লাগিল কহিতে * কহ সবে তপ কর তোমরা কাহার॥ তারা বলে তপ মোরা করিত গঙ্গার * গাজি বলে মোর কথা শুন যোগী-

গণ।করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন*হবে কিনা মুসলমান করহ স্বীকার। তারা বলে পাই যদি দর্শন গঙ্গার * তবেত তোমার কথা করিব পালন॥

গাজী কালু ও চম্পাবতির পুঁথি

যোগীগণ মারিতে আসিল *বাঁশ লয়ে যায় তারা গাজিকে মারিতে ॥ হেন কালে সাধুগাজি লাগিল কহিতে * কহ সবে তপ কর তোমরা কাহার ॥ তারা বলে তপ মোরা করিত গঙ্গার * গাজি বলে মোর কথা শুন যোগী-

গণ॥করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন*হবে কিনা মুসলমান করহ স্বীকার॥ তারা বলে পাই যদি দর্শন গঙ্গার * তবেত তোমার কথা করিব পালন॥ করাও গঙ্গার সাথে এখনি দর্শন*তবে গাজি তাহাদিগে সঙ্গেতে লইয়া॥ নদীর তীরেতে সাহা ততক্ষণ গিয়া * মাসি২ বলে গাজি তিন ডাক দিল। মকর বাহনে গঙ্গা ভাসিয়া উঠিল * উঠিয়া জিজ্ঞাসে কহ ভগ্নির নন্দন॥ কি কারণে মোরে বাছা করিলে স্মরণ * গাজি বলে শুন মাসি নিবেদন করি॥এই সব যোগীগণ বহুদিন ধরি*করেন তোমার তপ করিতে দর্শন॥ তাহাদের বাঞ্ছা পুরা করগো এখন * পদ্মপত্রে মাসি তুমি বৈসহ উঠিয়া॥ দেখুক ইহারা সবে নয়ন ভরিয়া * তবে গঙ্গা পদ্মপত্রে উঠিয়া বসিল॥ সর্ব্ব অঙ্গ যোগীগণে তাহার দেখিল * গাজি বলে যাহ মাসি চলিয়া এখন॥ তবে গঙ্গা পাতালেতে করিল গমন * যোগীগণ বলে ধন্য২ সাহা গাজি॥ যাহার অধিন গঙ্গা মোরা যারে পুজি * যবনের তুল্য আর নাহি আছে জাতি॥ যাহাকে করেন মান্য গঙ্গা ভাগিরথি * তখন গাজির কাছে সকলে আসিয়া॥ হইলেন মুসলমান কলেমা পড়িয়া* তৎপরে সাহাগাজি লয়ে সাধুগণে॥ গড়িলেন মসজিদ এক জান সেইখানে *

ত্রিপদি*সাধুগণ সবাকারে, লয়ে গাজি জিন্দা পীরে, গড়িলেন মসজিদ সেথা॥ফিরোজা আকিক দিয়া, দিল তাহা গড়াইয়া, মধ্যে তার হিরা মুক্তা গাথা* কতদিন সেইখানে, রহে গাজি হর্ষমনে, কহেপরে কালুর গোচরে॥ আর না এখানে রব, পাতাল নগরে যাব, যেথা আছে জেষ্ঠা সহোদর * এ বলিয়া সাহাগাজি, তখন চলিল সাজি, সাধুরা যে মসজেদে রহিল॥ গাজি কালু দুই পীরে, গিয়া সেই কত দূরে, মৃত্তিকারে ডাকিয়া কহিল * শুন ওগো বসুমতি, পথ দেহ শীঘ্রগতি, যাব আমি পাতাল নগরে॥ তবেত সরিল মাটি, পথ হৈল পরিপাটি, হাতী ঘোড়া পারে যাইবারে * গাজি কালু হরষিতে, চলিল সুড়ঙ্গ পথে, মনে২ ভেবে নিরাঞ্জন॥ দুইজন চলিয়া যায়, কতদূরে গিয়া পায়, জয় রাজা তাহার ভবন * দেখিয়া পাতালপুরি, বলে গাজি আহা মরি, হেনপুরি না দেখেছি আর॥সুবর্ণের বর্ণ মাটি, যেমন সুবর্ণ খাটি, বৃক্ষ বন বরণ সোনার* কীট আদি যত জিবি, সকলি সোনার ছবি, দেখে গাজি গালে হাত দিল॥গালে হাত দিয়া পরে, দুই ভাই ধীরে২, চলিয়া নগর মধ্যে গেল * শোভিত নগরখানি, ইন্দ্রের উদ্যান জিনি, হীরা লাল গড়াগড়ি যায়। নগরের শোভা দেখে, দুই ভাই হেট মুখে, বসে এক বৃক্ষের তলায় * অশেষ প্রভুর ক্রিয়া, জানে আর কত মায়া, সে রাতে গাজি কালু

জুলহাসে স্বপন॥ দেখাইল এ প্রকার, গাজি নামে ভাই তার, আসিয়াছে পাতাল ভবন * অমুক গাছের তলে, বসিলেন শোকাকুলে, ভাই তার

চলিয়া নগর মধ্যে গেল * শোভিত নগরখান, ইন্দ্রের উদ্যান যেন, হায়া
লাল গড়াগড়ি যায়। নগরের শোভা দেখে, দুই ভাই হেট মুখে, বসে এক
বৃক্ষের তলায় * অশেষ প্রভুর ক্রিয়া, জানে আর কত মায়া, সে রাতে
গাজি কালু

জুলহাসে স্বপন। দেখাইল এ প্রকার, গাজি নামে ভাই তার, আসিয়াছে
পাতাল ভবন * অমুক গাছের তলে, বসিলেন শোকাকুলে, ভাই তার
কালুর সঙ্গেতে৷এমন স্বপন দেখি, কান্দিয়া ভাসায় আখি, মাতা পিতা সবার
শোকেতে * রজনী প্রভাত হইল, দিননাথ দেখা দিল, অমনি যে জুলহাস
চলিল৷দুই ভাই যেথা আছে, যাইয়া তাদের কাছে, মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল
তোমাদের ঘর কোথা, কেবা হয় মাতাপিতা, সাহাগাজি কহেন তখনি॥
বৈরাট নগরে ঘর, পিতা সাহা সেকান্দর, অজুপা হয় আমার জননী *

* কবির গীত তাল আদ্ধা *

ডাকিগো কাতরে প্রভু ত্রাণ কর দীনে। তোমা বিনে কেহ
মোর নাহি ত্রিভুবনে*পাপ বোঝা লয়ে মাথে,দাঁড়ায়েছি জোড়
হাতে,ভাগোড়া কিঙ্কর আমি, আসিয়া সদলোকর পাপ পরি-
হার, পতিত পাবন আর,দয়াল তোমার নাম শুনেছি শ্রবণে *

পয়ার * গাজি বলে পিতা মোর সাহা সেকান্দর। অজুপা জননী ঘর
বৈরাট নগর*শুনিয়াছি ভাই মোর আছে এই দেশে৷ আসিলাম রসাতলে
তাহার উদ্দেশে * একথা সাহেব গাজি যখন কহিল। দুই হাতে জুলহাস
গলায় ধরিল * ধরিয়া গাজির গলে কহেন কান্দিয়া। হায়রে তোমার ভাই
আমি অভাগিয়া*কহ ভাই মাতাপিতা আছেন কেমন৷গাজি বলে শোকা-
কুল তোমার কারণ*আছে কিনা আছে তাহা না পারি কহিতে। চল ভাই
দেশে চল যদি লয় চিত্তে * জুলহাস বলে ভাই কিবা কহ আর। মনে লয়
উড়ে যাই দেশে আপনার*তৎপরে জুলহাস লয়ে দুইজনে৷ ত্বরিত চলিয়া
গেল আপন ভবনে*দুইজনে লয়ে যবে বাটি মধ্যে গেল৷ দেখে মোহে জন্ম
রাজা জিজ্ঞাসা করিল*কোথা হৈতে আসিয়াছে এই দুইজন৷দেব উপদেব
কিম্বা পরীর নন্দন * হেনরূপ চক্ষে নাহি দেখিয়াছি আর। জুলহাস কহি-
লেন সাক্ষাতে রাজার * হয় এই দুইজন মোর সহদর। আসিয়াছে আমার
জন্ম পাতাল নগর * শুনিয়া পাতাল পতি তখনি উঠিয়া৷ বসাইল দুইজনে
আদর করিয়া* অন্তপুরে পাচ তোলা চন্দ্রিমা বদনি। জুলহাসের স্ত্রী সেই
রাজার নন্দিনী * শুনিলেন গাজি কালু দেওর তাহার। আসিছে পাতাল
পুরে উদ্দেশে ভ্রাতার * মনে২ প্রফুল্লিত হইয়া তখন। আপনি গেলেন
অন্ন করিতে রন্ধন* রন্ধন করিয়া অন্ন সমাচার দিল। তবে তারা দুইজনে
অন্তঃপুরে গেল * ধরিয়া গাজির হাত রাজার দুহিতা। মধুস্বরে ধীরে২
কহে এই কথা * শুন২ ভাই কালু প্রাণের দেওর। মনে নাহি জানি হেন
ভাগ্য হবে মোর * তুমিত আসিলে এই পাতাল ভবনে। বৈরাটে লইয়া

যাবে মোরা দুইজনে*মা বাপের ঘরে প্রায় কাল কাটাইনু। শশুর শাশের

ভাগ্য হবে মোর * ভুমিত আসিলে এই পাতাল ভবনে॥ বৈরাটে লইয়া

যাবে মোরা দুইজনে* মা বাপের ঘরে প্রায় কাল কাটাইনু। শ্বশুর শাশের সেবা কিছু না করিনু * মোর সম অভাগিনী নাহি সংসারেতে। তাহাদের পদে জল না পারিনু দিতে * শুনহ বান্ধব গাজি দেওর আমার॥ বিলম্ব করিয়া কিছু কাজ নাহি আর * শীঘ্র২ অন্ন খেয়ে বাপকে কহিয়া। এইক্ষণ যাই চল এ রাজ্য ছাড়িয়া * এ বলিয়া ততক্ষণ অন্ন আনি দিল। হরষিতে তিনজন খাইতে বসিল * পরে গিয়া কহে গাজি রাজার কাছেতে। না সহে বিলম্ব আর যাইব দেশেতে * ভাই আর ভ্রাতৃবধূ উভয় যাইবে। আপনি করিলে আজ্ঞা যাই মোরা সবে * রাজা বলে বাপধন নাহি কিছু দায়। হরষিতে যাহ সবে দিলাম বিদায় * তিনশত লোক রাজা দিলেন সঙ্গেতে। পথের সম্বল আর অনেক খাইতে * ধন রত্ন দিবে কিবা তারা কি কাঙ্গাল। কৌড়ির সমান গণে হীরা মুক্তা লাল * পঞ্চ দাসী সাথে নিয়ে সতী পাচতোলা। সুবর্ণের মহাকায় বসিলেন বালা * এক মহাকায় খালি আর কাহারে লইল। সাজ সাজ বলি সবে সাজিতে লাগিল* গাজি কালু পাচতোলা সবে এক সাথে। রাজাকে প্রণাম করি চলিলেন পথে * ছাড়িয়া নগর সেই কতদুর যায়। সুড়ঙ্গের পথ গিয়া সমুখেতে পায় * তিনশত লোক গাজি সঙ্গেতে লইয়া। চলিল সুড়ঙ্গের পথে আল্লাকে স্মরিয়া * চলিল কতেক দিন সুড়ঙ্গের পথে। মসজেদে উপস্থিত হইল পশ্চাতে * গড়িয়া ছিলেন যাহা লয়ে যোগীগণ। তিন শত লোক আর ভাই তিনজন * বসিলেন মসজেদে মহা হরষিতে। কাহারও কোন চিন্তা নাহিক মনেতে* হেনসময় কহে গাজি কালুকে ডাকিয়া॥ চাম্পাবতী আছে যথা সেওড়া হইয়া * পঞ্চদাসী পাচতোলা সবে লয়ে সাথে। আনহ চাম্পাকে গিয়া আমার কাছেতে* শুনিয়া তখনি কালু করিল গমন। চলে আর পাচতোলা লয়ে দাসীগণ* মহাকায় আরোহিয়া রামাগণ যায়। যেই খানে চাম্পাবতী গিয়া যে তথায় * সেওড়া গাছের তলে সকলে বসিল। হেন সময়ে কালুসাহা তিন ডাক দিল* নিজ নাম ধরি কালু ডাকিল যখন। হইলেন চাম্পাবতী তখনি চেতন * সেওড়া আকার ছাড়ি বাহির হইল। রূপের প্রতাপে তার বন হইল আলো * দেখিয়া চাম্পার রূপ প'াচতোলা সতী। ঢলিয়া পড়িল ভুমে হারাইয়া মতি * জিজ্ঞাসিল চাম্পাবতী কালু সাহা কাছে৷এই রামা কোথাকার ভুমিতে পড়িছে*কালু বলে পাচতোলা এই চন্দ্রাননী৷পাতালেতে জঙ্গরাজা তাহার নন্দিনী * ইহাকে করিল বিয়া জুলহাস বীর। তোমার ভাশুর সেই সহোদর গাজির * হয় তব বড় জাও শুন চাম্পাবতী। তবে সতী চাম্পাবতী অতি শীঘ্রগতি * বদনে সলিল

দিয়া করিয়া চেতন। তাহাকে প্রণাম চাম্পা করিল যখন*জিজ্ঞাসে কালুর কাছে সতী পাচতোলা॥ এমন সুন্দরী এই কাহার মহিলা * কালু বলে কন্যা ইনি ঘট্টক রাজার॥ গাজির বনিতা হয় জাও গো তোমার*তবে সতী

দিয়া করিয়া চেতন। তাহাকে প্রণাম চাম্পা করিল যখন*জিজ্ঞাসে কালুর কাছে সতী পাচতোলা। এমন সুন্দরী এই কাহার মহিলা * কালু বলে কন্যা ইনি মটুক রাজার। গাজির বনিতা হয় জাও গো তোমার*তবে সতী পাচতোলা উঠিয়া ত্বরায়। বহিন বলিয়া মিলে ধরিয়া গলায়*দুইজন আলাপন অনেক করিয়া। মহাফা ভিতরে শেষে বসিলেন গিয়া * মহাফা লইয়া তবে কাঁহারে চলিল। গাজির নিকটে সবে উপস্থিত হইল*হেনসময় সাথে গাজি লয়ে লোকজন। মসজেদ ছাড়িয়া চলে ভেবে নিরাঞ্জন * দিবারাত্র চলে পথে আরাম না করে। কতেক দিবসে গেল ব্রাহ্মণা নগরে*নয় দিবা নয় রাত্র এমন সময়। ব্রাহ্মণা নগরে গিয়া উপস্থিত হয় * শ্বশুরের দেশে গাজি যখন আসিল। বিনয় বচনে অতি কালুরে কহিল * শুন ভাই কালু তুমি শীঘ্র২ যাও। আমাদের সংবাদ গিয়া রাজাকে জানাও* গাজির আজ্ঞায় কালু তখনি চলিল। রাজার সম্মুখে গিয়া কহিতে লাগিল*আসিল সাহেব গাজি ভাই আর তার। আদি অন্ত শুনাইল সব সমাচার* শুনিয়া মটুক রাজা হরিষ অন্তরে। আগু বাড়াইয়া সবে যায় আনিবারে * কত জাতি বাদ্য সব বাজিতে লাগিল। বাতি জ্বালাইয়া পুরি উজ্জল করিল * লণ্ঠন ফানুস ঝাড় জ্বলে শত২। নানাজাতি বাজি আর ছাড়ে কত শত * হইল দিনের মত ব্রাহ্মণা নগর। নৃত্যগীত উলু ধ্বনি সব ঘরে ঘর*আসিল সাহেব গাজি সাথে দুইভাই। মানিক্য মন্দিরে রাজা দিল নিয়া ঠাই*শত২ লোক আর সঙ্গেতে আসিল। যোগ্যমত শয্যা পরে সব বসাইল* খাইতে আনিয়া দিল নানা দ্রব্য জাতি। লিখিলে সবের নাম বেড়ে যায় পুথি * শুন সবে অন্তঃপুরে করে রামাগণ। চাম্পাবতী পাচতোলা আসিল যখন* ফুল দুর্বা পান চিনি নারীগণ আনি। করাইল মিষ্ঠ মুখ, মুখে দিয়া চিনি * সাত ভাই বধূ তারা হাসিতে২। ধান দুর্বা ফুল দিয়া দু জনার মাথে*লইয়া গেলেন শেষে ঘরের মাঝার। হেনসময় পাচতোলা চাম্পাবতী আর * লিলাকে প্রণাম তারা দুজনে করিল।আশীর্বাদ দিয়া লিলা কোলেতে লইল দুইজনে কোলে লয়ে রাণী লিলাবতী। মনে২ প্রফুল্লতা হইলেন অতি * নানাজাতি উপহার দিলেন খাইতে। খাইলেন দুইজনে বসে এক সাথে * খাইয়া তাহারা যাহা খুটা করেছিল। সাত ভাই বধূ সবে তাহাই খাইল* সাত ভাই নয় মামি এক আসনে বসিয়া দুইজনে লয়ে কত করে হাসিখুসি* এইরূপে তিনদিন গেল গত হৈয়া। তবেত সাহেব গাজি রাজাকে কহিয়া* বিদায় হইয়া চলে লইয়া চাম্পারে। হঠাৎ আকাশ যেন পড়িলেক শিরে * রাজা কান্দে রাণী কান্দে কান্দে দাসিগণ। সাতভাই সাতবধূ করেন ক্রন্দন.

নয় মামা কান্দে আর মামিরা সকলে। কান্দিয়া২ কেহ পিছে২ চলে * চাম্পাকে লইয়া গাজি চলিল ত্বরায়। ব্রাহ্মণা নগর তারা পিছিয়ে ছাড়ায়* চলিয়া বৎসর তিন সোনাপুর গেল। সোনাপুর গিয়া তিন দিবস রহিল * সেখান হইতে পরে হইয়া বিদায়। ছাপাই নগর গিয়া কতদিনে পায় * ছাপাই নগরে যবে উপস্থিত হইল। নগরের লোক সব দেখিতে আসিল *

এইরূপে তিনদিন গেল সত্ত হৈয়া তবেত সাহেব গাজি রাজাকে কহিয়া*
বিদায় হইয়া চলে লইয়া চাম্পারে। হঠাৎ আকাশ যেন পড়িলেক শিরে *
রাজা কান্দে রাণী কান্দে কান্দে দাসিগণ।সাতভাই সাতবধূ করেন ক্রন্দন.

নগর বাসী কান্দে আর মাঝিরা সকলে। কান্দিয়া২ কেহ পিছে২ চলে *
চাম্পাকে লইয়া গাজি চলিল ত্বরায়। ব্রাহ্মণা নগর তারা নিমিষে ছাড়ায়*
চলিয়া বৎসর তিন সোনাপুর গেল। সোনাপুর গিয়া তিন দিবস রহিল *
সেখান হইতে পরে হইয়া বিদায়। ছাপাই নগর গিয়া কতদিনে পায় *
ছাপাই নগরে যবে উপস্থিত হইল। নগরের লোক সব দেখিতে আসিল *
আসিয়া শ্রীরাম রাজা ছালাম করিয়া। আপন বাটিতে সবে গেলেন লইয়া
থাকিয়া দিবস চারি ছাপাই নগর। ত্বরিত চলিয়া পার হইল সাগর *
পালঙ্গে বসিয়া ছিল সাহা সেকান্দর।হেনসমে কালু সাহা জোড় করি কর
ছালাম করিয়া খাড়া সমুখে হইল।কান্দিয়া কালুকে সাহা জিজ্ঞাসা করিল
কহ পুত্র এতদিন কোথায় আছিলে। গাজিকে লইয়া গেলে তারে কি
করিলে * কালু বলে আসিয়াছি সব এক সাথে। রহিলেন সাহাগাজি
নামিয়া গ্রামেতে * সংবাদ কহিতে মোরে দিল পাঠাইয়া। শুনিয়া বৈরাট
পতি হাসিয়া২ * কালুকে লইয়া সাথে গেল অন্তঃপুরে। যেখানে অজুপা
রাণী ছিলেন মন্দিরে*কালুকে দেখিয়া সতী কান্দিয়া বলিল। আহা বাছা
কোথা ছিলে গাজি কোথা বল * কালু বলে জননীগো চিত্ত কর স্থির।
আসিয়াছি লয়ে আমি সংবাদ গাজির*আসিল সাহেব গাজি জুলহাস আর
আর মাগো দুই বধূ আসিল তোমার* বসিয়া রাণীর কাছে কহে কালু পীর
যেরূপে গেলেন তারা হইয়া ফকির * যেইরূপে পার গিয়া হইল সাগর।
যেরূপে গেলেন চলি ছাপাই নগর *যেরূপে ত্যজিল জাতি শ্রীরাম রাজায়
যেইরূপে সোনাপুরে নগর বসায় * যেইরূপে পালঙ্গেতে ছিলেন শুইয়া।
যেরূপে পাগল হৈয়া চাম্পার লাগিয়া * যেইরূপে গিয়াছিল ব্রাহ্মণা নগর
যেরূপে মুটুক রাজা করিল সমর * যেরূপে বিবাহ গাজি চাম্পাকে করিল
যেরূপে পাতাল দেশে দুইভাই গেল*যেইরূপে জুলহাসে আসিল লইয়া।
কহিল রাণীর কাছে সকলি ভাঙ্গিয়া* শুনিয়া অজুপা রাণী হরিষ অপার।
কাঙ্গাল পাইল যেন সিন্দুক সোনার* আনন্দের সীমা নাই বৈরাট নগরে।
জয়২ বাদ্য বাজে সব ঘরে২ * পুত্রবধূ আনিবারে বৈরাটের পতি। আগু
বাড়াইয়া চলে হরষিত অতি *:লক্ষ২ লোক যায় বাদ্য বাজাইয়া। হাতী
ঘোড়া খাড়া করে কাতার বান্ধিয়া * যখন গাজির কাছে মহিপাল গেল।
আসিয়া সাহেব গাজি চরণে পড়িল * জুলহাস পুত্র আর বধূ দুই জনে।
ছালাম করিল আসি ধরিয়া চরণে * একে২ সবাকারে বৈরাটের পতি।
তুলিয়া লইল কোলে স্নেহ করি অতি* পুত্রবধূ লয়ে সাহা তখনি চলিয়া।
বাড়ি মধ্যে উপস্থিত হইল আসিয়া * হেনসমে জুলহাস গাজি দুইজনে।

ছালাম করিল গিয়া মায়ের চরণে * পুত্র২ বলি সতী কোলেতে লইল।

ছালাম করিল আসি ধরিয়া চরণে * একে২ সবাকারে বৈরাটের পতি।
তুলিয়া লইল কোলে স্নেহ করি অতি॥ পুত্রবধু লয়ে সাহা তখনি চলিয়া।
বাটি মধ্যে উপস্থিত হইল আসিয়া * হেনসমে জুলহাস গাজি দুইজনে।

ছালাম করিল গিয়া মায়ের চরণে * পুত্র২ বলি সতী কোলেতে লইল।
যত দুঃখ ছিল মনে সব পাশরিল*চাম্পাবতী পাচ:তোলা আসিয়া ত্বরায়।
ছালাম করিল ধরি শ্বাশুড়ির পায়*পুত্র দেখে তাহাদেরে লইয়া কোলেতে।
বসিল অজুপা সতী হাসিতে২॥ পুত্রবধু লয়ে রাণী অজুপা সুন্দরী। আমোদে
প্রমোদে রহে দিবা সব ভরি * আর সাহা সেকান্দর আনন্দে রহিল।
পাঠকে প্রণাম পুথি সমাপ্ত হইল * আবদুর রহিম আমি হীনের বচন।
পরিচয় শুন মোর কোথায় ভবন * ময়মনসিংহ জেলা বাস গলাচিপা
গ্রামে। খাগুত্তর বাজারের উত্তর পশ্চিমে * বাটির দক্ষিণে নদী নরসুন্দা
নামেতে। মহকুমা কিশোর গঞ্জের অধিনেতে * জোয়ার হোসেনপুর
তার অন্তঃপাতি। আছি কতদিন আমি করিয়া বসতি *

পয়ার * আর কিছু বিবরণ শুনাই সবায়। সাহেব গাজির হৈল যাত্রার
কোথায় * বঙ্গদেশে মোসলমান না ছিল পুর্ব্বেতে। তখন আছিল হিন্দু
সমস্ত বঙ্গেতে*ছোলতান মোহাম্মদের সময় তাহারা।পারেশ দেশের লোক
জন এক হাজার*বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিল পাঠাইয়া।নির্ম্মাণ করেন বাড়ি
ঠাই২ গিয়া * শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে বাড়ি সাতখান। নির্জ্জন কাননে এক
করিয়া নির্ম্মাণ * বসতী করেন তারা হরিষ অন্তরে। তার মধ্যে একজনে
মানসিক করে * যদি এক পুত্র হয় ঔরসে তাহার। গরু এক জবে করে
নামেতে খোদার*যত হয় মাংস তার দিবে সে বাটিয়া। তৎপরে কতদিন
যায় গত হৈয়া * তবে এক পুত্র তার ঘরেতে জন্মিল। তখনি আনিয়া
গরু জবে করে দিল*জবে করে মাংস তার দিল ঘরে২। আশ্চর্য্য খোদার
কাজ দেখ কিবা করে * এক টুকরা মাংস তার চিলে এক লৈয়া। উড়িয়া
চলিয়া চিল যায় শুন্য দিয়া*গোবিন্দ বলিয়া রাজা ছিল শ্রীহট্টেতে।আছিল
অনেক দেশ তাহার তাবেতে * মোসলমানে দেশে তার ঠাই নাহি দিত।
লুকা ছাপা যত বাস কাননে করিত * মোসলমান গেলে কেহ তাহার
দেশেতে। তাহাকে না দিত কভু নামাজ পড়িতে * সেইদিন রাজা সেই
বসিয়া ঘাটেতে। স্নান করি শিব পুজা আছিল করিতে* মাংস চাক্কা লয়ে
চিল যায় উড়া দিয়া। রাজার সম্মুখে গেল হঠাৎ পড়িয়া*গোমাংস দেখিয়া
রাজা গর্জ্জিয়া উঠিল। ডাকিয়া কোটালগণে কহিতে লাগল * দেখহ
যবনে কোথা গোবধ করিছে। ত্বরায় ধরিয়া তারে আন মোর কাছে *
জানিত কোটালগণ তাদের খবর। আনিল বান্ধিয়া সবে রাজার গোচর*
সাতবাড়ী মুসলমান সবাকে আনিল।রাজা সেই তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল
গোবধ করিছ কেবা কহ সত্য কথা।নহেত সবার আজ কাটা যাবে মাথা

করেছিল জবে যেই কহিতে লাগিল।আমা হৈতে এই কাজ নিশ্চয় হইল*
মানসিক করেছিনু মনে আপনার। পুত্র যদি হয় এক ঘরেতে আমার *

সাতবাড়ী মুসলমান সবাকে আনিল॥রাজা সেই তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল
গোবধ করিছ কেবা কহ সত্য কথা॥নহেত সবার আজ কাটা যাবে মাথা

করেছিল জবে যেই কহিতে লাগিল।আমা হৈতে এই কাজ নিশ্চয় হইল*
মানসিক করেছিনু মনে আপনার॥ পুত্র যদি হয় এক ঘরেতে আমার *
গরু এক জবে করে খোদার নামেতে বেটে দিব মাংস তার এ সাতবাড়িতে
এত শুনি রাজা সেই অতি ক্রোধ হৈয়া।মারিল চল্লিশ বেত তাহাকে গণিয়া
আর যে জন্মিল শিশু আনাইয়া তায়। তাহার পিতার হাতে শিশুকে
কাটায় * কাটাইয়া মাংসগুলি কুচি২ করে। কাকে আর চিলে তাহা দিল
খাইবারে * এমত সেন্দত করি ছেড়ে তারে দিল। সেই যে পুরুষ আর
ঘরে নাহি গেল চলিল পশ্চিম দিকে ভাবিয়া খোদায়॥ চলিয়া বৎসর দিনে
গেলেন মক্কায়*চল্লিশ আবদাল ছিল ঘরেতে কাবার॥ কহিল বৃত্তান্ত সব
কাছেতে তেনার*শুনিয়া তাহারা সব অতি ক্রোধ হৈয়া। তখনি বাঙ্গালা
দেশে চলিল সাজিয়া*সাহের জামাল পীর সাহা সোলতান। কুতুব আলম
পীর সাহেব মস্তান * মহৎ সমেস পীর' পীর বদর আর। বাঘ লয়ে চলে
গাজি সাথেতে তেনার * চলিল মিছকিন সাহা নেজামদ্দিন পীর। চলিল
জামাল সাহা খেলাইয়া শির * চল্লিশ পী'রর সাথে কত পীর চলে। পুথি
বেড়ে যায় নাম সবার লিখিলে*না করে বিশ্রাম সবে চলিল ত্বরায়। উপ-
স্থিত হৈল আসি শ্রীহট্ট জেলায় * গড়ির গোবিন্দ রাজা শ্রীহট্টে আছিল।
করিয়া অনেক যুদ্ধ তাহাকে মারিল * লেখি যদি বিবরণ সমস্ত তাহার।
দ্বিতীয় পুস্তক এক হৈয়া যাবে আর * বড়২ হিন্দু যত সেই দেশে ছিল।
পীর সবে জাতি নাশ তাদের করিল* হিন্দুলোক যত ছিল নওাইল শির।
বলে সবে ছিল কোথা এমন যে পীর * দীন মোহাম্মদী অতি প্রবল করিল
স্বেচ্ছায় জাত কত হিন্দুলোক দিল * অনেক বৎসর পীর জামাল বাঁচিয়া।
তৎপরে স্বর্গদেশে গেলেন চলিয়া * সেইত শ্রীহট্টে দিল তাহার কবর।
মৃত্যু হইয়াছিল তার বহুকাল পর*সেকান্দর নগরে এক আছিলেন ওলি।
ডাকিত মিয়ারা সব খোন্দকার বলি * সর্বদা করিত জপ নাম নিরঞ্জন।
বেশী কথা তার মুখে না ছিল কখন*একদিন চলে তিনি শ্রীহট্ট দেখিতে।
পীর সাহা জালালের মাজার দেখিতে * দেখিলেন গিয়া তার মাজারের
কাছে। নূতন কবর এক সেইদিন দিছে * যাহার কবর সেই মহাপাপী
ছিল। মারিতে তাহারে দুই ফেরেস্তা আইল*লইয়া মুগুর হাতে ফেরেস্তা
দুইজনে॥ মারিবেক তারে এক করিয়াছেন মনে * দেখিয়া জামাল সাহা
লাঠি হাতে লিয়া। দৌড়ায় ফেরেস্তা দোহে অতি ক্রোধ হইয়া *আর পীর
ক্রোধে অতি লাগিল কহিতে। আসিয়াছে এই পাপী আমার কাছেতে *
যখন লইছে আশ্রয় নিকটে আমার।ইহাকে মারিতে না পারিবে কেহ আর

পুনর্বার যদি তোরা এখানে আসিবে।আমার লাঠির বাড়ি তখনি খাইবে *
মিয়া খোন্দকার দেখে হাসিতে লাগিল। তখনি খাদেম লোকে জিজ্ঞাসা

দুইজনে॥ মাগিবেক তারে এক করিয়াছেন মনে * দেখিয়া জামাল সাহা লাঠি হাতে লিয়া। দৌড়ায় ফেরেস্তা দোহে অতি ক্রোধ হইয়া *আর পীর ক্রোধে অতি লাগিল কহিতে। আসিয়াছে এই পাপী আমার কাছেতে * যখন লইছে আশ্রয় নিকটে আমার।ইহাকে মারিতে না পারিবে কেহ আর

পুনর্বার যদি তোরা এখানে আসিবে।আমার লাঠির বাড়ি তখনি খাইবে * মিয়া খোন্দকার দেখে হাসিতে লাগিল। তখনি খাদেম লোকে জিজ্ঞাসা করিল * সাহেবের হাসি মোরা কভু দেখি নাই। আজি কেন হাসিলেন শুনিবারে চাই * কিবা করে তিনি তবে কহিতে লাগিল॥ এমত ক্ষমতা আল্লা মানুষের দিল * নুতন কবর এই দেখ যে চক্ষেতে। আছে এক মহা পাপী কবর মধ্যেতে * মারিতে তাহাকে দুই ফেরেস্তা আসিল॥ হজরত জালাল দোহে দৌড়াইয়া গেল * অতএব হাসিলাম শুন বলি ফের। এই দেশী লোক যত উচিত সবের * মরিলে এখানে মরা করিলে দফন। কবর আজাব তার না হবে কখন * হজরত জালাল পীর হইয়া সদয়। আজাব হইতে তার বাচাবে নিশ্চয় * পীর সাহা জালালের কেরামত যত। হইবে পুস্তক এক লিখিলে সমস্ত * বাঘ লয়ে সাহাগাজি গেলেন কোথায়। সেই কথা সংক্ষেপে বলি যে সবায়*শিবগাও আছে সেই শ্রীহট্ট জেলায়। বাঘ লয়ে সাহাগাজি রহিল তথায় * কেহ২ বলে নাম গাজিপুর আর। হইয়াছে সেইখানে গাজির মাজার * সর্বদা হাজতি যায় সেইত মাজারে। হিন্দু মুসলমান যত মান্য সবে করে * অদ্যবধি থাকে বাঘ মাজারেতে সেই। শুনিয়াছি লোকের মুখে চক্ষে দেখি নাই * বড়২ হিন্দু লোক যেই দেশে ছিল। একে২ অলিউল্লা সেইখানে গেল*সাহেব বদর পীর গেল চাটগায়। কেহ গেল বরিশাল কেহত ঢাকায় * গেলেন সমেস পীর গ্রাম কুড়িগাই। মাঘ মাসে মেলা এক বসে সেই ঠাই*সাহেব সুলতান গেল মদনপুরেতে। গেলেন জুয়াল সাহা মন্দির গঞ্জেতে*রুপাই নগরে পীর নিজামদ্দিন গেল সাহা মিছকিন গিয়া মুখেতে বসিল* চলিল মস্তান সাহা রংপুর দিকেতে। পশুরাম ক্ষত্রি রাজা তাহাকে দেখিতে * গরুর ছালেতে পীর নামাজ পড়িত। কখন২ আর তাহাতে শুইত * পশুরাম রাজা কাছে পীর সেই গিয়া॥ একছাল ভুমি ভিক্ষা মাগিয়া লইয়া*বসিয়া ছালেতে পীর বাড়িতে বলিল। পীরের হুকুমে ছাল বাড়িতে লাগিল * শত মূল ভুমি ছিল রাটিতে রাজার। বাড়িয়া সমস্ত বাটি খালে বেড়ে তার*ভয়ে রাজা পশু-রাম করে পলায়ন। পাত্র মিত্র পুত্র তার ছিল যতজন * মুসলমান সবা-কারে করিলেন পীর। সেখানে থাকিয়া পীর বহুকাল পর * ছাড়িয়া মাটির দেহ স্বর্গে চলে গেল। তাহার মাজার খান সেখানে হইল * সন২ পৌষ মাসে মেলা সেথা হয়। মস্তানের মেলা বলি লোক সবে কয় * কহিলাম সংক্ষেপে অনেক কথন। আবদুর রহিম বলে পুঁথি সমপ্ণ *

* সমাপ্ত *

রাম করে পলায়ন। পাত্র মিত্র পুত্র তার ছিল যতজন * মুসলমান সবা-
কারে করিলেন পীর। সেখানে থাকিয়া পীর বহুকাল পর * ছাড়িয়া
মাটির দেহ স্বর্গে চলে গেল। তাহার মাজার খান সেখানে হইল * সনহ
পৌষ মাসে মেলা সেথা হয়। মস্তানের মেলা বলি লোক সবে কয় *
কহিলাম সংক্ষেপে অনেক কথন। আবদুর রহিম বলে পুঁথি সমর্পণ *

* সমাপ্ত *

ওসমানিয়া বুক ডিপোর সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন